



# নাগাশুমের অভিনয় ।

---

প্রহসন ।

---

মধ্যস্থপত্রে প্রথম প্রকাশিত ।

অধুনা

বহু নূতন সংযোগ, পরিবর্তন ও সংশোধন পূর্বক

মহর্ষি-খগেন্দ্র-ভট্ট

শ্রীযুক্ত বাবু শিখীন্দ্রচন্দ্র নাগাস্তক মহাশয়ের

অমৃতানুসারে

শ্রীকৈটভেনচন্দ্র চাকৈন্দ্র কর্তৃক

প্রণীত ও প্রকাশিত ।

---

কলিকাতা ।

দিক্ষু লিয়া ৩০ নং করন ওয়ালিস ষ্ট্রিট ।

মধ্যস্থ-পত্রালয়ে মুদ্রিত ।

শকাব্দাঃ ১৭৯৬ ।



# নাগাশুমের অভিনয়।

প্রস্তাবনা

[ নটের প্রবেশ ]

( নটের উক্তি )

জগতে পুরুষ যত আছে, সব তারা  
ভ্রাতা মোর ; যত নারী প্রাণের ভগিনী ;  
পিতা মাতা কে তাহারা ? যত দিন ভাই,  
থাইতে পরিতে আমি নিজে না পেরেছি,  
ততদিন, মা বাপকে ছিল প্রয়োজন,  
সত্য বটে—ততদিন অবশ্য ডেকেছি,  
বাবা কিন্না মা মা ব'লে—ততদিন বাঁধা  
থাকিতে ছিলাম বাধ্য অধীনতা-ডোরে !  
চরিয়া থাইতে নিজে শিখেছি এখন—  
এবে আর কি সম্বন্ধ তাদের সহিত ?  
কষিত হয়েছে মম মন ; জানে অন্ধ  
তারা—থাকে অন্ধকারে—অতি মূর্খ ঘোর ;

## নাগাশ্রমের অভিনয় ।

আমি সে আঁধার থেকে আলোতে এসেছি—  
পবিত্র ধর্ম-কিরণে জ্ঞান-চক্ষু মোর  
দীপ্ত পথে মুক্ত সদা । তবে আর কেন,  
মূর্থ, ভ্রান্ত, অপবিত্র, অধার্মিক সঙ্গ  
করিতে যাইব ফিরে ?—ছি ছি ছি কি ঘৃণা !  
নামে যেন গায় জ্বর আসে !—হিঁদুঘরে  
ফিরে ? হিঁদু মা বাপেরে, আবার এ মুখে,  
মা, বাবা, বলিয়ে ডাকা ? ফাটা পায় ফিরে  
নতি ? ফাই ফাই ভাই ও নাম ক'রো না !  
পশু, পক্ষী, কীট আদি স্বাধীন কে নয় ?  
স্থলে জলে ঈশ্বরের জীব সৃষ্টি মাঝে,  
কোন্ প্রাণী, শৈশব উত্তীর্ণ হ'লে তার,  
থাকে আর মা বাপের কাছে ? তবে ভাই,  
সর্ব জীবোপরি মান উচ্চতম যার,  
সে স্থখে কি সে হবে বঞ্চিত ? কখনই  
নয় ! নয় ! নয় !—হায় ! বঙ্গবাসি ভীকু ! !  
তেজোহীন, পোষা পশু প্রায়, চিরকাল  
রবি কিরে বাপ মার বশে ?—পরাদীন,  
পর-পদানত—পর-প্রত্যাশায় রত ?  
স্বাধীনতা নিধি হায় ! চিনিবিরে কবে ?

রাজকীয় স্বাধীনতা হবে না এখন ;  
 তা ব'লে কি স্বাধীনতা—অমূল্য রতন—  
 লভিব না মোরা ? অবশ্য লভিতে হবে !  
 আর কোথা সে সাধ মিটাতে যাই বল ?  
 কেবা তা সহিবে ? বিনা নিজ বাস্তুভূমি—  
 বিনা নিজ জনক জননী—বিনা খুড়া জ্যেষ্ঠা ?  
 এমন সহজ-প্রাপ্য—অক্লেশ-জনিত—  
 বিনা ব্যয়ে সাধিত সুন্দর সছুপায়ে,  
 কেন কর হেলা, হায় ! কেন কর হেলা ?  
 প্রথমে মা বাপ হ'তে স্বতন্তর হয়ে,  
 স্বাধীনতা সুখার্ণবে সাঁতারিতে শিখ !  
 দৃষ্টান্ত দেখিবে যদি, এস মোর সহ,  
 কলির বাসুকি-কীর্তি নাগাশ্রমে এস—  
 অইরূপ স্বাধীন স্বাধীনা ভ্রাতা ভগ্নী,  
 দেখিয়া যুড়াবে আঁধি—হইবে অবাক !  
 বক্ষ্যমান অভিনয় তাহার প্রমাণ—  
 ———ভাই অকাট্য প্রমাণ !!!

( পটক্ষেপণ )

# প্রথম অঙ্ক ।



## প্রথম গভাক্ষ ।



( রসাতল—বাসুকিরাজপুরী—মন্দিরা গৃহ )

[ মহারাজ বা মহাপুরুষ বাসুকি ; রাজভ্রাতা  
বা যুবরাজ অনন্ত ; রাজমন্ত্রী বা সম্পাদক  
তক্ষক ; এবং পূর্ব বঙ্গজ  
পরমভক্ত রামমাণিক্য  
বা পুঁয়ে বোড়া  
উপস্থিত ]

বাসুকি । ( টেবিলে পা ছড়াইয়া ) ওহে তক্ষক !

তক্ষক । আজ্ঞা করুন মহারাজ !

বাসুকি । আ'জ্ সভার সময় কখন ?

পুঁয়ে বোড়া । ( তোতলাস্বরে ) প্রভুর যেমনি  
এচ্ছা !

তক্ষক । আজ্ঞে ইঁ্যা, প্রভুর যখনি ইচ্ছা !

বাসুকি । তবু একটা সময় তো ধার্য্য ক'রে দিয়েছ ;  
দীর্ঘশ্রুতী অসত্যবাদী হিঁদুদের মত কি বিজ্ঞপ্ত সময়  
আমরা অতীত ক'র্তে পারি ? ( অনন্তের প্রতি )

ডায়া কি বল ? সব বিষয়ে—বিশেষতঃ প্রকাশ্য কাজে ইংলণ্ড রূপী কৈলাস-বাসীদের অনুকরণ করাই আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধির প্রধান উপায় না ?

অন। তার সন্দেহ কি ?

পুঁ, বোড়া। আ'গা, বালো আ'গা কচ্ছেন—তায় আর হন্দেহ কি ? র্যাক্‌বার ক্যান্, হহঅবার হিরোধার্য্য !

তক্ষ। আজ্ঞে বিজ্ঞাপনে তো সেভেন্ হাক্ পি, এম, টাইম দেওয়া হয়েছে ।

বাসু। ( ঘড়ি খুলিয়া ) তবে তো আর এক ঘণ্টা বই সময় নেই। তোমার রিপোর্ট তো রেডি ?

তক্ষ। প্রভুর আদেশমত দু তিন খানা তো প্রস্তুত আছে ; আ'জ্ কোন্ খানা পড়া যাবে ?

বাসু। যেমন পর পর হ'চ্ছে—প্রথম দিন বংশ-বৃদ্ধির পালা হয়েছিল ; কা'ল্ প্রধান নাগনাগিনী-দের নামকরণ হয়ে গেছে ; আ'জ্ বিষবৃদ্ধির বিবরণটা হ'ক্—কা'ল্ আবার আর সকলের নাম উপাধি দেওয়া আর তার একটা স্থায়ী নিয়ম করা যাবে ।

পুঁ, বোড়া। আ'গা, বালো আগুগ্যা অইচে ; নইলে কি হকুলি র্যাক্ দিনের হবায় অইবার পারে ?



অন। তবে কি দাদা, সত্যই আমরা নাগলোকের লোক ?

বাসু । ( সহাস্র ) শুনলে হ্যা তক্ষক ? ছেলেমানুষি কথা শুনলে ? আমার মুখ দে যা নির্গত হয়, তাতে আবার “ সত্যই কি ” ব’লে জিজ্ঞাসা ক’চ্ছে !

পুঁ, বোড়া । ( করতালির সহিত ) আয় ! আয় ! আয় ! কি অইবে ! কি অইবে !

তক্ষক । আজ্ঞে, যুবরাজ নাকি এখানে ছিলেন না—ওঁকে তো পশ্চিমেও সংবাদ পাঠানো হয়নি—সবে এই আ’জ্ এসেছেন, জা’নবেন কিসে ? ( অনস্তুর প্রতি ) তবে কিনা, আপনার ওরূপে জিজ্ঞাসা না ক’রে—“সত্যই কি ?” এটানা ব’লে, “বিশেষ বৃত্তান্ত কি ?” এইরূপ প্রশ্ন ক’লেই ভাল হ’তো । কেননা, প্রভুর মুখ দে যা বেরোর, তা কি পরম সত্য ভিন্ন আর কিছুই হ’তে পারে ? একে তো প্রভু জাতিস্মর ; তাতে আমরা বেস টের পোয়েছি, প্রভু সেই পরম প্রভুর সাক্ষাৎ অবতার ! কেবল কোনো গুহ্য কারণেই নরলোক-সাধারণে সেটী ব’লতে না দিয়ে মহাপুরুষ নামেই এখন প্রকাশ পা’চ্ছেন—ও একই কথা—যে চেনে সে চেনে ! তার পর, বিভুর বিশেষ আদেশ তো অহোরাত্রি প্রভুর অন্তঃস্থলে তাড়িৎ বার্তাবহের দ্বার

যাতায়াত ক'চ্ছে ! আমরা নিকটে থাকি ব'লে আমরাও যার তার একটু আদটু বেগ পেয়ে থাকি !

পুঁ, বোড়া । ( করতালির সহিত ) দত্ত ! দত্ত !  
দত্ত !

অন । “যাতায়াত” বল কেন ? সুধু “ আগত হ'চ্ছে ” বলাই তো সঙ্গত !

তক্ষ । আজ্ঞে না যুবরাজ, যাতায়াতই সঙ্গত !  
প্রভুর বিশেষ প্রার্থনা যা'চ্ছে ; আর বিভুর বিশেষ আদেশ আ'স'ছে ; তবেই যাতায়াত হ'লো না ?

অন । সে ভাবে বটে !

পুঁ, বোড়া । বাবই তো এই ! মরি মরি কিবা বাব ! যুবরাজ অকনো বাব না পাইবার লাগেন !

বাসু । ভায়া হে ! এত দিন শিক্ষিতাবস্থায় ছিলে ব'লে তোমার আর ময়াল ভায়ার দিব্য চক্ষু ফুটিয়ে দিই নাই, তাইতেই ধাঁধা যা'চ্ছে না !

পুঁ, বোড়া । প্রভু অকনিতো দিব্যজ্ঞান পুটিয়ে দিইবার পারেন ?

বাসু । না, এখন না ; আ'জ্ রাত্রে । আপাততঃ ভাই ! ময়াল আর তুমি, ( তোমরা সকলেই )  
দয়াল প্রভুর বিশেষ আদেশ, বিশেষ বিধান আর মহাপুরুষ প্রেরণের ভাব আর সংস্কারটী ভক্ত লোকের

মনে বদ্ধমূল করবার চেষ্টা পাও—এ সংস্কারের বীজ  
রোপণই আমাদের বিষয়বস্তুর মূল পত্তন !

পুঁ, বোড়া। আ'গা, এ বৃত্তাও হচ্ছে হচ্ছে এ  
রোপণের কামে যাইমু !

অন। আজ্ঞে, আপনার মুখে বিবের গৌরব শুনে  
আমাদের আদ্য কথা শুন্বার ইচ্ছাটি অত্যন্ত বলবতী  
হ'য়ে উঠলো—অনুগ্রহ ক'রে—

বাসু। তব্বকের নিকট আমাদের বংশবৃদ্ধির যে  
বিজ্ঞাপনটি আছে, তা প'ড়লেই বিস্তারক্রমে সব  
জা'ন্তে পা'র্কে। তবে আপাততঃ সংক্ষেপে তোমার  
কিছু ব'লে দেওয়াও আবশ্যক বটে—জেনে না রাখ-  
লেই বা আ'জ্ সভার কার্য্য কিরূপে চালাবে ? আর  
যে সংস্কার রোপণের কথা ব'ল্লেম, তাই বা পা'র্কে  
কেন ? অতএব শ্রবণ কর ।

অন। যে আজ্ঞে বসুন—

পুঁ, বোড়া। আ'গা করেন—প্রভুর হ'ব কথাই  
ভাষা মাখা !

বাসু। এ তোমার জানা আছে, যে, সত্য যুগে  
নারায়ণ মৎস্য কুর্ম বরাহাদি অবতার হ'য়ে বেদ আর  
বসুমতীর উদ্ধার প্রভৃতি কতকগুলো কাজ করেন ?

অন। আজ্ঞা হাঁ।

বাসু । তার পর ত্রেতা যুগে তিনি নর, আর দেব-  
তারা বানর সেজেও ভূতার হরণ করেন ?

অন । আজ্ঞে !

বাসু । তার পর দ্বাপরেও তাঁরা কত্বে বংশে  
জ'য়ে ঐরূপ কাজ নিকাশ করেন ?

অন । আজ্ঞে হাঁ, তাও জানি ।

বাসু । এ সব ধরার অভিযোগে, ধরার কান্না  
দেখে, ধরার উপকারের জন্তই হয় । কিন্তু সে সব  
কাজে ধরার স্থায়ী উপকার কিছুই হয় নাই ।

পুঁ, বোড়া । ক্যান্ ?

বাসু । স্থায়ী উপকার আর কৈ হ'লো ? যৎ-  
ক্ষণে তৎক্ষণাৎ—তাঁরা লীলা খেলা ক'রে কেটে কুটে  
মেরে ধ'রে চ'লে যান, দিন কতকের জন্তে ধরার কান্না  
ধামে ; আবার কিছু দিনে পাপ, তাপ, কাপ, যে  
সেই ! সুতরাং কলিযুগে যখন ধরা গিয়ে আবার বড়  
ধ'রে প'ড়লো, তখন হরি ভা'বলেন, এবার যোদ্ধা  
বেশে না গিয়ে—ক্রুদ্ধ ভাবে যুদ্ধ না ক'রে, শাস্ত  
মূর্তিতে বুদ্ধ হ'য়ে পাপ হরি গে !

অন । তাও তো হ'য়েছিলেন, কৈ তাতেও তো  
কিছু হ'লো না !

বাসু । তাই তো ভাই ব'ল'ছিলাম । ধরা বার

বার ত্রকা, বিষ্ণু, ইন্দ্র, চন্দ্র দেবতাদের খোসামোদ  
 ক'রে ক'রে মনে মনে তার ঘণা জ'ন্মে গেল—তাদের  
 ক্ষমতা যত তাও ক্রমে সে বুঝতে পারলে ! এক দিন  
 ব'সে ডা'বছিল, কি করি ? কোথায় ঘাই ? সে হবে  
 ইংরিজী ১৮৪০ সালের কাছাকাছি, এই আমার জন্মা-  
 বার কিছুকাল পূর্বে ! ধরা স্তম্ভরবনে ব'সে আমি  
 ক'রে গালে হাত দে ডা'বছে, এমন সময় রসিক  
 বীরাগ্রগণ্য ধরাপতি কলি মহাত্মা 'ধর্ম্ম হরিণ'  
 লীকার ক'র্ত্তে ক'র্ত্তে তথায় এসে উপস্থিত । দেখেই  
 ব'ল্লেন “একি প্রিয়ে, তুমি আমার য়হিবী হ'য়ে বনে ?  
 একাকিনী ! বিবাদিনী ! গণ্ডে হাত ! মুণ্ড বিরস !  
 ঠোঁট শুকনো ! একি ? কোথায় সুরা দেবীর সঙ্গে  
 বিলাস মন্দিরে বার-বিলাসিনীরা তোমার সেবা ক'র্কে,  
 না তাদের কেলে এসে তুমি এই গহন বনে ব'সে  
 কাঁ'দছো ! কোথায় বাচ্ কাচ্ গুলোকে তুমি খাও-  
 যাবে, পরাবে, লেখা পড়া লেখাবে, বে দেবে, খা  
 দেবে ; তারা ইংরিজী বই আর তারি উপযুক্ত বউ  
 পেয়ে কোথায় তোমায় ঠেঙাবে, খেদাবে, তা না হ'য়ে  
 তুমি মজা ক'রে পালিয়ে এসে বনে রইলে, তারা অভ্যস্ত  
 চড় লাথি কারে আর মা'র্কে ? মা'র্ত্তে না পেয়ে  
 তাদের হাত পা সড়্ সড়্ ক'রে অসুখ জন্মাবে ! হা

প্রিয়ে ! তারা স্বাধীনতার সখ মেঠাবার জন্য মা  
আবানে কার কাছে যাবে—কে আর সরে ? তাও  
একবার ভাবলে না ?”

পুঁ, বোড়া । ( করতালি ) বাঃ ! বাঃ ! কলি কি  
হদায়া !

বাসু । এখানে তোমাদের একটা কথা ব’লে  
রাখি ; ঐ যে ধরা, তোমরা ইংরিজী ভূগোলে যে  
ধরা প’ড়েছ, ঠিক সে ধরা নয়—হিমাচল হ’তে লক্ষা  
টকা পর্য্যন্ত যে ধরা, এ সেই ধরা !

তক । আজ্ঞে, তা জানি, নইলে সুদ্ধ নারায়ণ  
আর ব্রহ্মা, ইন্দ্র, চন্দ্রের অবতারের কথাতেই পর্য্যাপ্ত  
হ’তো না—খৃষ্ট ফিফ্টি অবতারের কথাও আ’সতো !

পুঁ, বোড়া । আ’গ্গে ছ ! অকন্ সমজ্ আইচে !

অন । তার পর, ধরা কি ব’লে ?

বাসু । ধরা কেঁদে তাসিয়ে দিলে ; আর ব’লে  
“নাথ ! আমার বড় দায় হ’লো ; আমি বহুকাল  
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র, চন্দ্র বৈ জ্ঞান্বেম না—ব্রহ্মার বেদই  
আমার মনি মুক্তার আকর—আমার মহা মহোপাধ্যায়  
আর্য্য সম্ভানগণ তা থেকেই বিশাল আর্য্য ধর্ম্মের সৃষ্টি  
আরো বিস্তার ক’রেছিল । সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর নামা  
আমার পূর্ব্বকার তিন স্বামী আমাকে যে সব পুত্র

কথারত্ব দিয়েছিলেন, তারা সেই ঋণ্যামুসারে কণ্ঠ  
ক'রে প্রায় আমার চির স্বখেই রাখতো—এখন নাথ,  
তোমার আমলে সব উল্টো—দেখে শুনে আমার  
প্রাণ কেটে যায়! তাই তোমার স্বর কণ্ঠ ছেড়ে একটু  
ফুরসত ক'রে এই বনে ব'সে একটু কাঁদছি! আমি  
যে কি করি, কিছুই বুঝতে পারিমে—হেলে গুলো  
আমায় মা'র্ছে ব'র্ছে, আমার নিম্নকের দলে মিসছে,  
আমি তাতেও তত অভিমান করিনে, তারা যে আপনা  
আপনি কাটাকাটি ক'রে সোণার সংসার ছারখার  
ক'রে দিচ্ছে, আমার প্রাণে তা সয় না, নাথ সয় না—  
মরণ হয় না যে বাঁচি—এর উপায় তুমি না ক'লেই বা  
কার কাছে যাই?”

পুঁ, বোড়া। (করতালি) প্রভুর রহনা যেন ছধা-  
কড়! দর বালো কইচে!

অন। আজ্ঞে, তার পর?

বাসু। শুনে কলি মহারাজ হো হো শব্দে বিকট  
হাসি হেসে ব'লেন “প্রিয়ে! এত দিনে তোমার রোগ  
টের পেয়েছি—পুরাতনের প্রতি ভক্তিই তোমার রোগ!  
এ ব্যাধির বিষ র'য়ে র'য়ে শুমে শুমে পোড়ায়।  
“বিষশ্রু বিষমৌষধম্!” আমি আ'জই এর প্রতি-বিষের  
উপায় ক'ছি, তা হ'লেই তোমার প্রতীকার অব্যর্থ।”

ধরা ব'ল্লেন “নাথ ! সত্যই আমার ঐ রোগ বটে !  
তার প্রতি-বিষ কি ? ” কলি ব'ল্লেন “ ভেবে দেখ,  
প্রিয়ে, তুমি যতবার ত্রুক্ষা বিষ্ণুকে তোমার গর্ভে এনে  
অবতার করিয়েছ, ততবারই তাঁরা নূতনের দমন ক'রে  
সেই পুরাতন রা'খতেই যত্ন ক'রে গেছেন ; কাজেই  
তোমার পুরাতনের প্রতি ভক্তি বর্দ্ধিতা আর অচলা  
হ'য়েছে—কাজেই যখন যে কেউ কোনো নূতন মত,  
নূতন ধর্ম কি নূতন কাণ্ড ক'র্ত্তে যায়, তখনি তোমার  
মর্মে মর্মে ব্যথা লাগে । এই কি না ? ”

অন । কলিরাজ ঠিক ব'লেছেন—ধরা এতে  
“না ” ব'লতে পার'কেন না—

বাসু । পার'কেন না, না পার'লেন !

অন । পার'লেন ? কি ব'লেন ?

বাসু । ধরা ব'লেন “না, নাথ, নূতন হ'লেই যে  
আমার মর্মে ব্যথা লাগে, তা নয়—আমার সংসারে  
কি নূতন কিছু হয়নি ? কত শত রকম নূতন হ'য়ে  
গেল ! তবে কিনা, অস্বাভাবিক নূতন হ'লেই আ-  
মার অস্থিজ্বালা আরম্ভ হয়—আমার নাথ, তা অসহ্য  
হ'য়ে ওঠে ! ” কলি অসম্মত হ'য়ে ব'ল্লেন “প্রিয়ে !  
তুমি নিজে রোগী, তুমি কি তোমার আপনার নাড়ী  
আপনি বুঝতে পার ? আমি আ'জ যখন তোমার



রোগ ধ'রেছি, তখন আর চিন্তা নাই। আমি এখনি রসাতলে বাসুকী মহারাজার কাছে যাব—ত্রকা টুক হরি করির কন্ধ্য' নর—যদি নাগরাজ স্বয়ং সদলে বলে এসে তোমার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন, তবেই তোমার নাড়ীতে “পুরাতনের ভক্তি” রূপ যে পুরাতন বিষ আছে, তাতে কোঁটাকত “নিভাঁজাল নুতনের ভক্তি” নামা বাসুকী দলের বিষ প'ড়লেই ঐ পুরাতন বিষের উচ্ছেদ হবেই হবে! যাতে তাঁরা এসে তোমার গর্ভে জন্মান, আমি এখনি তার তদ্বিরে চ'ল্লেম !”

পুঁ, বোড়া। বাঃ! বাঃ! এত কাণ্ড অইচে!

অন। তার পর?

তক্ষ। তার পর আর কি শুন্বেন? কলিরাজ পাতালে গে আমাদের প্রভুকে নিভাস্ত জিদ্ ক'রে ধ'রে প'ড়লেন—প্রভু অমুরোধ ছাড়াতে পা'ল্লেন না—তাই আমাদের সকলকে সঙ্গে নিয়ে অবনীতে এসে এই অবতার হ'য়েছেন!

পুঁ, বোড়া। ( করতালি ও প্রায় নৃত্য ) য়্যাক্-বার হক্লে মিলে জয় বাহুকি কও! জয় বাহুকি! জয় বাহুকী! আয়! আয়! কি হতুলা হবতার! ]

অন। আমরা পাতাল-দেবতা—তবে যে তক্ষক ব'ল'ছিলেন, আপনি স্বর্গীয় প্রভু?

বাসু । হা বালক ! তোমাকে এখনও দিব্য জ্ঞান দেওয়া হয় নি ব'লেই এত আত্ম-বিস্মৃত হ'চ্ছে! বাসুকি আর কে ? মূর্তি ভেদে সেই স্বর্গীয় প্রভু বৈ আর কে ? বাসুকি আর অনন্ত নাগ স্বয়ং অনন্ত দেব ! নিরাকার পরমাত্মা সাকার হ'য়ে কিম্বা সাকার প্রতি-নিধি নিয়োগ দ্বারাই মূর্তি স্থিতি লয় করেন—কোনো মূর্তিতে সৃজন, কোনো মূর্তিতে পালন, কোনো মূর্তিতে সংহরণ, এই মাত্র প্রভেদ !

অন । পাপিষ্ঠ হিঁদুদের না এই মত ? এ তো, দাদা, আমাদের টেনেট্ নর—টেক ? প্রকাশ্য স্থলে তো আপনার মুখে এক দিনও এমন প্রিন্সিপ'ল্ গুনিনি—

বাসু । ( চতুর্দিকে চাহিয়', মৃদুস্বরে ) আরে ভাই, যদি প্রকাশ্যস্থলেই মনের কথা সব ব'ল'বো, তবে প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য কথার মূর্তি হয়েছে কেন ? পাপময় হিঁদুর শাস্ত্রে যা বলে, তার সবই কি মিছে ? তাতে সত্য তত্ত্বও বিস্তর আছে ! তবে কি জ্ঞান, যখন কলির অনুরোধে আমরা উল্টাতে পা'লটাতেই অবতীর্ণ হয়েছি, আর যখন শিব লোকের সম্ভোষোৎ-পাদনই আমাদের অভিপ্রায়, তখন হিঁদুদের সবই মন্দ—সবই মিছে—সবই পাপপূর্ণ, এই মতটাই

প্রকাশ ক'রে তাদের সমুদয়ই উল্টে পা'ল্টে দিতে হবে !

তক্ষ । ( মৃদুস্বরে ) চুপ্ ককন, নকুল আ'স্ছে ।  
( উন্নতস্বরে ) ফল কথা, যুবরাজ, আপনারা দুইভাই  
সেই বাসুকি আর অনন্ত—প্রভু বাসুকিরাজ ; আর  
আপনি অনন্ত নাগ !

[ নকুলবাবুর প্রবেশ ]

পু', বোড়া । আ'গা হঃ !—হন্তু নাই, তাই  
হনন্তু !

নকু । আ'স্তে আ'স্তে বাইরে থেকে আমি  
অনেক কথা শুনে নিইছি—কেবল মহারাজ চুপে চুপে  
কি ব'ল্লেন, সেইটেই ক'স্কে গেছে ! আপনারা বাসুকি  
আর অনন্ত নাগকে অনন্তদেব যে ব'ল্লেন, সে তো  
আর্য্যশাস্ত্রের মতে ; কিন্তু বাইবেলের মতেও না একটা  
কি বলে ?

পু', বোড়া । ( অগত ) এই দূর্ভু হির্গাল পুল  
জা'লাইতে আইচে—হঃ !

অন । নকুল বাবু এয়েছ ? বেস ! ( সহাস্র )  
তোমার বাইবেল কি বলে শুনি ?

নকু । আজ্ঞে আমার বাইবেল আর কেমন

ক'রে? বাইবেল আপনাদেরই! এই প্রভু যেমন আপনার দাদা, ক্রাইস্ট তেমনি প্রভুর দাদা—তিনি ছিলেন অগ্রজ অবতার, ইনি তাঁর অনুজ অবতার—আমরা অধম মনুজ হ'য়ে খোদার সাক্ষাৎ তনুজ মহাশয়দের মাহাত্ম্য কি বুঝবো!

অন। সে যা হ'কু, বাইবেলের মতটা যে উড়ে যায়!

নকু। কে জানে মশাই, আমি কি বাইবেল ফাইবেল প'ড়ে থাকি? আপনারাই বলেন, তাই শুনেছি, যে, আর্কেঞ্জেল না কিরৈগুরাজ নামে এক জন স্বর্গীয় দূতের রাজা না কি ছিল, তার কি অপরাধের জন্যে গড্ তারে স্বর্গে থেকে ঢুব্ ক'রে পাতালে না কোথায় কেলো দিছিলেন—সেও না সপের মূর্ত্তি ধ'রে আপনাদের মা ঠা'ক্কণ ইভের কাছে গিছলো? সেও তো এঁদো পাতালের কেঁদো রাজা—হিঁদুরা হয় তো তারেই বাসুকি ব'লে থাকে!

অন। ভেলা কোশলে গালাগালিটে দিয়ে নিলে যা হ'কু!

বাসু। আঃ! ও পাগলের কথা কি ধ'র্ত্তে আছে? তোমরা অপেক্ষা কর, আমি আ'সছি।

[ প্রস্থান।

পুঁ, বোড়া । দূর পাপিষ্ঠি নরাধম ! যা বুয়ে  
আছে, তাই কৈবার লাগে—হয়তানের পোলা হয়-  
তান !

নকু । ও বাবা ! ও কে ? এই যে প্রধান চেলা,  
ময়রা ভোলা ! যেমন শিল তার তেমনি নোড়া, ( হস্ত-  
ভঙ্গীতে সর্পাকার প্রদর্শন ) কোঁস, কোঁস, কোঁস, পুঁয়ে  
বোড়া !—ও বাবা চ'ক্‌রাঙায় যে !—জাওল সাপ,  
কোঁস !—( রামমাণিক্য যক্ষি উত্তোলনপূর্ব্বক প্রহা-  
রোদ্ভূত ) ও বাবা ছোবল মারে যে !—পুঁয়ে বোড়ার  
এত রোক !—অস্তি কস্তি মনির্মাতা—দূর হ'গুগে  
ছাই, বিপদ্‌ কালে মন্ত্রটাও মনে আসে না—এয়েছে  
এয়েছে, আর ভয় নেই—ভগ্নী বাসুকিস্তথা ; জড়-  
ভরত মনির পত্নী, মাগো মনসা দেবৈঃ নমোনমঃ—  
রক্ষা কর মা, পুঁয়ে বোড়া ছোবল মারে !—কোঁস !

পুঁ, বোড়া । দূর অৰজ পুলাপানু ! আমগো চোট  
প্রভুর লগ্না অইত তো তোরে দ্যাহাতাম্—এই  
ক্ষিকে তোর অস্তি গুঁরা কর্তাম—মারি মারি ত অদ্দ  
করি দ্যাতাম !

তক্ষ । ও কি ? ভদ্রলোকের মুখে মারামারির  
কথা কি ? ঠাউর ভাষাসার কথায় কি এত রাগ ক'র্তে  
হয় ?

নকু । (পুঁয়ে বোড়ার মুখের গোড়ায় হাত নাড়িয়া)

শান্তিরসে ডুবু ডুবু ;

বঙ্গদেশের বেম্বো বাবু ;

রাগ গোঁসাকে ক'চ্ছে কাবু ;

তবে কেন ফেপো বাপু ?

ফোঁস্ ফোঁস্ ফোঁস্ ফোঁস্ ফোঁস্ ফোঁস্ !

গর্তে লুকো, নইলে এসে হাড় গিলে মা'র্কে ছোঁ !

পুঁ, বোড়া । দ্যা'হেন মুশায় দ্যা'হেন, এতে গুঁসা  
অয় না তো কি অয় ?

অন । তোমারো তো মুখ আছে, তুমিও কেন  
ঠাটা করো না !

পুঁ, বোড়া । যে আ'গা, অকন্ অব্দি তাই  
ক'রু !

নকু । ও রসিকরাজ ! তাই ক'র্কে ! তবে এস,  
হাঁড়ি থেকে বা'র ক'রে খেলাই—( সাপ খেলানোর  
ভঙ্গীতে সরি ধরিয়া আঁটু দোলাইয়া )

( আরে ) হিঁদু সমাজের ওঁছা পাপ ;

গোটাকতক ক'চকে কাপ ;

পেয়ে বাসুকির ধর্মের তাপ ;

ডিম্ ফুটে হয় জাওলা সাপ ;

হিঁদুর ঘরে লাগে হাঁপ,  
 মা বাপ ছেড়ে মা'ল্লে লাফ !  
 হিঁদুর ঘরে ঘোম্টার আড়ে,  
 থা'ন্তে ভূতে কিলোয় ঘাড়ে !  
 দেখে বাসুকির প্রবল প্রতাপ—  
 শিষ্ট রকম মিষ্ট আলাপ—  
 স্বাধীন হ'তে ছোঁড়া ছুঁড়ী,  
 যুট্লে এসে মেরে তুড়ি !  
 গোঁড়ামির বিষ ছড়াছড়ি !  
 ল্যাঙ্ক্ মলার কি হুড়োহুড়ি !

( আরে ) ধর্মের খোলস অঙ্গে পরা ;  
 বেস্ত্রো চক্রের ফণা ধরা ;  
 রিষের বিষে মগ্ন ভরা ;  
 দেশের দ্বেষে দস্ত পোরা ;  
 ভ্রান্তি ছোবল, শান্তি-চোরা ;  
 কস্মে কেবল শাস্ত্র হরা ;  
 কুহুক দিয়ে মুলুক মারা ;  
 গোঁসার ফোঁসে গর্জ্জন করা !

( ওরে ) এইবার খুলি হাঁড়ির সরা—

মূল মস্ত্রে আত্ম-সারা !

হাঁড়িতে পুঁয়ে বোড়া সাপ—

বাছারে তোমার লা'গ্ছে হাঁপ !

কুণ্ডলি ছেড়ে, মুণ্ড তুলে,

মণ্ডলি ক'রে, ফণা ধ'রে,

হেলিয়ে ছুলিয়ে খেল তো বাপ !

( ওরে ) কেঁড়েল বেদে হাঁচি চেনে ;

হেঁড়েল থেকে আনে টেনে ;

বিষদাঁত কামায় মুণ্ড খুলে ;

(তোদের) কেঁচো বানায় ঈশের মূলে !

ঈশের মূলে জ্বর জ্বর—

ছোবল মা'র্বে, সরায় মারো—

বাস্তকির ল্যাজ্ যা'প্টে ধর—

গরুড়ের ঠোঁটে শীঘ্র মর !

পুঁ, বোড়া । দ্যাছেন মুশয় দ্যাছেন ! অবদ্র  
পুলাপান ঠেঁটীর বাই যা মুয়ে আহে তাই কৈবার  
লাগে ! দ্যাছেন, দ্যাছেন মুশয়রা সব্ দ্যাছেন :—  
দোহাই বাহুকি রাজার !



তক্ষ । সে যা হ'কু নকুল বাবু, তুমি কি এই রকমেই কাটাবে ? পরকালের কথাটা কি একবারও সিরিয়স্‌লি ভা'বে না ?

নকু । আজে, সে কি মশাই ? আমি আবার ভাবছি নে ! আমি বড় গলা ক'রে বলতে পারি, আপনাদের বাড়ীর লোক, পাড়ার লোক, কি কোনো বন্ধু লোক আপনাদের পরকালের জন্তে যত ভাবিয়া ভাবনা না করেন, আমি তা ক'রে থাকি ?

পুঁ, বোড়া । ছুনেন যুশয় হয়তানের পুঁলার কথা ছুনেন ।

অন । আমাদের পরকালের ভাবনা, নকুল বাবু ?

নকু । আজে, সম্পাদক মশাই তাই তো না জিজ্ঞাসা ক'লেন ?

অন । সম্পাদক মশা'র পরকালের ভাবনার ভার তোমায় দেবার জন্তে তো তাঁর ঘুম হয় নি !

নকু । আজে, কেন ?

অন । কেন আর কি ? ও'র জন্তে তোমায় ভা'বতে হবে না—তোমার আপনার ভাবনা আপনি ভাব, তা হ'লেই আমরা ব'র্তে যাই !

নকু । আজে, এ উত্তরটা কি এ দাসও দিতে পারে না ?

অন । ( সহাস্যে ) ওকক মশাই, শুন্লে গা ?

নকু । আজ্ঞে, মন্দ কি বলিছি ? আপনারা যদি আমার জন্যে ভা'বতে পারেন, তবে আমিও কি আপনাদের ভাবনা ভা'বতে পারিনে ? আমার মঙ্গলের চেষ্ঠা আপনারা ক'র্কেন, আপনাদের মঙ্গলের চেষ্ঠাও কি আমার করা উচিত নয় ? পরস্পরের সাহায্যই তো বন্ধুতার নিয়ম—সামান্য কথায় বলে “দর্পণে মুখ দেখা”—আর যদি জোর ক'রে এমন কথা বলেন, যে, “আমাদের ভাবনা তোমায় ভা'বতে হবে না” তবে এ দাসও তো সবিনয়ে ঐকথা বলতে পারে ! আপনারা আমায় দান ক'র্কেন, কিন্তু আমি দিলে নেবেন না, তবে আমি আপনাদের দান নেব কেন ?

অন । ওর মধ্যে কথা আছে—তুমি যোগ্য নও, উনি যোগ্য !

নকু । কিসে জা'ন্লেন আমি যোগ্য নই ? আর কিসেই বা জা'ন্লেন উনি যোগ্য ? পরমার্থ ধনে কে ধনী কে দরিদ্র, তা কি (উর্দ্ধে নির্দেশ) ঐ একজন ভিন্ন আর কেউ জা'ন্লে পারে ? যদি বলেন, উনি পুল্পিটে উঠে হাত বাউ নেড়ে, হাউ হাউ ক'রে “হে ভ্রাতা ভগ্নিগণ ! তোমরা পরকালের কি ক'ল্লে ?” এই

ব'লে মোর সারাবৎ আসর জ'ম্কে বেড়ান, স্নতরাং  
উনি যোগ্য ; আর আমি তা করিনে ব'লে আমি  
অযোগ্য ; ইটী মনেও ক'র্ষেন না—চৈতালে চিক্‌কলে  
আর ধর্ম্য ধর্ম্য ক'রে বেড়ালেই যদি ধার্মিক হ'তো,  
তবে তো জগতে পাণ্ডী থা'ক্‌তো না—চীৎকারের মত  
এমন সহজ কাজ কে না ক'র্তে পা'র্তো ? কিছু মনে  
ক'র্ষেন না, বাউলেদের একটা গান শুনুন—

অন। না, না, এখন সভার সময়, গান শোন্-  
বার সময় নয়—

( বাম্বুর প্রবেশ )

নকু। আ'চ্ছা, আপনারা সভায় ব'স্তে না  
ব'স্তেই নিদেন রাস্তা থেকেও সে গান শুন্তে পাবেন !

বাম্বু। আরে দূর হ'ক্‌গে—নকুলের সঙ্গে মিছে  
কেন ব'ক্‌ছো ? ওরে কি তোমরা আ'ট্‌তে পা'র্বে ?  
ও দিঘিজুরী ( ঘড়ি দেখিয়া ) এখন সভার কাজে মন  
দেও—সময় হ'য়ে এলো ।

পুঁ, বোড়া । ( গবাক্কে দেখিয়া ) ঐ যে ত্রাতা  
বগ্গারা হব্ আইচেন—

বাম্বু। তবে তোমরা যাও—সকলকে বসাওগে—

অন। আপনিও কেন আসুন না ?

বাস্থ । আমি এখনি যাব ? এই এক ছেলে-  
মানুষি কথা !

নকু । ( সহাস্র ) আপনি এটাও বুঝতে পারেন  
না, আপনি এম, এ পাস ক'জেন কেমন ক'রে ?

অন । ( জনান্তিকে ) কেন, কি বল দেখি ?

নকু । বুঝতে পা'চ্ছে না, উনি এখন গেলে কি  
আদব কায়দা থাকে—যারে বলে কদর ! বদন অধি-  
কারী কি আগেই আসরে না'মতো ? বা'স্বেদ কা'স্-  
দেব, ম'ট্রো, ফ'ট্রো, হ'য়ে ট'য়ে গেলে, ভদ্রাভদ্র-  
লোকে আসর জম্জমা হ'লে, শেষকালে বদনের বাঁধা  
হুকো বেকতো ! তেম্'নি, ও এম্'নি সময় সভায়  
যাবে যখন সভ্যাসভ্যতে সভা ভরপুর—যেমন যাবেন,  
সকলে উঠে দাঁড়াবে, ভক্ত ভ্রাতা ভগ্নারা সব হাত-  
তালি দেবে—যারে তোমরা ক্র্যাপ্ বল ! সখীরা কুঞ্জ  
সাজিয়ে কৃষ্ণের জন্তে মালা গোঁথে বাসকসজ্জা হ'য়ে  
ব'সে থাকে না তো কি আগেই কৃষ্ণচাকুর গে কুঞ্জে  
ব'সবেন ? এও কি শোভা পায় ?

অন ! চল, চল, আর তোমার ভাঁড়ামিতে কাজ  
নেই !

[ বাস্থকি ব্যতীত সকলের প্রস্থান ।

বামু ! ( পদচারণপূর্বক স্বগত ) অবোধেরা বলে হিঁদুরসমাজে মিশ খাও—হুট্ ! তাদের ক্ষমতা কি ? তাদের তোষে আর রোষে এসে যায় কি ? কৈলাসের শ্বেতকায় শিববংশীয় সন্মাইকে তুষ্ট রাখাই কাজ ! খগেন্দ্রের ঝাড় বোকারা উন্নতির আকাশে ভাল ক'রে পাখা ছেড়ে উড়তে চায় না—কেবল মাটিতে প'ড়ে আন্তে আন্তে র'য়ে ব'সে হামা-গুডি দিয়ে যেমন বা'চ্ছে, শিব লোকে নাম ডাকও তেমন ছাই হ'চ্ছে ! তারা যেমন ভীক, তেমনি কেঁচোর মত লতিয়ে লতিয়ে বেড়া'চ্ছে—তারা আমাদের মত কণা ধ'রে ফৌস ফৌস ক'রে তর্জ্জন গর্জ্জনে কি ত্রিভুবন কাঁপা'তে পারে ? আবার বলা হয়, ধর্ম্মের কাজে মাটি হওয়াই চাই—কপালে আগুন ! এই জন্যই তো তাদের দল ছেড়ে এয়েছি—এসে না ক'ল্লেম কি ? টাট্কা নখার ছেলে মেয়ে গুলোকে দংশন ক'রে বাপ মার কোল থেকে জন্মের মত কেড়ে এনেছি—এনে মানুষ জন্ম ঘুচিয়ে তাদের ভুজঙ্গ ক'রে ফেলেছি—তারা আর কোথায় বাবে ? বামুকি-চরণ বই তাদের বিশ্বাসে কি অন্য গতি রা'খতে দিইছি ? নর হ'য়ে অমর কি নাগরাজ হওয়া, একি সামান্য কথা ? একি যেমন তেমন ক্ষমতার কাজ ? একি খগেন্দ্র দলের

কারো সাধ্যে হয় ? বিবের তেজ দেখিয়েছি ব'লেই তো আশুতোষ বংশ আমাকে যশের মণির অধিকারী ক'রেছেন—আহা সে মণির কি দীপ্তি !—আমার মনের তায় কি তৃপ্তি !—সে মণির প্রভা না থা'কলে কি এত শীকার যুটতো ? এ বিষ আবার ত্যাগ করা ! নির্ঝিষ হ'য়ে জঘন্য হিঁড়ের সমাজে আবার সখ্যতা করা ! “মরদ কি বাত্—হাতীকি দাঁত !”—বা করিছি তা করিছি ! এই যে মহাপুরুষ হইছি—অবতারও হব—কার সাধ্য কে কি করে ? এক কথা কবে, অম্নি লাইবেল কেস এনে তার মাথা খাব ! তাতে যদি কাপুরুষ কৃষ্ণসমাজে কলঙ্ক হয় তো ব'য়েই গেল—ওদিক থাকলেই হ'লো !—যাই এখন সভায় যাই—

[ প্রস্থান ।

পটক্ষেপণ ।



( নেপথ্যে বাউলের সুরে গান । )

ঠাহর ক'রে দেখ্ দেখি—

তোর মনে মনে আছে কি ?

ও তুই, এক বলিস্, আর কাজে করিস্,

মনেরে ঠারিস্ আঁখি ;

ও তুই, পর বুঝিয়ে ঘরে আসিস্,  
 আপ্নারে আপ্নি ফাকি ! ১ ॥

ওরে, আপ্নারে যে জানে আপ্নি,  
 তার জাঁক্ জমকে দরকার কি ?  
 সেজন, কথায় বোবা, কাজে হাবা,  
 করে না সে বাক্‌বাকি ! ২ ॥

---

### দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক ।

---

(বান্ধুকী রাজপুরী—সভাগৃহ)

[ বহু নাগনাগিনী ও নকুলবাবু উপস্থিত ]

বোড়া । সম্পাদক মহাশয় ! সময় হ'লো প্রভু  
 কি আ'স্ছেন ?

তক্ষক । এলেন ব'লে ।

পুঁয়ে বোড়া । ( তোতলা স্বরে ) সম্পাদক মুশয় !  
 আ'জ্ঞকার এই হবা কি প্রকাশ্য ?

তক্ষ । ( সহাস্যে ) জিজ্ঞাসা ক'চ্ছেন কেন ?

পুঁ, বো । আম'গো নাগ নাগিনী ছারা দুস'রা  
 লোক হবার রইব ক্যান ?

তক্ষ । কৈ দোসরা লোক কে আছে ?

পুঁ, বো । ঐ যো (নকুলকে নির্দেশ) দ্যাছেন না !

তক্ষ । কে নকুল ? ও আর দোসরা কি ?

পুঁ, বো । আ'গ্গা হঃ ! আপনার লগে হতিয়  
কইচি, ও ছুমন্ !

অনন্ত । (নকুলের প্রতি জনাস্তিকে) নকুল !  
পুঁইয়া বোরা যে তোমার ভাগাবার লাগ্গচেন !

নকুল । (জনাস্তিকে) তবে রসুন—খানিক খেলাই  
(দণ্ডায়মান হইয়া প্রকাশ্যে) সম্পাদক মহাশয় ! আপনা-  
দের সভারস্তের পূর্বে আমার একটি প্রস্তাব আছে—  
আপনাদ্দের মধ্যে এমন স্ত্রী-হিতৈষী কে আছেন,  
যিনি একটি অনাথা পিতৃ-মাতৃ-ভর্তৃ-হীনা বিধবার  
পাণিপীড়ন ক'রে তার অন্ন বস্ত্রের অভাব মোচন, অস্ত্র-  
রের তাপ যুড়ন, স্বভাবের মান রক্ষণ, সমাজে সুরীতি  
প্রচলন, তারে পবিত্র নাগ ধর্ম্মে দীক্ষিত করণ প্রভৃতি  
অশেষ মঙ্গল সাধন করেন?—কৈ ? কেউ যে কথা  
নক না ?—জনকঞ্চি ধনুর্ভঙ্গের সভায় ব'লেছিলেন,  
“ কি ? নিরীক্ষরমূর্সিতলে ! ” আমাকেও যে তেমনি  
আক্ষেপে ব'লুতে হ'লো “ কি ! নিরীক্ষর রসাতলে !—  
নিরীক্ষর নাগলোকে ! ”

পুঁ, বো । ( গর্জিয়া উঠিয়া ) ককগুই তা আমি



কৈতে দিঘু না—যদি প্রভুর আদেশ অয়, তবে ( স্বীয় বন্ধ বাক্যইয়া ) পুঁয়ে বোরা তানার বর—পুঁয়ে বোরা তানার—পুঁয়ে বোরা তানার বর—বর ! এই দুই তিন হত্য কল্পাম !

অন । ওহে, একবারেই সত্য ক'রে ব'স্লে—কেনে ? বাড়ী কোথায় ? বয়স কত ? দেখতে কেমন ? চরিত্র কিরূপ ? আর জা'ত্ই বা কি ?

বোড়া । আজ্ঞে জা'ত্ দেখার দরকার কি ?

অন । দরকার নেই—যদি মেথরাণীই হয় !

নকু । আজ্ঞে, তাই, তাই—আপনি সর্ব্বজ্ঞ বটে !

পুঁ, বো । হ্যাক্ থু ! দ্যা'হেন সম্পাদক মুশয়, ও দুম্ঘন্ কিনা ?

নকু । কেন ? এই আপনি অভেদ-জ্ঞানী হ'য়ে-ছেন ! এই আপনাদের জা'ত্ বিচের উঠিয়ে দেওয়া ! এই বুঝি একাকার ক'র্তে আপনাদের অবতার হওয়া ! মেথর জা'ত্ কি মানুষ নয় ? তাদের গায় কি পশুর রক্ত ? তারা কি তোমাদের সেই ব্রহ্ম পিতার সন্তান নয় ? বড় লোক দেখে—পরিষ্কার বাক্ বাক্কে দেখে—ব্রাতা বগ্নী ব'ল্বে, ছোট জা'ত্কে ব'ল্বে না—তাদের নামে হ্যাক্ থু ! এই কি তোমাদের ধর্ম্মপুস্তকের মত ? এই কি তোমাদের ধর্ম্ম পণ্ডিত শিক্ষা দেন ?

পু, বো । দ্যা'হেন মুশয়, দ্যা'হেন, পবিত্র প্রভুকে  
আর প্রভুর অত্যাশু এন্তকে পাণীর পুলা গা'ল্ দেয়—  
যা মুয়ে আছে তাই কইবার লাগে—দ্যা'হেন মুশয়রা !

গেঁড়ি-ভাঙা কেউটে । কেন উনি মন্দ কি ব'লে-  
ছেন ? ওঁর আসল কথার উত্তর দিতে পারেন না,  
আঁটা আঁটি দেখে “দ্যা'হেন দ্যা'হেন” ক'রে কেঁদে  
মাটি ভিজুচ্ছেন ! উঃ ! নাগ হ'তে এয়েছে—পবিত্র  
ভুজঙ্গ ধর্ম কি, তার মর্ম ধরা চুলোয় থা'কু, তার চর্ম  
ছুঁতে পারে না—একটা সামান্য তর্কের উত্তর দিতে  
জানেনা, কেবল পরের লাজ ধ'রে মনে ক'রেছে ভব-  
সিদ্ধু ত'রে যাবে ! ওরে, একি তোর দেশের বুড়ী গঙ্গা,  
না ধলেশ্বরী ? মনে ক'রেছিলেম থা'কু, ছোঁড়া গোঁড়া  
ফোঁড়া হ'য়ে পালে মিশে থা'কু, কিছু ব'লবো না ;  
তা চুপ ক'রে থাকে কৈ ? সকল কথায় টিপ্পনী কা'টতে  
যায় !—উঃ ! কি ব'লবো, এ সভা ঘর, নইলে এক  
থাপ্পড়ে ওর চাবালি ছিঁড়ে দ্যা'হেন ম্যা'হেন সূদ্ধ  
পদ্মাপারে ওরে দ্যা'হে পাঠিয়ে দিতেম !

পু, বো । ( অত্যন্ত তোতলা স্বরে ) দ্যা'হেন মুশয়  
রা ! মু আর র্যাৎ কম্বু'না ( মহা ক্রোধে আন্তরিক গুটা-  
ইতে গুটাইতে ) আয় পু—র পুলা দেহি তোর কোন্  
হিয়ে রাহে ! ( ঠিক হাতে লক্ষ )

গেঁ, কেউ । ছোঁড়ার মরণ ঘুনিয়েছে ! ( আক্র-  
মনোদ্যত )

( তক্ষক ও বোড়া কর্তৃক উভয়ে ধৃত  
ও নিবারিত ) )

নকু । (পুঁয়ে বোড়ার প্রতি) কোথা যাও গোপাল  
কনে যাও ?—এ হেলিয়া হ'তো—গিরগিটী হ'তো,  
এক কদম্ কা'ড়তে হা'ন্ ছিল না—এ যে তোমার  
সাক্ষাৎ বম—অন্য নন, গেঁড়িভাঙা ! ( স্বগত ) যা  
হ'ক্, অভেদাঙ্গা ভ্রাতা ভগ্নীদের উপযুক্ত আধ্যাত্মিক  
সভা বটে !

কালাজ্জ । কি করে সব ? এদের এ ছড়োঘুড়ি  
কিসের ?—আরে আমি কি কেউ নই ? কাণে শুন্তে  
পাইনে ব'লে কি কিছুই শুন্তে পাব না ?

খোঁড়া । উঠে দাঁড়াও সব, প্রভু আ'সছেন ।

[ বাসুকির প্রবেশ ]

( সকলের করতালি—অনেকের প্রণাম—অনেকের

গড়াগড়ি—অনেকের প্রভুর পদধূলি

লেহন—অনেকে প্রভুর পাছুকা

চুষন ইত্যাদি )

বাসু । গোলমাল হ'ছিল কিসের ? একি ? পুঁয়ে  
বোড়ার এ মূর্তি কেন ?

তক্ষ। আজে না, ও কিছুই না । ( পুঁয়ে বোড়ার প্রতি জনাস্তিকে ) খবরদার, চুপ্, একটীও কথা না—  
যা হবার হ'য়েছে, আর ঢলাঢলি না !

বাসু । ( সিংহাসনে উপবেশনান্তে ) ভ্রাতা ভগ্নি-  
গণ ! ব'সো সব ব'সো—তোমাদের প্রেম আর নাগ-  
ধর্ম্যে নবোৎসাহ বর্দ্ধিত হ'ক্ ! শ্রবণ কর ;—তক্ষক  
ভ্রাতা আমাদের বংশ বিস্তার কাহিনী সে দিন সবি-  
স্তার শুনিয়েছেন ; কা'ল্ অনেক নাগনাগিনীর নাম-  
করণ প্রকরণও ব'লেছেন ; তাতে অনেকে আপনাপন  
নাম জাস্তে পেরে পূর্ককার জঘন্য পৌতুলিক নাম  
পুরাতন ছিন্ন বস্ত্রের ত্রায় পরিবর্তন ক'র্ত্তে পেরেছেন !

নকু । সেই নাম পেয়ে অনেকেই সন্তুষ্ট, কিন্তু  
প্রভু, সন্তুষ্ট হন নি, এমন লোকও দুইচারিজন আছেন !

বাসু । আমি কি ক'র্কো ? আমি আপন ইচ্ছায়  
নাম দিইনি—যে সব নাম দিইছি, সর্পবংশের সে সব  
নাম বাস্তব ছিল কিনা, এ দেহে আমি তা পর্য্যন্ত  
জা'ন্তেই না—আমার মুখ দে সর্বজ্ঞ স্বর্গীয় পিতা যা  
ব'লিয়ে দেছেন, আমি কেবল তাই বলিছি—গুণানু-  
সারেই নাম করা ; সর্বাসুধামী অবশ্যই যার যে গুণ  
জানেন ; এতে যে অসন্তুষ্ট হবে, সে নিতান্তই ঈশ্বরের  
অখণ্ডনীয় সাক্ষ্য আজ্ঞার বিরুদ্ধকারী—

অনেকে । (চীৎকার স্বরে) সে বিদ্রোহী! বিদ্রোহী !!

পুঁ, বো । হবায় তারে রাহা নয়, রাহা নয়, তারে  
তারিয়ে দিবার হুচিৎ অয় !

অনেকে । কে তারা ! নকুল বাবু তার নাম  
বলুন—

নকু । না, আমি এখন ব'লবো না, এর পর বিরলে !

অনেকে । না, এখনি—এখনি—এখনি !

বাসু । ভ্রাতাগণ ! এত হুতলার প্রয়োজন কি ?  
এখন না হয়, একটু পরেই শুন্বে ।

অনেকে । আচ্ছা, পরেই হবে, পরেই হবে—যে  
আজ্ঞে—যে আজ্ঞে !

পুঁ, বোড়া । প্রভুর দয়ার হীমা নেই !

বাসু । সে যা হ'ক্ ভ্রাতা ভগ্নিগণ ! আগামী কল্য  
এই গুণ নির্ণয়ের সঙ্কেত ও স্থায়ী নিয়ম ক'রে দেওয়া  
যাবে ; আর সেই সভাতেই বক্তৃতা ভ্রাতা ভগ্নিগণের  
নামকরণ আর নবপ্রার্থীর উপাধি দান ইত্যাদি কার্য্য  
হবে । আপাততঃ আ'জ্ তক্ষক ভ্রাতা আমাদের বিব-  
সকারের যে বিজ্ঞাপনী প্রস্তুত ক'রেছেন, তা তোমরা  
শ্রবণ কর । বংশবৃদ্ধির পালাটী যেমন চমৎকার, এ  
আবার ততোধিক !—ও দিগে কথা কয় কে ? চুপ্-  
কর ।—ও দিগে মসুমসিয়ে বেড়ায় কে ? তোমার

আপনার স্থানে গে ব'সো !—এই ঘড়ি খোলা থা'-  
কলো, ভারাকে এক কোয়ার্টারের মধ্যে সমাপ্ত ক'র্তে  
হবে !\*

তক্ষ । ( গাত্রোত্থান পূর্বক পাঠ ) আমি নত  
মস্তকে সাক্ষাৎ পুরুষোত্তমের অবতার সহস্রবদন পর-  
মারাধ্য শ্রীমান্ বাম্বুকিরাজের চরণে প্রণতি পূর্বক  
তঁাহার আদিষ্ট আমাদের বিষবৃদ্ধির সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্তটী,  
হে নাগনাগিনী ভ্রাতা ভগ্নিগণ ! তোমাদের সমক্ষে  
আ'জ্ বর্ণনা করিতেছি, তোমরা পূর্ব জন্ম স্মরণ পূর্বক  
কুণ্ডলি পাকাইয়া অবহিত হইয়া শ্রবণ কর !

কলি যুগে রামমোহন ঋষি কশ্যপ অবতার ।  
তিনিই আদি সমাজ নামাখগকুল, আর ভারত সমাজ  
নামা এই আমাদের মহানাগকুল, এ উভয়েরই মূল ।  
কলি যুগে খগেন্দ্রের অবতার দেবেন্দ্র ; বাম্বুকি মহা-  
রাজের অবতার এই আমাদের প্রধান আসনোপবিষ্ট  
মহা প্রভু ! খগেন্দ্র বংশ আমাদের ঘোর বৈরী ;  
তাহারা আমাদের পাইলে যুক্তি-নখে ধরিয়া সত্য-  
রূপ চক্ষুতে ঠোকুরাইয়া গিলিয়া খায় ! কিন্তু আম-  
রাও তাহাদিগকে কম জ্বালাতন করিতেছি না—

---

\* যথার্থই এইরূপ স্বুল মাষ্টার-গিরি হইয়া থাকে ।

নকু। ( স্বগত ) মনে মনে লক্ষ্য ভাগ ; আপনা  
আপনি মহাজ্ঞান !

বামু। ওদিগে বিড়ু বিড়ু করে কে ?

নকু। আজ্ঞে না, ঐ গুলো মুখস্থ ক'রে নিচ্ছি !

অনেকে। বেস ! বেস !

তক্ষ। ( পাঠ ) খগবংশের পরমাত্মীর হিন্দুবংশের  
ছেলে মেয়েদের দংশন ক'রে আমরা তার শোধ  
তুলছি ! তাতে তাদের মর্য্যাস্তিক দুঃখ হয়—এর বাড়া  
আর আঙ্লান কি ? ( ক্র্যাপ )

নকু। সাধু ! সাধু ! সাধু ! ( বিড়ি বিড়ি স্বরে )  
তাদের মর্য্যাস্তিক হয় ; এর বাড়া আঙ্লান কি,  
আঙ্লান কি !

তক্ষ। ( পাঠ ) যে বিঘের গুণে আমরা সেই  
শত্রু পক্ষ পক্ষীকুলের অন্তর্বেদনা জন্মাইতে পারি,  
এবং ষাঁহার রূপায় আমাদের সেই বিঘ বর্দ্ধিত হই-  
রাছে, এবং সেই বিঘের তেজে তেজস্বী হইয়া যেক্রমে  
আমরা ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিয়াছি, তাহাই বলিতেছি,  
ব্রাতা ভগ্নিগণ, শ্রবণ কর !

নকু। ( বিড়ি বিড়ি স্পষ্টস্বরে ) যে বিঘের গুণে  
যে বিঘের গুণে ; আমরা সেই শত্রু, আমরা সেই শত্রু ;  
পক্ষ পক্ষী, পক্ষ পক্ষী, পক্ষ পক্ষী ;—

সামু । নকুল ! একটু আস্তে !

নকুল । যে আজ্ঞে আস্তে—( বিড়ি বিড়ি ) কুলের  
অন্তর্বেদনা, কুলের অন্তর্বেদনা—

তক্ষ । ( পাঠ ) সত্যযুগে দেবতারা সমুদ্র মন্থন  
পূর্বক বহু বহু রত্ন, ষোটক, হস্তী, ঔষধ, ভেষজ, চন্দ্র  
ও অমৃতাদি আহরণ করেন; করিয়া আপনাদের মধ্যে  
তন্মতঃ বাঁটিয়া লয়েন। সকল দেবতাই কিছু কিছু  
পান, নিদান দুই এক ফোঁটা করিয়া অমৃতও খান,  
কেবল মহাদেবই কিছু পান নাই। তাহাতে বিক-  
পাক্ষ ফেপিয়া উঠিয়া বায়ুকিকে মন্থনরজ্জু করিয়া  
পুনর্বার মন্থন করাইলেন। সমুদ্রে ভাল বস্তু তো  
আর ছিল না, সূত্রাং রাশি রাশি হলাহল উঠিয়া  
ভুবন দগ্ধ করিতে লাগিল। তখন দেবতারা মহাদেবকে  
বলিলেন “ ঠাকুর কি ক’ল্লে ? উপায় কি ? ” মহাদেব  
অপ্রস্তুত হইয়া আর কি করেন, সেই বিষরাশি গাণ্ডুবে  
পান করিয়া ফেলিলেন। কিন্তু কোষ করিয়া লইতে  
সকল বিষ উঠিল না—

নকুল । বিশেষতঃ তরল সামগ্রী আঙুলের ফাসা  
দিয়ো কতক প’ড়ে গেল !

তক্ষ । হাঁ তাও সত্য ! Thank you Nocool Baboo !  
(পাঠ) মহাদেব পান মাত্র ঢলিয়া পড়িলেন ; অবশিষ্ট



বিষ কে খায় ? দেবতাদের চিকণ বুদ্ধির নিকট কোনো বিষয়ই অপ্রতিবিধেয় নয় ; শিব চলিলেন, কিছু বিষও রহিল, শীঘ্র তাঁহার। মা মনসার নিকট নারদ ঋষিকে পাঠাইয়া দিলেন । মা মনসা আসিয়া ঝাড়াইয়া বাপের শরীর হইতে বিষ নামাইলেন, কতকটা কেবল কণ্ঠে থাকিয়া গেল ।

নকু । তাই নাম নীলকণ্ঠ !

তক্ষ । ( পাঠ ) এখন পূর্বকার বিষের সঙ্গে আবার ঐ ঝাড়ানো বিষ সংযুক্ত হইয়া রাসীকৃত হইল—সে বিষ কোথায় থাকে ? মহাদেবের আদেশে মা মনসা তৎক্ষণাৎ এক হুঙ্কারে ত্রিভুবনের ষড় নাগকে আনাইয়া অনুমতি করিলেন, যে ষড় পার বিষ গ্রহণ করে মহাবলী হও । তাহার। লকু লকু রসনার চাটিতে লাগিল !

নকু । পুঁয়ে বোড়াও কি তার মধ্যে ছিল ?

তক্ষ । সকলেই ছিল—যার যেমন শক্তি, চাটিয়া ও চুষিয়া লইল—কেউ কেউ মুখ ছাড়া ল্যাজে করিয়াও লইল !

নকু । যেমন ফলা'রে বামনের। খায় আবার তোলে ।

( সকলের হাস্য ও ক্ল্যাপ )

বাসু । Order ! Order !

ডক । ( পাঠ ) এইরূপে সমুদায়ই প্রায় নিঃশেষিত হইল । অবশেষে বিবের স্থানটাতে বোলতা, ডেম্‌কল, বিছা, পিঁপড়া, ছারপোকা, মশা, মাকড়শা প্রভৃতি বহু বহু কীট পতঙ্গকে মা মনসা হরির লুট দিলেন ! তাহার কেহ মুখে, কেহ ল্যাজে, কেহ হুলে, যে, যে অঙ্গে পারিল, বিষ উঠাইয়া লইল !

নকু । মানুষেরাও নাকি ঘেঁষ, হিংসা, কপটতার ঘটী, বাটী টেমিতে ক'রে পূরে নে গে ঘর ক'রে রেখেছিল — ( ক্র্যাপ ) — সে কালের কর্তারা তা দিনান্তে পাদোদকের মত ছিটেকোঁটা গালে দিত, এখন কলিকালের উন্নতিশীল সভ্য ছোকরারা দিন রাত্‌ নাকি ঢকু ঢকু ক'রে গিলছে ! জন কতকেই কুরিয়ে কেলে—তাদের ছেলে পুলেদের জন্যে আর নাকি বড় খা'কুলোনা ! আপনারাই কুরিয়ে দিলে, ছেলে পুলের জন্যে রা'খলে না, একি লজ্জার কথা নয় ?

সকলে । Shame ! Shame !

পু, বোড়া । ( বোড়ার প্রতি জনাশ্বিকে ) ও কি কইচে ? আম্‌গো বালো না মন্দ কইচে ?

বোড়া । তোমার মাথা কইচে !

ডক । ( পাঠ ) সভ্য যুগের ঐ ঘটনার অনুরূপ

কলিকালেও হইয়াছে। যদিও কাল মহাত্ম্যে  
সর্বাংশে সর্ব প্রকারে অবিকল তদ্রূপ না হউক,  
কিন্তু মূল ও মূল ব্যাপারে বড় একটা ব্যতিক্রম হয়  
নাই। কোল্ড্রক, জোন্স, উইল্কিন্স, উইল্‌সন  
প্রভৃতি দেবতারা হিন্দু শাস্ত্রসিদ্ধ মন্ডন দ্বারা অমৃত  
ও নানা রত্ন আহরণ করিয়া যান। লরেন্সরূপী  
মহাদেব শেব আসিয়া—( বাতির আলোকে ভালো  
করিয়া অক্ষর দেখা )

নকু। দেখছেন আর কি, হয় তো এই লেখা  
আছে—“বাসুকির ল্যাজ মলিয়া—”

তক্ষ। আচ্ছা একই কথা! ( পাঠ ) বাসুকির  
দ্বারা আবার সিদ্ধ মন্ডন পূর্বক জঘন্য হিন্দু-সমাজ-  
ধ্বংসকারী স্বাধীন উদ্ভূতের উৎসাহরূপ গরল  
উৎপাদন করেন। তিনি নিজে তদ্রূপ হলা-  
হলের সারাংশ পানে চলিয়া গলিয়া পড়েন। তাঁহার  
শাসনশক্তি নাম্নী একচ'কো নন্দিনী, যা মনসার  
স্থলাতিষিক্তা হইয়া “প্রকাশ্যে Neutrality রাখা  
কর্তব্য” ইতি মন্ত্রে তাঁহার শরীর হইতে উৎসাহ-বিষ  
কতক নাগাইয়া দেন—কণ্ঠে তবু অনেকটা থাকিয়া  
যায়! সেই বিষ নিজ দেহ হইতে প্রকাশ্যরূপে কঘা-  
ইয়া মহাত্মা বাসুকি ও বাসুকির নিরমল অখল সরল

দলকে প্রচুর পরিমাণে দান করেন ! সেই হইতে আমাদের মহারাজ—সুতরাং আমরাও আমাদের প্রবল অরাতি ধগেন্দ্র বংশকে উপেক্ষা পূর্বক ঘৃণিত হিন্দুজাতিকে সর্বদা দংশন ও তাদের পুত্র কন্যাদি হরণ দ্বারা জ্বলাতন করিতে সমর্থ হইতেছি—সেই হইতে আমাদের বিষবৃদ্ধির অদ্বিতীয় উপায় হইয়াছে—সেই হইতে আমাদের মহাপ্রভুকে মহাদেব এত ভাল বাসেন, যে, কলির কৈলাস ইংলণ্ডে পর্য্যন্ত তাঁহাকে লইয়া গিয়া মহা সম্মানিত ও জগৎ প্রসিদ্ধ করিয়া দিয়াছেন—সেই হইতে শিববংশীয়েরা ও শিবানুচরেরা আমাদের ভুজঙ্গ বংশের প্রতি সম্পূর্ণ অনুকূল আছেন—সেই হইতে আমরাও বিপুল বিক্রম ও ঘোর তর্জ্জন গর্জ্জন সহ ফণা ধরিয়া বৈরীপক্ষকে আক্রমণ করিতে পারিতেছি—সেই হইতে এই মহানীতি শিখিয়াছি, যে, কলির শ্বেতকায় শিবমূর্ত্তি সংঘের মনোরঞ্জন ব্যতীত জগতে উন্নত হইবার যো নাই—(ক্র্যাপ) এবং জন্মভূমিই হ'ক, আর স্বদেশবাসী যে শ্রেণীই হ'ক, সকলের মঙ্গলকে বলিদান দিয়াও সেই শ্বেতাজ দেবতাদের পূজা ও ভুক্তিবিধান করাই অহিবংশের একমাত্র কর্তব্য! (Continued cheers)

নকু । সাধু ! সাধু ! সাধু ! ( স্বগত ) বেহা-

য়ারা কেমন ক'রেই বা বলে ? হায় ! এদের কি একটু চক্ষু-লজ্জাও নেই ? হা মাতঃ বন্ধুত্ব ! তুমি এমন নর-ভূজঙ্গ অন্তরুত সন্তানগুলোকে প্রসব করবার সময় একবারে যমপুরীর আঁতুড় ঘরে গে দাওন পা'ত্তে পার নি ? আর যদি এখানেই বিড়লে, দেশে কি মা লুপ ছিল না ? হায় ! হায় ! সেই সময় একটু একটু গিলিয়ে দিলেই সব উৎপাত চুকে যেতো !

বাসু । নকুল ! এখনও মুখস্থ ক'চ্ছে বা—

নকু । আজ্ঞে, এমন চিজ্ কি ছা'ড়তে পারি ?

তক্ষ । ( পাঠ ) ভ্রাতা ভগ্নিগণ ! যত দিন তোমরা এই অজান্তে উপদেশগুলি হৃদয়ে ধারণ পূর্বক তদনুসারে কার্য্য করিতে পারিবে এবং যত কাল বাসুকি মহারাজকে সেই কোশল সাধনে, বাহার যত দূর সাধ্য, প্রাণপণে সহায়তা করিবে, তত কাল খগেন্দ্র বংশই চকুপুটে ক্ষত বিক্ষত ককক, আর ঘৃণিত হিন্দুরাই ওঝা ডাকিয়া কি সেই ওঝার কথায় বোঝা বোঝা জৈশমূল দ্বারা তোমাদিগকে ক্ষণমাত্র জড়সড় করিয়া রাখুক—

নকু । কিম্বা নাগদল থেকে কেউ বিদ্রোহী হ'য়ে বেরিয়ে গিয়ে অবতার-বাদের প্রতিবাদে ট্রেনিং বিদ্যা-লয়ে বক্তৃতা করুক—

তক্ষ । ( পাঠ ) কিছুতেই তোমাদের মরণ হবেনা  
—তোমরা মরিয়াও মরিবে না—তোমাদের পবিত্র ভণ্ড  
চাতুরী নামা বিষদন্ত ঐ ঐ রূপে কেহ ভাঙ্গিয়া দিলেও  
দেবাদিদেব মহাদেবের বরে আর মহাপ্রভুর প্রভাবে  
আবার তোমরা নব দন্তে ভূষিত হইতে পারিবে !

নকু । যেমন ত্রক্ষার বরে রাবণের দশ মুণ্ড রাম  
ষত বার কেটে ছিলেন, তত বারই ষোড়া লেগে-  
ছিল ! শেষে হনুমান মৃত্যুবাণ হ'রে নিয়ে গিয়েই  
গোল বাঁধালে !—অতএব ভ্রাতাগণ ! সাবধান !  
যদি তোমাদের মৃত্যুবাণ থাকে, তবে যেন মন্দোদরী-  
দের হাতে থুয়োন—কি জানি, কোন্ ছলে কোন্  
পবিত্র ভ্রাতা বিভীষণের মত বিপক্ষ দলে গিয়ে  
সন্ধান ব'লে দে সৰ্কনাশ ক'রো ! (স্বগত) তাই ঘ'টে  
উঠছে !

তক্ষ । ( পাঠ ) ভ্রাতা ভগ্নিগণ ! এই তো বিষ  
সঞ্চার নামা অহি-গীতা পুরাণাস্তর্গত তৃতীয় সর্গ  
সংক্ষেপে বর্ণনা করিলাম শুনিলে । ভরসাকরি, এত-  
দ্রুবে শ্রীমান্ মহাদেব, তম্ম কুমারী শ্রীমতী মনসা  
দেবী এবং আমাদের এই শ্রীমান্ বাসুকি মহাপ্রভুর  
প্রতি তোমাদের ভক্তি অচঞ্চলা ভাবে বর্দ্ধিতা হউক !  
অতএব এক্ষণে একবার, প্রিয়তম প্রিয়তমা ভ্রাতা

ভগ্নিগণ, এস একবার আমার সহিত এক বাক্যে বল—

( সকলে সমস্থরে )

জয় মহাদেবকি জয় !

জয় মা মনসা দেবীকি জয় !!

জয় মহাপ্রভু বাসুকি মহারাজকি জয় !!!

( কোনো দিকে ফোঁস্ ফোঁস্ শব্দ )

বাসু । কেও ফোঁস্ ফোঁস্ ক'রে কে ?

কয়েক নাগিনী । ( চীৎকার স্বরে ) ও গো সাপ

গো—ও গো সাপ গো—ও গো মস্ত এক সাপ গো  
—ওগো সত্যিকার মস্ত এক সাপ গো ! ও গো এই  
খড়খড়ি দে এলো গো—মস্ত এক সাপ !

সকলে । কি ? কি ? কৈ সাপ ! কৈ সাপ ? সত্যই  
তো—ঐ যে—তবে আমাদের মহাপ্রভু সত্যই বাসুকি  
অবতার গো ! মেরনা, মেরনা, জ্ঞাতি হিংসা ক'রোনা !  
প্রভুর অনুমতি লও !

( সভায় হুলস্থূল, গোলমাল, লম্প বাম্প, দৌড়া-  
দৌড়ি, চীৎকার, পলায়ন ইত্যাদি )

( পট ফেপণ )



## তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

(নাগাশ্রম—নাগসভা।)

[ বহু নাগনাগিনী ও নকুল বাবু উপস্থিত এবং  
বাসুকি প্রধান আসনোপবিষ্ট ]

বাসুকি। ভ্রাতা ভগ্নিগণ! আমি কা'ল'ব'লেছি,  
নাগ উপাধিরূপ মান দান সম্বন্ধে বিশেষ নিয়ম করা  
যাবে। আ'ড্কার এই বিশেষ অধিবেশন সেই জন্তই।  
অতএব বিশেষ আদেশানুযায়ী যা ব্যক্ত ক'চ্ছি, সকলে  
বিশেষ মনোযোগ পূর্বক শ্রবণ কর।

সকলে। আজ্ঞা করুন!

বাসু। এই নগরের উত্তর প্রান্তে বাগবাজার নামে  
এক প্রাচীন মহা পল্লী আছে, তোমরা জান ?

সকলে। জানি, জানি।

নকু। আজ্ঞে বাগবাজারে আমার মামার বাড়ী—

বাসু। ত্রিশ বত্রিশ বৎসর পূর্বে তথায় এক  
ভীষণ সম্প্রদায় ছিল, নাম “পক্ষীর দল” এ তোমরা  
জান ?

অনেকে। না প্রভু, জানিনা—

নকু। জানি প্রভু, আমি জানি ; আমার মামা  
তার একজন বড় পক্ষী ছিলেন।



বোড়ানী । প্রভু দয়া ক'রে সেই পবিত্র সম্প্রদায়ের  
কথা আমাদের শ্রবণ করান, শুনে ধন্য হই !

বাস্থ । ( সহাস্যে ) না ভগ্নি, তারা পবিত্র নয়—  
ঘোর অপবিত্র !

পুং, বোড়া । ঋকন্ প্রভুর অসনায় তাদের নাম  
উঠে, তখন তারা অপবিত্র অইলেও পবিত্র !

বাস্থ । কিন্তু তাদের মধ্যে একটি বড় চমৎকার  
নিয়ম ছিল, সেই নিয়মটা আমি আমাদের মধ্যে  
প্রচলিত ক'র্তে চাই ।

সকলে । যে আজ্ঞে, তাই করুন !—আহা ! কি  
চমৎকার নিয়ম ! কি চমৎকার নিয়ম !

বাস্থ । শোন আগে—

অনেক । শুভে হবে না—যখন ত্রিমুখ দে  
চমৎকার শব্দ বেরিয়েছে, তখন সে চমৎকার—অতি  
চমৎকার—

নকু । অপূর্ণ চমৎকার ! ( স্বগত ) হা ষম !

বাস্থ । তবু একবার শোন আগে—তারা অতিশয়  
গাঁজাপায়ী ছিল !

সকলে । চমৎকার নিয়ম — চমৎকার নিয়ম !

বাস্থ । না, না, তা চমৎকার নয় ; সে অতি কদর্য  
কাজ—

সকলে । অতি কদর্য্য—অতি কদর্য্য !

বাসু । তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি যেমন গাঁজা টা'ন্ডে পা'র্তো, আর যে যে পরিমাণে নকল তামাসা ভাঁড়া-মোতে ম'জ্বুত ছিল, তদনুসারেই তার নাম উপাধি হ'তো । যেমন সর্সাপেক্ষা যিনি অধিক গাঁজা খেতেন, তাঁর নাম গরুড় — তিনিই পক্ষিদলের রাজা ছিলেন — তিনি বাস্তব ব্রহ্মচারী, কিন্তু সাধারণে তা জা'ন্তো না, লোকে তাঁরে “ পক্ষিরাজ ” কি “ মহারাজ ” ব'লেই ডা'কতো ! গাঁজা তো সহজ কথা, তিনি সৈকো বিষ পর্য্যন্ত খেয়ে হজম ক'র্তেন , এম্মি সাধ্য !

অনেকে । কি চমৎকার সাধ্য, কি চমৎকার সাধ্য ।

বোড়া । প্রভুর কথার মাঝে একটা বলি—তবে তো তিনিই যথার্থ খগেন্দ্র ছিলেন ; এখনকার আদি-সমাজের খগেন্দ্র তবে কিসের খগেন্দ্র ?

অনেকে । কিসের খগেন্দ্র ? কোনো যোগ্যতা নেই, কোনো যোগ্যতা নেই !

বাসু । সে যা হ'ক্, তাঁর পরে গুণানুসারে কেউ শকুনি, কেউ হা'ড্‌গিল, কেউ চিল, কেউ শালিক, কেউ ফিঙে, ক্রমান্বয়ে এম্মি এম্মি উপাধি প্রাপ্ত হ'তো ।

অনেকে । চমৎকার নিয়ম—চমৎকার নিয়ম !

বাসু । এক দিন এক জন সঙ্গতিমান্ ড্রু যুবক  
পক্ষীর দলে ভর্তি হ'তে এলো—

অনেকে । চমৎকার, চমৎকার—

বাসু । শোন আগে—গকড় মহারাজের নিকট  
সেই উমেদারের প্রার্থনাটা জানানো হ'লো । মহারাজ  
হুকুম দিলেন “ প্রার্থীর পরীক্ষা লও ! ”

অনেকে । বাঃ ! বাঃ !

বাসু । তারে জিজ্ঞাসা করা হ'লো “ তুমি এক  
ঠাই ব'সে উপরি উপরি কত হিলিম টা'ন্তে পার ? ”  
সে ব'লে “ ১০৮ হিলিম ! ” তৎক্ষণাৎ পরীক্ষা আরম্ভ  
হ'লো ! পক্ষীর আটচালায় এক কালে শত শত  
ক'ল্কেয় গাঁজা মাজা তৈয়ের থা'ন্তো ! কিসে থা'ন্তো  
তা জান ?

সকলে । আজে না, না—

বাসু । অয়েল বর্ণার মাজাবার কা'ট্‌কো দেখেছ ;  
চিফ তেম্‌নি । কিন্তু তদপেক্ষা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হিদ্-  
বিশিষ্ট বড় বড় কা'ট্‌কোতে ঐ সব ক'ল্কে নাজানো  
থা'ন্তো !

অনেকে । কি চমৎকার নিয়ম !

অনেকে । Excellent ! Excellent !

বাসু । সর্বদাই দরকার ; হুকুম মাত্রই এপ্রেন্টিস্

চেলারা আঁগুন চ'ড়িয়ে দিত ! ঐ নবাগত পরীক্ষা-  
খীকেও আঁগুন চড়িয়ে চড়িয়ে দিতে লা'গলো—  
সে বিরাম ব্যতীত দমে দমে ১০৭ ছিলিম অনায়াসে  
শেষ ক'লো ! কিন্তু সর্ব শেষের ছিলিমটে টানবার  
সময়—

নকু। ব্রহ্মরক্ষু ফেটে গেল নাকি ?

বাম্বু। না, না, তাও কি তেমন বীরের সম্ভব হয় ?

অনেকে। আহা ! কি বীর !

নকু। তবে প্রভু কি হ'লো ?

বাম্বু। শেষের টান'টাতে একটাবার একটু  
“খুক্” ক'রে কেশেছিল ! ইহতেই তার ডিগ্রি লাভ  
অনেক ডিগ্রি ক'মে গেল ! ইউনিভার্সিটির পরীক্ষায়  
অতি উত্তম বালকও যেমন সকল বিষয়ের উত্তর ভাল  
লিখে দৈবাৎ কোনো শাখার দুই একটা প্রশ্নের উত্তরে  
ভুল ক'লে বিপদে পড়ে, তার অদৃষ্টেও ঠিক তাই  
হ'লো ! সে যেমন কেশেছে, অম'নি পক্ষীরাজ ব'ল্লেন  
“ছাতারে !” দলমুগ্ধ অম'নি ব'লে উঠ'লো “ছাতারে !”  
আট্টালা'র ভিতর ব'ার্ চৌদিকে রব উঠ'লো  
“ছাতারে !” পদপ্রার্থী ভদ্র লোকটি মনোহুখে আর  
ঘণায় ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপ'তে আর কাঁদ'তে  
লা'গলো !—৩১র দুঃখ, জাতা ভগ্নিগণ, বুঝ'তেই পার !

নাগিনীগণ । আহা ! আহা ! কি দুঃখ !

বাম্বু । তখন সেই হতভাগ্য ধরণী পৃষ্ঠে লুণ্ঠিত হ'য়ে মহারাজের পায় ধ'রে গড়াগড়ি দে এই ব'লে কাঁদতে লা'গলো “ প্রভু ! আমি ভদ্র সম্ভান, কিছু বিঘ্নও আছে, কেবল মহারাজের অনুগত অনুচর আর রাজ এরকারে একটা সম্ভ্রান্ত উচ্চ পদ পাব ব'লেই বহুকাল হ'তে মা গঞ্জিকা দেবীর আরাধনা ক'রে আ'সছি । প্রভু ! আমি ১০৮ হিলিম ক'রে এক স্থানে এক সময়ে ব'সে রোজ টানি ; হয় নর আ'জু বিকালে আবার একবার পরীক্ষা ক'রে দেখুন ; আমার বড় অদৃষ্ট মন্দ, তাই দৈব প্রতিকূল হ'য়ে হঠাৎ একটা কাশি এনে গলার বাঁধিয়ে দিলে ! কিন্তু মহারাজ গুণজ্ঞ, সুস্বয়-বিচারক, সাক্ষাৎ ধর্ম্যাবতার, দয়ার সাগর — দয়া ক'রে এ অধীনের “ ছাতারে ” নামটী বদল ক'রে একটা ভাল নাম দান করুন । ” কেমন নাগগণ, তোমাদের বিচারে পক্ষীরাজের কি উচিত হয় ?

সকলে । বদল উচিত, প্রভু, বদল উচিত !

নকু । আমি হ'তেম তো পক্ষীরাজের গলা টিপে ধ'রে তাঁরে যক্ষ্মা কাশ কাশিয়ে ছা'ড়'তেম !

পূ., বোড়া । অবদ্র পুলান হকল তাতে কথা কইবার যায়—প্রভুর লগেও অবদ্রতা !

বাসু । তোমরা যা উচিত ব'ল্লে পক্ষীরাজও তাই ক'ল্লে। তার অনুনয়ে সদয় হ'লেন—তবে নামটী একবারে সংপূর্ণ বদল ক'ল্লে। না; ব'ল্লে “ দেখ, হাকিম নড়ে তো ছুকুম নড়ে না ! ” অতএব আমার মুখ দে' একবার যা বেরিয়েছে, তা নিতান্ত ব্যর্থ হবার নয় ; তবে তোমার কথায় আমি প্রসন্ন হ'য়ে এই ক'র্ছি, তোমার নামের পূর্বে “ স্বর্ণ ” বসিয়ে দিচ্ছি—তুমি “ স্বর্ণ ছাতারে ! ” আটচালার শব্দ হ'লো “ স্বর্ণ ছাতারে ! ”

সকলে । কি চমৎকার ! কি চমৎকার !

বাসু । শুন ভ্রাতা ভগ্নিগণ ! আমি আমাদের মধ্যেও তেমনি একটী নিয়ম চালাতে চাই ।

অনেকে । যে আজ্ঞে তাই কখন, তাই কখন !

বাসু । অর্থাৎ পুং স্বাধীনতা আর স্ত্রী স্বাধীনতা বিষয়ে যে যেমন আগ্রহ, উৎসাহ, অনুরাগ, বত্ন আর কৃতকার্যতা দেখাতে পা'র্কে, তার তেমনি উপাধি দেওয়া যাবে ! তোমরা এ কাজ যে যেমন পেরেছ কি পা'র্কে, অর্থাৎ পিতা মাতা ভ্রাতা প্রভৃতি—যাদের কুসংস্কারাবিষ্ট পৌত্তলিক হিন্দুরা গুরু লোক ব'লে থাকে—তাদের উপেক্ষা কি ত্যাগ ক'রেও আমাদের পবিত্র ধর্মোদ্দেশে এই পবিত্র নাগাশ্রমে এসে সস্ত্রীক

বাস; প্রকাশ্য স্থলে, বিশেষতঃ শিববংশীয় সুসভ্য সমাজে স্ত্রী, ভগ্নী, কন্যা প্রভৃতিকে লয়ে যাওয়া; কৈলাস-বাসিনী অম্বরাদেবের ন্যায় স্ত্রী পরিজনকে হাটে, বাজারে, গড়ের মাঠে, ঘোড়ার পীঠে, সভায়, আদালতে, যেখানে সেখানে যখন তখন অবলে ছেড়ে দেওয়া; এসব কাজে কুণ্ঠিত বা লজ্জিত বা নিন্দা প্রভৃতি কোনো কারণে শঙ্কিত বা পিছপাও না হওয়া ইত্যাদি কাজ যে যেমন ক'চ্ছে। কি ক'র্তে পা'র্কে, তার সেই স্বাধীনতা-প্রবৃত্তির ক্রম বুঝে তারে কেউটে, গোস্কুর, তক্ষক, শঙ্খচূর প্রভৃতি উচ্চ জাতীর নাগের শ্রেণীতে ফেলা যাবে! যারা তত দূর না পা'র্কে, তারা বোলচিতি, চেলোচিতি, গন্ধুচিতি, শঙ্খচিতি, বোড়া-চিতি, বোড়া, বিষুতেবোড়া, সিন্দুরিয়া প্রভৃতি মধ্যম শ্রেণীর উপাধি পাবে! তন্নিম্ন ধরনের গুণশীলেরা তন্নিম্ন শ্রেণীর নামেই অভিহিত হবে! কেমন, ভ্রাতা ভগ্নিগণ, এ প্রস্তাবে তোমরা সম্মত?

সকলে । সম্মত, সম্মত, সম্মত !

জর্নৈক নাগিনী । হ'লোনা, হ'লোনা, ও হ'লোনা  
—তিনবার সম্মত বলাতে প'চে গেল !

( সকলের হো হো শব্দে হাস্য )

বান্ধু । ভগ্নি ! অদ্যাপি তোমার সেই ঘৃণিত হিন্দুর

ঘরের কুসংস্কার আছে, এতে আমি বড় দুঃখিত হলেম। তোমার বয়স অল্প, আ'জ্ঞো তুমি বালিকা ব'লেই হয়; যদিও তোমার সম্ভান হয়েছে—কেননা, তোমার নিকটে তিম চা'র বৎসর বয়সের ঐ যে বালকটি দেখছি, উঁটী অবশ্যই তোমারই পুত্র হবে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, তোমার বয়ঃক্রম ১৬।১৭ বৎসরের বেশী নয়! এমন বয়সে আমাদের কৈলাসের মেয়েদের বিবাহের সম্বন্ধও হয় না! সুতরাং বিলক্ষণ বুঝা যাচ্ছে, তুমি কিম্বা তোমার অবোধ ভর্তা অদ্যাপি নাল্য-বিবাহের দোষাবধারণেও সমর্থ নও!

তক্ষ। (করষোড়ে) প্রভু! ওঁর পূর্বভর্তা নাই, এই ভগ্নিটি পবিত্র নাগাশ্রমে সম্প্রতি এসেছেন; কুলনাই গ্রামের মান্যতম প্রচারক শ্রীযুক্ত বাবু কিশোরীচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায় আস্তা ওঁরে এনেছেন—তাঁর সঙ্গেই ওঁর বিবাহের সম্বন্ধ হচ্ছে—

বাসু। সেই ষাঁরা অত রাত্রে এসে একবারে রাজ-পুরীতে যান? এঁর নাম না শতরূপা?

তক্ষ। আজ্ঞে হাঁ।

নকুল। (স্বগত) শতরূপা কি অনন্তরূপা বলা যায় না!

বাসু। বা হ'ক্, ইনি তো তবে অস্তঃপুরে থেকেও পবিত্র নাগধর্মের তত্ত্ব জ্ঞান পেয়েছিলেন?



তক। আজ্ঞে হাঁ, কিন্তু সখ্যা অবস্থায় পতি  
সত্ত্বে নয়, তখন অন্ধকারেই ছিলেন; বৈধব্যের পর  
কিশোরী জাতার গুণেই উনি পবিত্র আলোক প্রাপ্ত  
হয়েছেন ।

বাসু। তবে সেই সব স্মরণ আর অ'প্প বয়স বি-  
বেচনাতেই আমি ওঁরে সর্কাদম শ্রেণীতে নিক্ষেপ  
করা রহিত ক'ল্লেম ! ভগ্নি ! তোমার নাম আমি  
“লাউডুগী” রাখ্লেম ; কিন্তু জেনো, এ কেবল ঐ দুই  
কারণে, নতুবা তোমার কার্য্য আর সংস্কার যেক্লপ,  
তাতে তোমায় “হেলে” কি “পুঁয়ে” শ্রেণীতেই কেল-  
তেম ! ( ক্ল্যাপ )

সকলে । কি সূক্ষ্ম বিচার ! কি চমৎকার বিচার !  
কি চমৎকার নিয়ম !

নকুল । ( পুঁয়ে বোড়ার প্রতি জনান্তিকে ) ঐ  
দ্যাখ্ তোর পুঁয়ে জা'ত্ সর্কাদম ! দূর—এত গোঁ-  
ড়ামি ক'রেও সর্কাদম !

পুঁ, বোড়া । ( দাঁড়াইয়া করষোড়ে ) প্রভু ! পুঁইয়া  
আর পুঁইয়া বোরা কি বিম্ব নয় ?

বাসু । কে বলে নয় ?

পুঁ, বোড়া । এই অবদ্র পুলান কইবার লাগে ।

বাসু । বিস্তর ভিন্ন ! কিন্তু সভা স্থলে ভদ্র

লোককে অমন ক'রে অভদ্র বাক্য প্রয়োগ ক'লে সে  
বিভিন্নতা টুকুও হবে না ! আ'জুতোমায় সতর্ক ক'রে  
দিলেম !

পুঁ, বোড়া । ( স্বগত ) হয়তানের পুলা কি  
ছত্রুতাই হা'দচে ।

বাসু । শুন ভ্রাতা ভগ্নিগণ ! আমার মর্ম্ম ভাল  
রূপে বুঝে লও ;—স্বাধীনতা আর কুসংস্কার-হীনতা  
গুণের বিচার কালে বাল্য বিবাহের উচ্ছেদ এবং  
পূর্সরাগ অর্থাৎ কোর্টসিপজনিত বিবাহ ; অসবর্ণ  
বিবাহ ; বিধবা বিবাহ ; খুড়তুতো জ্যাঠতুতো পিস্-  
তুতো মাস্তুতো মামাতো ভাই ভগ্নীর বিবাহ ইত্যাদির  
প্রচলন আর অনুষ্ঠানকে উচ্চ ধরনের গুণ ব'লেই  
আগে ধ'র্তব্য করা যায় !

সকলে । চমৎকার নিয়ম ! অতি চমৎকার নিয়ম !

নকুল । সাধু ! সাধু ! সাধু ! ( স্বগত ) হায় মা  
স্ববচুন্নী কবে ঘাড় ভাংবেন ? ( দণ্ডায়মান হইয়া  
প্রকাশ্যে ) মহারাজ ! একটি খুঁত যে র'য়ে গেল—

পুঁ, বোড়া । দ্যা'হেন, দ্যা'হেন, হয়তান বকর  
প্রভুর কঁত দরে !

বোড়ানী । এবার তো পুঁয়ে বোড়া মশাই ভাল  
কথাই ব'লেছেন !

নকু। আঃ! রও না! ত্যক্ত কর কেন? প্রভু  
আমার কথা বুঝেছেন—

বাহু। কি খুঁত নকুল?

নকু। আজ্ঞে, একই ব্যাকরণের খুঁত! উপাধি  
বা নাম গুলি পুংলিঙ্গে বেস খা'টবে, স্ত্রীলিঙ্গে সকল  
স্থলে যে ভাল হবে না!

গেঁড়ি, কেউটে। দৃষ্টান্ত, দৃষ্টান্ত, দৃষ্টান্ত চাই!

নকু। এই যেমন বোড়া, বোড়ানী; ধোঁড়া ধোঁড়ানী;  
পুঁয়ে বোড়া, পুঁয়ে বোড়ানী; তক্ষক তক্ষকী; এসব তো  
বেস মিল্লে; কিন্তু কেউটের বেলা কি হবে? কেউটেনী  
কি শুন্তে ভাল হবে? এষি আরো আছে—কা'লাজ;  
তার স্ত্রী-লিঙ্গে কালাজী কি কালা'জনী তো ভাল  
শুনায় না! বেত-আছড়া, বেতআছড়ী; কেমন ধারা  
হ'লো? গোধা, গোধানী; এটা যদিও একরকম হ'লো,  
শুন্তে ভাল না! ময়াল, ময়ালী; গোখুরা, গোখুরানী;  
চিতি, চিতিনী; এসব স্ত্রীলিঙ্গ বলসাহ্য, শ্রুতি-সুখের  
নয়! আবার এই এক নাগিনীকে নাম দিলেন “লাউডুগী।”  
তাঁর যিনি স্বামী হবেন, তাঁরে কি “লাউডোগা না লাউ-  
ডগা” ব'লবেন? লাউডগা নাম শুন্লে লোকে তো নাগ  
ব'লে ভয় ক'র্কেনা, বরং ভাতে দে খাষার জিনিষই তা'ববে;  
অতএব প্রভু, এর একটা হেস্ত নেস্ত ক'রে দিন্!

অনেকে । নকুল বাবু ভাল ব'লেছেন, ভাল ব'লেছেন !

বাসু । (সহাস্যে) এর উপায় সহজ । এ খুঁত আমি আপনাই তো ব'ল'ছিলেম, তবু তুমি উব্জে দিলে ব'লে সভা তোমার নিকট বাধ্যতা স্বীকার ক'চ্ছেন ! শুন জাতা ভগ্নিগণ ! এর সহজ প্রতিবিধান আছে;—বাদের স্ত্রীলিঙ্গে কিম্বা নকুলের প্রদর্শিত লাউ-ডগার ন্যায় পুংলিঙ্গেও এরূপ দোষ স্পর্শ হতে পারে, তাদের নাগ বংশীয় নামের পরে পূর্ব্বকার কুলোপাধি যোগ দিলেই লেঠা চুকে যাবে ! যেমন কেউটে বসু, কেউ ট বসুনী ! কালা'জ্ বন্দ্যোপাধ্যায়, কালা'জ্ বন্দ্যোপাধ্যায়ী ! বেত-আছড়া মিত্র, বেত-আছড়া মিত্রানী ! যেমন, এই হ'লেই হবে না ?

সকলে । চমৎকার ! চমৎকার ! অতি চমৎকার !

নকু । (স্বগত) এই চীৎকার, এই শীৎকার আর এই ডিটোর ফুৎকার, এগুলি আরো চমৎকার !

বাসু । নকুল ! হাঁ, না কিছুই না ব'লে বিড়-বিড় ক'ছো যে ?

নকু । আজ্ঞে ; (মাথা চুলকাইতে) তাই ভেবে দেখছি, ঠিক হলো কিনা ?

পুঁ, বোড়া । দ্যা'ছেন, মুশয়রা দ্যা'ছেন, অকনো

বর্ষর কর বাবুছি !—প্রভুর আ'গু'গার হন্দে ক'রে  
বাবুছি টেকবার পারে, এমন বাবুকের পুলা বাবুকতো  
এ মর্ত্য লোকে দেখিনে !

বাসু । এতে নকুল, তোমার উপর বড় সন্তুষ্টই  
হলেম । কোনো কথা তলিয়ে না বুঝে সহসা কর্তব্য  
কি উত্তম বলা উচিত নয় !—যা হ'ক্, এখনও কি  
তোমার কিছু সন্দেহ আছে ?

নকুল । আজ্ঞে, ভেবে দেখ্লেম, মহারাজ  
যা আজ্ঞে ক'ল্লেন, তাতে হয় বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ  
রূপে নয় !

গেঁড়ি, কেউটে । কিসে নয় ? কিসে নয় ? দৃষ্টান্ত ?  
দৃষ্টান্ত ?

নকুল । এই দেখুন না কেন—আগে ব্রাহ্মণ  
থেকেই ধরি—

পুঁ, বোড়া । দ্যাছেন মুশয়রা, এ হবায় ব্রাহ্মণ  
ভদ্র বর্ণবেদ লাগাইচে !

বাসু । লাগাক, তার পর নকুল ?—তুমি যা  
ব'ল্বে আমি বুঝিছি, তবু তুমি যখন তুলেছ তখন  
তোমার মুখ দিয়েই প্রস্তাবটা হ'ক্ !

নকুল । ( করঘোড়ে ) এত গুণ না হ'লে এই ত্রিভু-  
বনের মহা মহা সারালো বিষধর সব এত শরণাপন্ন

হবেন কেন ? প্রভু ভক্তাধীন—মহাভারতে বলে,  
 প্রভু শ্রীকৃষ্ণ মনে ক'লে অমন কোটি কোটি গুণে  
 অসংখ্য কুব্জসৈন্যকে কটাক্ষে ভষ্ম ক'রে ফেল'তে  
 পার্তেন—অমন কোটি কোটি খাণ্ডব বনকে কটাক্ষে  
 অগ্নির ভক্ষ্য ক'রে দিতে পার্তেন, কেবল পরম ভক্ত  
 অর্জুনের বীরপণার গৌরব বাড়াবেন ব'লেই তা  
 করেন নি ! দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরে যখন লক্ষ রাজা ভীমা-  
 র্জুনের উপর যুগপৎ চড়াও হ'লো, তখন বলদেব  
 বল্লেন “কৃষ্ণ ! এ যদি যথার্থ পাণ্ডব, তবে এসনা,  
 দাঁড়িয়ে দেখছ কি ? আমরা থাক্তে দুজনকে লক্ষ  
 লোকে মার্কি ” কৃষ্ণ বল্লেন ? “দাদা, যা হয় হ'ক্গে;  
 আমাদের ঝকড়ার কাজ কি ? ” তার অর্থ কি ?  
 বলদেবের চেয়ে ভীমার্জুনের প্রতি কৃষ্ণর কি বেশী  
 ব্যথা ছিল না ? অবশ্যই ছিল ! ছিল ব'লেই ভক্তাধীন  
 ভগবান ভক্তের মান বাড়ালেন—দুই ভাই লক্ষ রাজাকে  
 হারালে, জগতে এই ধন্যধ্বনিটী রা'খ'তে দিলেন !  
 এ অধীনের প্রতি প্রভুর সেইরূপ অনুগ্রহ টেবতো না !  
 আপনি সকলি জানেন, তবু ভক্তের মুখ দেবলাবেন !

অন । তোমার কেঁড়িলী রাখ, এখন বল ?

নকুল । বলাবলি আর কি ;—বন্দ্যোপাধ্যায়,  
 বন্দ্যোপাধ্যায়ী, যেমন বল্লেন, তেমনি যেন মুখোপা-

খ্যায়, চট্টোপাধ্যায়ের বেলাও হ'তে পারে । ভেমনি  
আবার মজুমদার, মজুমদারী ; হালদার হালদারী ;  
ষোষ, ষোষানী ; বসু, বসুনী ; মিত্র, মিত্রানী ; কদ্র,  
কদ্রানী ; এমনি এমনি কতক গুলো উত্তম এবং আর  
কতক গুলো মধ্যমও হ'তে পারে ; কিন্তু গোটা কতক  
পদবীর স্ত্রীলিঙ্গ ক'তেই সৰ্বনাশ !

গেঁড়িভাঙা কেউটে । দৃষ্টান্ত, দৃষ্টান্ত !

অন । এই যেমন বা'গ্‌চি, এর স্ত্রীলিঙ্গ বাগ্‌চিনী ;  
একি ভাল শুনায় ? আর যেমন সাওল, সাওলী—

নকু । ভাল, ও যেন এক রকম-পূজো খাওয়ানে  
গোচ হ'লো? কিন্তু ঢোলের বেলা কি ক'র্সেন? ঢোল,  
ঢোলানী কি ব'লবেন? না ঢাক ঢাকানী ; হোড়,  
হোড়ানী ; ভড়, ভড়ানী ; কর, করানী ; সরকার সর-  
কারী ; সোম, সোমানী ; পাল, পালানী ; পালিত,  
পালিতানী ; গুহ, গুহনী ; এম্মি এম্মি মধুমাধা নামে  
প্রিয় নাগিনী ভগ্নীদের কি ডা'কবেন? যদি একজন “দে”  
মহাশয় নিজ গুণে কেউটে উপাধি পান, তবে তাঁর  
সহধর্মিণী নাগিনীকে কি ব'লে সম্বোধন ক'র্সেন?  
কেউটে দে, এ যেন পুংলিঙ্গে হ'লো ; তাঁর স্ত্রী, কেউটে  
দে-নী না দে-রানী হবেন? সেনের স্ত্রীলিঙ্গে সেনী, নয়  
সেনা, নয় বড় জোর সেনানী হয়, এই বা কেমন শুনায় ?

অনেকে । নকুল বাবু ঠিক ব'লেছেন !—

বাসু । (সহাস্যে) নকুল এর উপায় তুমি কি বল ?

নকু । আজ্ঞে, আমি অতি ক্ষুদ্রবুদ্ধি ক্ষুদ্র-প্রাণী, অনন্তবুদ্ধি প্রভুর নিকট সাহস ক'রে কি কোনো কথা কইতে পারি ?

বাসু । নকুল ! এই নাগাশ্রম স্বাধীনতার নামে উৎসৃষ্ট ! তুমি স্বচ্ছন্দে বল ?

নকু । প্রভু ! আমার সামান্য বুদ্ধি, অনেক ঠাউরে ঠুইরে কাঁচ, ডাঁসা, পাকা, তিন রকম উপায় দেখতে পেয়েছি—

অন । যদি পাকা দেখতে পেয়ে থাক, তবে আর ডাঁসা কাঁচার কাজ কি ?

নকু । আজ্ঞে না, পাকা হ'লেই যে রম্য হয়, তার ঠিক নেই । এক এক আম কেমন কাঁচামিঠে । আবার পাকা আমও এমনি টক হয়, যে, তুড়ুক তোবা নামে ছাটে প'ড়ে গড়াগড়ি যায়, কেউ ছোঁয় না !

অন । তোমার পাকা উপায় কি তেমনি তুড়ুকতোবা ?

নকু । আজ্ঞে, আপনাদের একবার চাকিয়ে না দেখালে ব'লতে পাচ্ছিনে !

গেঁড়ি, কেউটে । তবে চাকাও !

নকু । আজ্ঞে আমার কাঁচা উপায় এই, পুক-



দের নামের পূর্বে “শ্রীযুক্ত” বা স্বধু “শ্রী” ।  
 আর মেয়েদের নামের পূর্বে “শ্রীমতী” বা নামের  
 পরে “বতী” ; তাহ’লেই লিঙ্গ ভেদ হলো !

বামু । (সহাস্যে) মতী আর বতী, এতো হিঁদু  
 সমাজের পুরাতন ধরণ !

নকু । আজ্ঞে, কখনো কখনো পুরাতন বড়  
 কাজে লাগে ! পুরাণো চা’লু ভাতে বাড়ে !

বামু । হোঃ ! সে রোগীর পক্ষে ! সে ভীক  
 কাপুরুষ বাঙালীদের পক্ষে !

নকু । আজ্ঞে, পুরাতনের প্রতি নাগবংশের যত  
 পিরীত, তা এ দাস জানে ব’লেই, সে উপায়টাকে  
 কাঁচা ব’লেই ব’লেছি !

অন । তবে সে তোমার কাঁচামিঠে হ’লোনা !

নকু ! আজ্ঞে, এখানে তো নয়ই !

গেঁড়ি, কেউটে । যখন পাপ হিঁদুরা তাদের  
 নামের গোড়ায় ঐ ছুটো দেয়, তখন আমরা, তা কক-  
 ণো নেব না !

পুঁ, বোড়া । দন্য ! দন্য ! দন্য !

বোড়া । বিশেষতঃ যখন পৌত্তলিক নামঘুচাবার  
 জন্যই পূর্ব জন্মের নামে প্রভু আমাদিগকে ভূষিত  
 ক’রে দিচ্ছেন ; তখন তো তা নয়ই নয় !

বাসু । তার পর নকুল, তোমার ডাঁসা কি ?

নকু । আজ্ঞে, মেদী মর্দা ! নাগের নামের  
গোড়ায় মর্দা ; নগিনীর গোড়ায় মেদী ! যেমন মর্দা  
কেউটে, মেদী কেউটে !

বাসু । এও ইতর লোকের ভাষা ।

বোড়া । বিশেষতঃ ইতর লোকদের পুরাণ কথা !

বাসু । তার পর নকুল, তোমার পাকা উপায় কি ?

নকু । আজ্ঞে, হি আর সি ! আপনাদের কৈলাসে  
যখন He goat আর She goat ব'লে থাকে, তখন  
আপনাদের তাতে বিশেষ আপত্তি না হ'তে পারে !  
বিশেষ, হি কেউটে, সি কেউটে, শুস্তেও পুরণো  
হ'লো না !

বাসু । এ বরং ভাল !

সকলে । ভাল, ভাল, এই ভাল, এই হ'ক্ !

বাসু । আচ্ছা, এখন এই পর্য্যন্ত থা'কলো,  
পরে এটা ভেবে দেখা যাবে !

পুঁ, বোড়া । ( উঠিয়া করবোড়ে ) যকন্ প্রভু  
এডা দাজ্জা না কচ্ছেন, তখন প্রভুর চিস্তার মুখে  
আমিও এটা প্রচ্ছাপ্ পেলো দিবার বাঞ্চা করি ;—  
পুরুষের অণ্ডে ত্রাতা আর মাইয়ের অণ্ডে বগ্নী বহা-  
ইলেই তো অইবার পারে ?

৬৪ নাগাশ্রমের অভিনয় ।

নকু । তোমার স্ত্রীকে যখন তুমি ডা'কুবে, তখনও কি অগ্রে বগ্নী বহাইবে ?

( ক্ল্যাপ ও হাস্য )

পুঁ, বোড়া । আগগাঁ, তবে বৎস আর গাবী বহাইলে কি অন্ন না ?

নকু । অকনু না—আগে তোমার নাগিনী ঠা'কু-কণ পশ্চিম থেকে আইয়ুন, তখন আইবার পারে !

( ক্ল্যাপ ও হাস্য )

বাহু । (তক্ষকের প্রতি) সভার আর কি কাজ আছে ?

তক্ষ । প্রভো ! এক জন ভদ্র সম্ভান পবিত্র নাগাশ্রমে বাস ক'র্তে আর নাম লেখাতে সম্মত এসেছেন । তাঁর প্রার্থনা, এই নূতন নিয়ম তাঁদের দিয়েই প্রবর্তিত হয় !

নকু । মধুসূদন গুপ্ত মেডিকেল কলেজের প্রথম ছাত্র, তাই তাঁর ছবি মেডিকেল কলেজে রাখা হয়েছে ! ডাক্তার সূর্য গুডিং ডাক্তারি শিখতে প্রথম বিলেত বান, তাই তাঁর অত বড় নাম—তেমনি এই নূতন নিয়মের প্রথম নাগ নাগিনী হ'লে এঁদের ফটোগ্রাফ স্বর্গে ইন্ডের হালে পর্য্যন্ত ঝুলতে পারবে !

বাহু । বড় আক্লাদের কথা, তাঁদের আ'স'তে বল—উভয়কেই আ'স'তে বল—

[ উভয়ের কম্পিত দেহে প্রবেশ ]

ভক্ষ । এই দিগে—এখানে দাঁড়াও—

বাসু । ভ্রাতঃ ! তোমার সহিত আলাপ  
করবার পূর্বে তোমার শ্রেষ্ঠাঙ্গরূপিণী—যারে আমা-  
দের 'টেকলাসে " Better half " বলে—সেই এই  
ভগ্নীর মান আগে রাখা আবশ্যিক !—প্রিয় ভগ্নি !  
তোমার নাম কি ?

ভগ্নী । আমার নাম প্রভু, শিধুমুখী বসুনী !

বাসু । ইনি তোমার কে ?

শিধু । ( সলজ্জ নম্রমুখী )—ইনি—ইনি—

বাসু । বুঝিছি ! যাও ভগ্নি, বসোগে—আ'জো  
তুমি যথার্থ উন্নতিশীলা স্বাধীনার ভাবে অভি-  
যুক্তা হ'তে পার নি—আ'জো স্মৃতিত হিন্দুর ঘরের  
জঘন্য লজ্জা তোমার ছাড়েনি, অথবা তারে তুমি  
ছা'ড়তে পারনি ! কোথায় আমি জিজ্ঞাসা কর্বা মাত্র  
তুমি ওঁর কণ্ঠদেশে বাহু দিয়ে পবিত্র প্রেমের চিহ্ন স্বরূপ  
মুখচূষন দ্বারা প্রকারান্তরে দেখিয়ে দেবে উনি তোমার  
স্বামী, তা না হ'য়ে লজ্জায় মাথা হেঁট ! আ'জো  
স্মৃতিত ঘোমটা দেওয়া প্রথার প্রবৃত্তি তোমার যায়নি—  
আ'জো পিঞ্জরকদ্ধা হিন্দু-কুলবধূর মত তুমি এত  
দূর সলজ্জা, যে, যেই আমি তোমার মুখ পানে চাচ্ছি,

তুমি আমি ত্রস্ত হ'রে মাথার কাপড় টেনে মুখের অর্ধ-  
ভাগ ঢেকে ফেলুছো—আ'জো তুমি পর-পুরুষের  
সঙ্গে ভাল ক'রে চ'কোচ'কি কর্তে পার না—তোমায়  
কি ব'লে আমি উচ্চ উপাধি দিই বল দেখি ? আমার  
মুখ দে তোমার জন্য “পুঁয়ে নাগিনী” নামটাই বেক-  
ছিল, কিন্তু তোমার স্বামীর পরীক্ষাটা হ'ক আগে !

সকলে । কি স্তম্ভ, কি চমৎকার বিচার !

বাসু । আচ্ছা ভ্রাতঃ ! তোমার নাম কি ?

ভ্রাতা । আজ্ঞে, আমার নাম বরনাথ বাসু ।

বাসু । তোমার ঘরে আর কে আছেন ?

বাসু । আজ্ঞে দাদা আর বড় বোঁ—

বাসু । মনে কর, কোনো কারণে নাগাশ্রমের  
পবিত্র ভ্রাতা ভগ্নিদের সঙ্গে যদি তোমাদের (ঈশ্বর  
না কখন) কোনো অকৌশল ঘটে, তবে ফিরে ঘরে  
যাওয়া আবশ্যিক হবে তো ?

বর । আজ্ঞে যাতে ঐ অপ্রার্থনীয় ঘটনা ঘটতে  
পারে, এমন কাজ আমরা কদাচ ক'রো না !

সকলে । সাধু ! সাধু ! সাধু !

বাসু । সে তো বড় সুখের কথা ; কিন্তু তোমা-  
দের সহস্র সতর্কতা সত্ত্বেও অন্যের দোষেই যদি  
ঘটে (প্রার্থনা, না ঘটুক) তখনকার কথা ব'ল'ছি ?

বর । আজ্ঞে, তা হ'লে প্রভুকে জানাব—

বাস্থ । মনে কর, তাতেও যদি প্রতিবিধান না হয়, কি আমি যদি তখন দূরদেশেই থাকি, কিম্বা তোমরা দুজন, তাঁরা দশ জন, দশচক্রেই যদি তোমাকে প'ড়তে হয় ?

বর । আজ্ঞে, তা হ'লে কাজেই ঘরে বৈ আর কোথায় যাব ?

বাস্থ । তখন তো তোমার মস্তক যুগুন, কড়ি উৎসর্গ, গোময় ভক্ষণাদি আবশ্যক হবে—এসব স্বীকার না ক'লে তো ঘরে নেবে না—সমাজে চ'লতি হবে না !

বর । আজ্ঞে আমার এমন দাদা নন—

বাস্থ । তিনি কি অর্থডক্স হিন্দু নন ?

বর । আজ্ঞে না, তিনি আদি-সমাজভুক্ত—

বাস্থ । ( সহাস্যে সত্যার প্রতি ) ভ্রাতা ভগ্নি-গণ ! কপট খগেন্দ্র বংশ পাকা ঘুঁটি কেঁচে ব'সেছে—  
আবার মূঢ়েরা হিঁদুর দলে মিশ খাবার চেষ্টা পাচ্ছে !  
সকলে । ধিক ! ধিক ! ধিক !

বাস্থ । সে যা'হক বরনাথ, তোমার দাদা যখন খগেন্দ্রের শিষ্য, তখন অবশ্যই সে ঘোর কপট, ঘোর মায়াবী, নিতান্ত অসার, নাগবংশের ঘণ্য—

নকু । প্রভু ! এমন জন জঘন্য ভড়ৎশূন্য ভ্রাতার

কনিষ্ঠ ভ্রাতা হ'য়েও বরনাথ বাবু যে সস্ত্রীক বেরিয়ে  
আ'সতে পেরেছেন, এ সামান্য বাহবার কৰ্ম নয় !  
সে ভ্রাতা হিন্দুদের মত অধীনতা ডোরে বাঁধতো না,  
উনি মনে ক'ল্লে, ঘরে ব'সেই যেক্রপ ইচ্ছা ক'র্তে  
পার্তেন, তবু প্রভুর এম্নি মাধ্যাকর্ষণ, জগন্নাথের  
ডুরির মত গলায় বেড় দে হিঁচড়ে টেনে এনেছে !

অনেকে । ঠিক, ঠিক,—প্রভু মানুষ নন !

বাস্থ । বরনাথ বাবু, তুমি প্রতিষ্ঠার যোগ্য সত্য ;  
কিন্তু অমন নীচাশয় সহোদরের সহবাস প্রবৃত্তি এখনও  
তোমার মনে যখন জাগরুক আছে, তখন তোমাকে  
আর ভগ্নী শিধুমুখীকে উচ্চ শ্রেণীতে দিতে পা'ল্লেম  
না—তোমরা “গোধা” “গোধানী” হ'লে ! (ক্র্যাপ)

সকলে । কি সূক্ষ্ম বিচার ! সাক্ষাৎ ধর্ম !

বর । ( করষোড়ে ) প্রভুর সূক্ষ্ম বিচার, আমি  
কথা কই, সাধ্য কি ? তবে কি না, বিচারটী অতি  
সূক্ষ্ম হ'য়েছে—

অন । ওকি রকম কথা, বুঝতে পা'ল্লেম না—

নকু । অনুমতি হয় তো আমি বুঝিয়ে দিই—  
যেমন গড়ন বিশেষে খুব খাটি সোণা খাটে না, মট  
ক'রে ভেঙে যায় ; তেমনি অস্ত্র বিশেষে অতি সূক্ষ্ম  
ধার টেকে না । বরনাথ বাবুর অভিপ্রায়, একটু দয়া

মিশানো স্কুল রকমের ধার ক'রে নিলে উনি এক  
খানি ভাল অস্ত্র হ'তে পারেন—ওঁরে দে প্রভুর  
অনেক কা'জ্ হ'তে পা'র্কে—

বর । আজ্ঞে হ্যাঁ, শেষ বক্তা মহাশয় ঠিক ব্যাখ্যা  
ক'রেছেন ! এ দাস একটা অস্ত্রই হ'তে পা'র্কে—  
আমার একটা স্কুল আছে, তাতে একশ ছেলেকে  
বিষে জ্বেরে রা'খতে পা'র্ছি—আমি একা আস'ছিনে,  
এক শত শিষ্য সঙ্গে সস্ত্রীক এসে প্রভুর পদাশ্রয়  
গ্রহণ ক'র্ছি—সেই শত শিষ্য যেরূপ শিক্ষা পাচ্ছে ;  
তাতে তারা বড় হ'লে কক্ষণই মা বাপের রবে না—  
প্রভু'ই চিহ্নিত দাস হবে—তারা বিষে জ্ব'রে নাগ  
রূপ ধ'রে নাগদলের বল বৃদ্ধি ক'র্বে সন্দেহ নাই !  
বিশেষ প্রভু, আমিতো স্বেচ্ছায় ঘরে ফিরে যাবার  
কথা বলিনি—নিতান্ত তাড়িত না হ'লে যাব না,  
এই সংকল্পই বিদিত ক'রেছি—

বাহু । তোমার স্কুল আছে ? শত শিষ্য সহিত  
শরণাপন্ন ? তবে তো স্বতন্ত্র কথা ! বিশেষ তুমি স্পষ্ট  
জানাচ্ছে, যদি নিতান্ত উৎপীড়িত কি উপায় বিরহিত  
হও, তবেই, নতুবা তোমার অগ্রজের নিকট যাবে না !  
এ দুই কথায় অবশ্যই রাজ-প্রসন্নতা পেতে পার !  
কিন্তু যে পক্ষীরাজ আমাদের আদর্শ, তাঁর কথা তো



শুনেছ ? তিনি ব'লে গেছেন “ হাকিম ফেরে তো  
ছকুম ফেরে না ! ” অতএব যে নাম দিয়েছি, এখন কিছু  
কাল তা সম্পূর্ণ অপহব হবার নয় ; কেবল তার সঙ্গে  
একটা উচ্চ ধাতুর বিশেষণ যোগ দিয়ে দিচ্ছি । বাগ-  
বাজারের ছাতা'রে যেমন স্বর্ণ ছাতা'রে হ'য়েছিল,  
তুমিও তেমি “স্বর্ণ গোধা” হ'লে, আর ভগ্নী শিখুযুখী  
‘স্বর্ণগোধানী’ হ'লেন !

সকলে । ( ক্র্যাপ ) ঠিক হ'য়েছে, ঠিক হ'য়েছে !

অনেকে । প্রভু কখনো মানুষ নন !

( পুঁয়ে বোড়া প্রভৃতি কয়েক নাগ কর্তৃক  
প্রভুর পদ লেহন )

জটনৈক নাগ । প্রভু ! আমার আর আমার  
শ্রেষ্ঠাঙ্গ রূপিণীর নাম এখনও হয় নি !

বাসু । তুমি কি এখনও পবিত্র নাগাশ্রমে এসে  
বাস করবার মত স্থির ক'র্তে পার নি ?

নাগ । আজ্ঞে, আর কিছু না—যদি বুড়ো মা  
মাগী আছেন—

( চতুর্দিকে রব—ছি ! ছি ! ছি ! )

বাসু । বস্ হ'য়েছে—আর ব'লতে হবে না—তোমার  
এখনও আড়্ ডাঙিনি—তোমার নাম “আড়িয়ালবন্ধ”  
আর তোমার স্ত্রীর নাম ‘আড়িয়াল বন্ধী’ হ'লো ! (ক্র্যাপ)

শঙ্খিনী । (করযোড়ে) প্রভু! আড়িয়ালবন্ধ নামে কি ষথার্থই কোনো সাপ আছে?

বাসু । বখন আমার মুখ থেকে বেরিয়েছে, তখন না থা'কলেও থা'কলো!

অনেকে । তার, সন্দেহ কি? তার সন্দেহ কি?

তক্ষ । কেন? থা'কবে না কেন? সত্যই ঐ নামে এক জাতীয় বিষধর আছে—প্রভুর বদন হ'তে কি মিথ্যা নির্গত হয়? আমার শ্বশুর বাড়ীর গ্রামে শ্রাবণ মাসের নাগ পঞ্চমী অবধি অষ্টাহ মনসার পুথি হয়, তার বন্দনাতে দেবীর নাগের অলঙ্কার বর্ণনায় আছে—

“বাহুগী কঙ্কণ টৈল আড়িয়াল বন্ধ!”

বাসু । ভ্রাতা ভগ্নিগণ! আ'জু আর না, আ'জু রাত্রি হয়েছে, আ'জু আর বিশ্রাম স্মৃথে বঞ্চিত হওয়া কি রাখা উচিত নয়—আ'জু যার যে বিবরে যাও—কাল্ স্বর্ণগোধা ভায়ার স্কুলটী বিশেষ বিধান মতে আশ্রমাধীন করা হবে! সর্কেশ্বর সর্কপালক সর্কশুভদাতা তোমাদিগকে রজনীর নিদ্রা কালে নির্বিক্রে রক্ষা করুন! (ক্ল্যাপ)

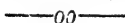
[প্রস্থান।

পটক্ষেপণ।

## দ্বিতীয় অঙ্ক ।



প্রথম গর্ভাঙ্ক ।



(নাগাশ্রম—টোড়ার বিবর)

[ টোড়ানী, বোড়ানী, বোড়া, স্বর্ণগোধা,  
স্বর্ণগোধানী এবং লাউডুগী  
উপস্থিত ]

বোড়ানী । ভগ্নী লাউডুগী ! তোমাদের বে হবে  
কবে ?

লাউ । তা তো এই বোড়া মশাই জানেন—

বোড়া । আ'জ্ কিশোরীচাঁদ ভায়া এয়েছেন,  
তিনি মকঃস্বলে গে পবিত্র নাগধর্ম প্রচারের আর  
ফিমেল ইম্যান্সিপেশন অর্থাৎ স্ত্রী-স্বাধীনতার যা  
যা ক'রে এসেছেন, আ'জ্ রাত্রে মহাপ্রভুর নিজালয়ে  
গে তার রিপোর্ট দিবেন ; দিয়ে আগে নাম বদলের  
প্রার্থনা, তার পর বিবাহের লগ্ন নির্ণয় হবে !

স্বর্ণগোধানী । এঁদের লাউডুগী নাম বুঝি বদল  
হবে ?

বোড়া । এম্মি তো হি-লাউডুগি ভায়ার কপ্পেনা !  
তিনি মকঃবলে যে সব কাও ক'রে এসেছেন, তাতে  
তঁার উচ্চ নাম হওয়াই উচিত !

টোড়ানী । উচিত বটে, কিন্তু গুণ বিবেচনায়  
মান বাড়ানো সকলের ভাগ্যে হয় কৈ ? এই যে  
আমাদের ইনি—

বোড়ানী । ও কি কথার শ্রী ? আ'জো পোড়া  
হিঁদুর ঘরের বড় অভ্যাসটা ছা'ড়তে পার না, তুমি আ-  
বার বড় নাম চাও ? আজো বল “আমাদের ইনি !”

টোড়ানী । না, না ওটা ভুল হয়েছে—আমি  
ব'লছি, এই যে প্রাণ প্রিয় টোড়া এতটা ক'রে  
ছাপাখানা ব'সিয়ে ছেপে ছেপে ম'চ্ছেন, কৈ কি  
হলো ? আবার যে গান বেধেছেন, এক তারির দামই  
লাক টাকা !

বোড়া । ভাল কথা মনে করেছ ভগ্নি, আ'জ্  
ক দিন ধ'রে আমার বড় ইচ্ছে হয়েছে, তোমার মুখে  
সেই গানটা শুনি—বদি কোনো আপত্তি না থাকে,  
দয়া ক'রে একবার শুনিয়ে দেও—আহা ! তোমার কি  
মধুর স্বর ! বিশেষ মা মনসার, কিম্বা মহারাজ বাম্বু-  
কির জাত তোমার মুখে বড় খাসা লাগে ! শ্রিয়ে  
বোড়ানি ! তুমিও তো সে জাত শিখেছ ?

বোড়ানী । বড় ভাল না—

বোড়া । তবে এই বেলা ভগ্নী ঢোঁড়ানীর সঙ্গে  
গেয়ে ভাল ক'রে শিখে ন্যাও—যাও দুজনে পায়না-  
পোর্টের সঙ্গে গাওগে—আমাদের এই নূতন ভ্রাতা  
ভগ্নীরা শুনুন—

লাউডুগী । পায়রাপোর্টা কি গা ? কোথায় ?

বোড়ানী । দূর ! পায়রাপোর্টা কেন ? পায়না-  
পোর্ট ; বাজাবার যন্ত্র ; ঐ যে ও ঘরে—

[ ঢোঁড়ানী ও বোড়ানীর প্রস্থান ।

লাউডুগী । আমিও দেখে আসি —

[ প্রস্থান ।

( নেপথ্যে গান—বাউলের সুর )

তারে কে ভাই পারে চিন্তে ?

ও যার হাজার খানা, ধর্মের ফণা, বক্তৃতাতে,  
মরি মরি, বক্তৃতাতে ফোঁস্ ফোঁসন্তে !

ওরে ! সে ফণার, বাক্ যোজনার, বিষের পানার  
তার পেয়েছে যে ;

শোনেনা মায়ের কান্না, মানেনা বাপের ধান্না,  
আমরণ করে কেবল হিঁদুকে ঘেন্না !

ওতার ভক্তি নদী ওল্‌সায় যেন ভাদুরে ভৰ্মা ;  
ভোলা মন ! ও ভোলা মন ! মনরে আমার !

ভক্তি নদী ভাদুরে ভৰ্মা ;

তাই নিয়ে সে তেল চন্না, মাথিয়ে দেয় বাসুকির ঐ—  
প'ড়ে রয় নাগরাজের ঐ পদ প্রান্তে ! ১ ॥

ওরে ! মুখে যার জ্ঞানের মণি, দিন্‌ রজনী,  
দপ্‌দপানি জ্বলে ;

সে মণির প্রভা কিবা, নিশিতে যেন দিবা,  
দি শী ভাব্নয় গো আসল বিলিতি বিভা !

তাতে বাহ্য যুক্তির ব্রাইট্‌ রকম লাইট্‌ পাইবা ;  
ভোলা মন ! ও ভোলা মন ! মনরে আমার !

ব্রাইট্‌ রকম লাইট্‌ পাইবা ;

সে, ইংলিস সভ্যতার নিভা-সে আলো পারে ভালো  
মরি মরি, পারে ভালো শীকার আন্তে ! ২ ॥

ও তাঁর মহিমা, কি অসীমা, গুণ গরিমা,  
উপমা নাই ভবে !

হৃদয়ের গুপ্ত গড়ে, ঘোমটা দেখা'ন্তেম প'ড়ে,  
তাঁর গুণে বেরিয়ে এসে বাঁচলেম্‌ হাঁফ ছেড়ে !

এখন লাজ শরমের খোলস থানা ফেলিছি ঝেড়ে ;

ভোলা মন ! ও ভোলা মন ! মনরে আমার !

খোলস থানা ফেলিছি ঝেড়ে ;

এই, বেড়াছি সহর বেড়ে, এদিনে স্বাধনার সুখ,

আমরি, স্বাধীনার সুখ পেলেম জান্তে ! ৩ ॥

ওরে, ল্যাজধারী, আজ্ঞাকারী, স্বেচ্ছাচারী,

ভক্ত যারা তাঁর,

সেই নাগ্ নাগিনী দলে, উন্নতির কপি কলে,

হাঁকুরে জাঁকুরে ঝাঁকুরে তাদের দ্যান স্বর্গে তুলে !

তারা, শূন্য পথে, ঘণ্টা হাতে, জয় বাসুকি ব'লে ;

ভোলা মন ! ও ভোলা মন ! মনরে আমার !

ঘণ্টা হাতে জয় বাসুকি ব'লে ;

যায় তারা স্বর্গে চ'লে, কুহকময় আলোক রথে,

স্বেচ্ছাচার আলোক রথে চড়ে জ্যান্তে !! ৪ ॥

— ০০ —

[ ঢোঁড়ানী ঝোড়ানী ও লাউডুগীর প্রবেশ ]

ঝোড়ানী । ( সহাস্যে ) এই তো শুন্লেন।

মকলে । অমৃত ! আহা কি সুন্দর গান !

[ টোড়ার প্রবেশ ]

টোড়ানী । কেন কাস্ত আৰ্য্যপুত্র চোঁডামণি !  
কেন তোমার স্বভাব-সুপ্রসন্ন পীতবর্ণ বদনখানি আ'জ  
বিবর্ণ বিষণ্ণ দেখছি ?

বোড়া । তাই তো হে, এমন মলিন কেন ?

টোড়া । আর মলিন ! আর বিষণ্ণ ! অন্ন মারা  
যায়, আর বিবর্ণ !

টোড়ানী । কেন প্রাণবল্লভ ! সর্ব্বরক্ষক বাম্বুকি  
মহারাজের মহৎ আশ্রয়ে থেকে আবার অন্ন চিন্তা ?

টোড়া । প্রিয়ে ! যে রক্ষক, সে ডক্ষক হ'লে আর  
উপায় কি ?

স্বর্ণ গোধানী । অমন কথা বলবেন না ; তিনি  
আবার ডক্ষক ! এ কথা আপনার মুখ দে বেকলো  
কেমন ক'রে ?

বোড়া । ছেড়ে দেও—ও কথা যেতে দেও—  
ভ্রাতা টোড়া এক জন পরম ডক্ত, ওঁর মুখ দে অমন  
উক্তি কি বেকতে পারে ? আ'জ হয়তো কি জন্যে  
মনটা খারাপ হয়েছে—মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ—মুখ না  
যা, হঠাৎ কথাটা বেরিয়ে প'ড়েছে !

স্বর্ণ গোধানী । তাই হবে, নইলে ওঁর মত জ্ঞানী  
লোকের মুখে কি অন্ন চিন্তার কথা শোনা যেতো ?



নাগরাজের উপদেশ-পীয়ুষ যে একবার পান ক'রেছে,  
তার কি আবার হার অম্লের ক্ষুধা আর থাকে ?

টোড়া । ভগ্নি ! রাগ ক'রোনা তবে একটা  
কথা ব'লতে চাই—

স্বর্ণগোধানী । আপনি স্বচ্ছন্দে বলুন—

টোড়া । তাঁর উপদেশ যদি এমন পাকা হ'তুঁকি,  
তবে আপনার প্রিয় পতি এই স্বর্ণগোধা ভায়া কি  
জন্যে ওঁর স্কুলের ছাত্রদের কাছ থেকে এত টাকা  
স্কুলিং আদায় করেন ? আপনাদের তো অন্নপানের  
ক্ষুধা তৃষ্ণা নাই, স্নাতরাং সংসারের চা'ল্ ডা'ল্ যি  
মাছ তরকারি তো কিনতে হয় না, অথচ আপনার  
অঙ্গে বেশী অলঙ্কারও তো দেখতে পাইনে, তবে এত  
টাকা মাস মাস যে সংসার খরচ ব'লে নিয়ে থাকেন,  
সে সব টাকা কি হয় ?

স্বর্ণগোধা । ( সহাস্র ) ভ্রাতঃ ! ওঁর ক্ষুধা তৃষ্ণা  
নাই, ইহাতেই খোরাকীর হিসাবে আশ্রমের অধ্যক্ষ  
মশা'র নিকট ঋণী হ'য়ে পড়েছি ; এর ওপর প্রিয়ার  
যদি ক্ষুধা তৃষ্ণা থাকতো, তবে এদিনে দেনার দায় হয়  
তো আমায় জেলে ধেতে হতো !

স্বর্ণগোধানী । ( সরোদনে ) আমার কি এত  
বড় পেট, যে আমার খোরাকির জন্যে তোমার দেনা

হয়েছে ? পোড়া পেটের জন্যে সভার মাঝখানে আমার এত অপমান ! এ পোড়া পেটে না আ'জ্ আশুগ জ্বলে দেবো !

স্বর্ণগোধা । ( পত্নীর হস্ত ধয়িয়া ) প্রিয়ে ! কমা কর, আমি সে ভাবে বলিনি—

লাউডুগী । ভগ্নি ! উনি কথার উত্তরে পরিহাস করেছেন, এতে তোমার রাগ করা উচিত নয় !

টোঁড়ানী । সে যা হ'ক, প্রাণকান্ত ! আ'জ্ এসে তুমি অমন কথা ব'ল্লে কেন ?

বোড়া । বিশেষ ভাই, বাম্বুকি মহারাজার প্রতি তোমার অসীম ভক্তি—তুমি তাঁর গুণ যত জান, এত আর কে জানে ? আহা ! কি গানই বেঁধেছ !—“উন্নতির কপিকলে ; হাঁকরে জাঁকুরে ঝাঁকুরে তাদের দ্যান স্বর্গে তুলে !” আহা কি নিগূঢ় তত্ত্ব ! “যায় তারা শূন্য পথে, ঘণ্টা হাতে, স্বেচ্ছাচার আলোক রথে !” মরি মরি কি ভাব !

টোঁড়া । ঘণ্টা হাতেই হয়েছে ! যেমন পান বেঁধে-ছিলেম, তার প্রতিফল আমাকে দিয়েই ক'লেছে—উন্নতির কপিকল না হয়ে উৎসন্নের কপিকলেই আমায় তুলছেন ! শূন্য পথে ঘণ্টা হাতে আর কেউ যাক্ না যাক্, আমাকে তো আ'জ্ শূন্য পকেটে ঘণ্টা হাতে আশ্রম থেকে যেতে হলো !

চোড়ানী । কেন নাথ কি হয়েছে ?

চোড়ী । প্রিয়ে ! তোমার মনে অসুখ হবে ব'লে  
আগে তোমার বলিনি—এখন আর না ব'লে নয়, কাজেই  
ব'লতেই হচ্ছে ! ক দিন ধরে ভাবান্তর দেখছি—  
গালাঘুসাও শুনিছি, কিন্তু ওরু বিশ্বাস ক'র্ত্তে ম না ।  
ভাব্তে ম “না এমন হবে না”—এমন পবিত্র ধর্মোপ-  
দেক্টা জগৎসংস্কারক মহাপ্রভু নামধারী মহারাজার  
রাজসংসারে এতদূর নিদাকণ বিচার কখনই হবে না—  
শত সহস্র বাহ্য ভাবান্তর হ'ক, সত্য সত্য আমার  
অন্ত হানি কদাচই হবে না । কিন্তু আ'জ্জকের ব্যা-  
ভারে সেই বিশ্বাস স্বর্গ থেকে একবারে বিন্ময় পা-  
তালে ঢুব ক'রে প'ড়ে গিয়েছি—আ'জ্জ জেনেছি,  
রাজ-সংসার সর্বত্রই সমান—আ'জ্জ জেনেছি, সুযোগ  
নামে দেবতা আর সুবিধা নামে দেবী, এই দম্পতীই  
আধুনিক কালের রাজ সভা মাত্রেই ইস্টদেব আর  
ইস্টদেবী ! ধর্মনীতি নামে যে একটা শাস্ত্র আছে,  
সে বড় লোকের জন্য নয়, সে কেবল দুঃখী প্রাণীদের  
জন্যই সৃষ্ট হয়েছে !

বোড়া । কেন হে ডায়া, কাণ্ডখানা কি ?

চোড়ী । কাণ্ড আর কি—আমার বিব কেড়ে  
নেছেন !

সকলে । বিষ কেড়ে নেছেন—সে কি ?

টোড়া । মুদ্রায়ন্ত্রই যে আমার বিষ, তাতো সকলেই জানেন ! সেটী আঁজু আমার কাছ থেকে কেড়ে নেছেন !

বোড়া । কেমন করে ?

টোড়া । কেমন করে আর কি—আমি ভাল জানিনি, মন্দ জানিনি, যেমন নিত্যই যন্ত্রালয়ে কাজ কর্তে বাই, আঁজো দশটার সময় গেলেম—গিয়ে দেখি, আমার তাল ভাঙা, নূতন তাল বন্ধ—বাইরে প্রহরী, আমার প্রবেশও নিষিদ্ধ !

বোড়া । কেন ?

টোড়া । কেন, তা জানবো কিসে ?

স্বর্ণগোধানী । অবশ্য কিছু অপরাধ হয়ে থাকবে ?

টোড়া । ভাল করেছিলেম—প্রাণপণে করেও আসছি, এই মাত্র অপরাধ ! কলিতে ভাল কর্তে নাই, এই প্রাচীন কাক্যের অবমাননা করেছি, এই মাত্র অপরাধ তো দেখতে পাই !

স্বর্ণগোধানী । কি রকম ভাল করেছিলেন ?

টোড়া । ভেসে ভেসে বেড়াতেন—এর দোরে তার দোরে নাগলোকের ষত লেখা পড়া ছাপিয়ে ছাপিয়ে বেড়াতেন—আমি মনে বুঝে দেখলেম,

আমাদের নিজের একটা বিষ-সংকালনের যন্ত্র স্থাপন করা বড় আবশ্যিক ; বুঝে তার প্রস্তাব ক'ল্লেম ; শুনে খুসি হলেন ; যোগাড় দেখতে লাগ'লেম, যোগাড় ক'ল্লেম, বহুমূল্য উপকরণ সুলভ মূল্যেই গাঁ'থ'লেম ; রাজকোষ হতে প্রথম মূলধন ব'লে কেবল সাত শত রোপ্য চাক্তি মাত্র পেয়েছিলেম ! তার পর যতদূর মানসিক যত্ন, দৈনিক শ্রম, বাচনিক ব্যবসাদারী আর আর্থিক সাহায্য ক'র্তে হয়, তার অনুমাত্র ক্রটি করিনি !

লাউডুগী । তাতে নাগলোকের কি কাজ হয় ?

টোড়া । তা এই এঁদের জিজ্ঞাসা করুন—ভূজঙ্গ-কূলের স্বধর্ম্যতত্ত্ব ; মুখ-দর্পণ ; নাগিনী বান্ধব প্রভৃতি হলাহল প্রবহণের যত মাসিক, পাক্ষিক, সাপ্তাহিক, দৈনিক লিপি সব ছাপা হয়। তা ছাড়া রাজা, পাত্র, মহাপাত্র, রাজভ্রাতা প্রভৃতি মহা মহা নাগাবধি বেত-আছড়া চিতি ক্রিতি ক্ষুদ্র নাগ পর্য্যন্ত যখন যিনি যে কিছু বিষ বক্তৃতা-চ্ছলে উদগীরণ ক'রে আসছেন—যখন যাঁর যে কিছু বিদ্যা বুদ্ধি দ্বৈষ শ্লেষ ছড়া কীর্তন ছট্‌কানোর দরকার হয়েছে, তা সব একান্ত মনে প্রাণ-পণে ছেপে বেঁধে প্রচার ক'রে দিইছি ; তাতে গতর আর ট্যাঙ্ক-হুয়েরি শ্রান্ন করেছি—এ ৮ দিনের তরে

আপত্তি, কি অনিচ্ছা—যোর অনাটনও অনিচ্ছা  
প্রকাশ করিনি !

টোড়ানী । আপত্তি দূরে থাক, ওঁর দেনা দেখে  
আমি যদি বুঝে চ'লতে ব'লতেম, তাতে উত্তর দিতেন  
“নাগ বংশের যাতে উন্নতি হয়—যাতে দেশের ছেলে  
মেয়ে গুলো মার কোল শূন্য ক'রে স্বাধীনতা-বিষে  
জ্ব'রে স্বেচ্ছাচার মাজসে ভেসে রসাতলে চ'লে আসে,  
সাধামত তার সাহায্য ক'র্তেই হবে !”

টোড়া । অধিক কি, হিন্দুদের গত বারের মহা  
পার্বণের সময়—

লাউডুগী । কোন্ পার্বণ ?

টোড়া । ঐ যে গো—বার দশহাত, তার পূজোর  
সময়—

লাউডুগী । দুর্গ পূজো ?

বোড়ানী । আঃ ! নাম কর কেন ? ও নাম কি  
আমাদের ক'র্তে আছে ? না, দশ হাত আমাদের  
দেখতে আছে ?

টোড়ানী । সে বছর বার ঐ দশ হাতের পূজোর  
এক জন অবোধ হিঁদু ধনী কোনো নাগ মশাইকে নিম-  
ন্ত্রণ করেছিল ব'লে মুখের মত খুব সাজাই পেয়েছিল—

লাউডুগী । কি সাজাই ?

বোড়ানী। কেন, আমাদের নাগ সভার নামে সম্পাদক দাদা তারে বা'ছেতাই ব'লে অপমান করেছিলেন!

বোড়া। যা'কু সে কথা ছেড়ে দেও—(টোড়ার প্রতি) তার পর?

টোড়া। তার পর মশাই, সেই শরভের মহা পার্কণ এলো, আর বত হিঁদু পাওনাদার বেটারা যেন দুপুরে মাতনে যেতে উঠলো—ভীমরুলের চাকে ঘা দিলে যেমন হয়, তেমনি হলো!—এ বলে আমার টাকা দেও; ও বলে আমার হিসেব নিকেশ কর; সে বলে আমার বাড়ীতে পূজো! কম্পোজিটর বেটারা আমার চাকর, তবু বেটারদের ধামানো ভার! কেউ বলে আমার দূর দেশে বাড়ী, আর থাক্তে পারিনে; কেউ বলে, আ'জু বস্তীর রাত—এখনও বাচ্কাচের স্মৃতি খেইটে হলো না; কেউ বলে মশাই আ'জকের দিনে টাকা নইলে উপরোধ খা'কুবেনা; কেউ বা দু'একটা শক্ত কথাও ব'লতে লাগলো! বেটারদের এত ক'রে পৌত্তলিক উৎসবের দোষ দেখিয়ে দিই—এত ক'রে পবিত্র ধর্মের কথা বোঝাই—এত ক'রে পরকালের ভয় দেখাই, কিছুতেই বর্গ মানেন না—“খায় দায় তবু কথা ছাড়েনা!” হ্যাঁদে প্রেসম্যান বেটারা মোসলমান, সে বেটারদেরও ঐ সংক্রামক রোগে ধ'ল্লো!

বোড়া। তা তুমি কেন, যহা প্রভুর কাছে গে জানালে না? অবিশ্যি, তাঁদের জন্যেই তোমার দার—বিশেষ তিনিও তো অংশী—

টোড়া। ও মশাই, সেই দুঃখের কথাই তো ব'ল'ছি—তিনি অংশী না হলেও, তাঁদের কাছে বস্ত্রালয়ের বে পাওনা, তার কতক পেলেই বে যথেষ্ট হতো!—আমি আবার জানাই নি! হেঁটে হেঁটে খোলোস ছিঁড়ে গেল—গগিয়ে গগিয়ে ভালু শুকিয়ে গিহলো! তবু কিছু না, কেউ এক পরস্যাও দিলেন না, গ্রাহ্যও ক'ল্লেন না—যেন আমারি বাপ মা মরা দার! তার পর দুঃখের কথা আর কব কি, শেষকালে অনন্য-উপায় হ'য়ে প্রেয়সী টোড়ানীর এই কমনীয় অন্ধ হাত দিতে বাধিত হলেম!

বোড়ানী, স্বৰ্গমোধানী ও লাউডুগী। অ্যা! ওমা সে কি? প্রিয় ভগ্নীকে আপনি মা'ল্লেন?

টোড়া। আঃ! আপনারা সকলেই বে অজবুজ হলেন! গায় হাত দেওয়াতে মারা টে আর কিছু কি হয় না? কিন্তু বে কাজ করেছিলেম, তা মারার চেয়ে বেশী! (চক্রে কমাল দিরা কোঁকাইয়া) সে দিন আমি বে নিষ্ঠুর নৃশংসের কাজ করিছি, তেমন কাজ জ্ঞান পূর্বক কোন অজ্ঞান পতি ক'রে থাকে?



টোড়ানী । (শিশব্যস্তে অঙ্গুল দিয়া পতির নয়ন মুহাইতে মুহাইতে) ওকি আর্য্যপুত্র, হার গয়নার জন্যে তোমার চ'কে জল ? তোমার মান রাখা আগে, না আমার গা সাজানো আগে ? গিয়েছে, গিয়েছে, তুমি বেঁচে থাক, কত গয়না দেবে—কত প'র্কো, কত ধাব !

টোড়া । (টোড়ানীর শিরশ্চুম্বন পূর্বক) হায় ! এমন গুণবতী সতী বার পত্নী, তার আবার কিসের অভাব—কিসের দুঃখ ? প্রিয়ে ! শত্রুতে সব নে'ক, আর আমার দুঃখ নেই !

বোড়া । (জনাস্থিকে বোড়ানীর প্রতি) দেখ, প্রিয়ে ! টোড়ানী কেমন লক্ষ্মী ?

বোড়ানী । (সাভিমানে) কেন, আর কেউ কি এমন হতে পারেনা ? আমি কি তোমায় বলিছি, তোমার দায় দড়া প'ড়লে, আমি গয়না দেব না ? একবার দায় পড়িয়ে দেখ দেখি দিই কি না দিই ?

বোড়া । না, না, তা ব'ল'ছিনে—তবে কি না, আমি মাসে মাসে বখন আমার মাইনের টাকাগুলি এনে তোমার হাতে দিই, তখন আমার বুড়ো মা মাগীকে কিছু খরচ পাঠিয়ে দেবার কথা ব'লে থাকি—তা নাকি এই তিন বছরে একবারও হ'লোনা, তাই এখন মনে প'ড়ে গেল !

বোড়ানী । আমি কি তোমার হাতে ধ'রে বেঁধে রাখি ? মাসকাবারের দিন আকিস থেকে আসবার সময় তুমি কেন উড়িয়ে পুড়িয়ে দিয়ে এসনা, তোমার ঢাকা, কে তোমায় ধ'রে রা'খবে ?

কোড়া । তোমার অনুমতি না হ'লে কি পারি ?

বোড়ানী । আমার আর মতামত কি ? তোমরাই ব'লে থাক, কেউ কারো হাত-তোলা খাওয়া, কি নেওয়া, কি দেওয়া উচিত নয়—মহারাজার মুখেও শুভে পাই, শিবলোকের মা বাপেরা ছেলের তরু রাখে না, বউ বেটাও তাঁদের এলাকায় থাকে না—পরস্পরে কেউ কারো খায় না ! সে দিন তিনি স্পষ্ট বোঝালেন, পাপ হিঁচুদের একান্ত-প্রথা আর হাত-তোলার কুপ্রথাতে লোক সব কুঁড়ে হয় ; হাততোলা খেগোদের স্বভাব বড় নীচ ; তারা নাকি একবারে গোপ্পায় যায় ! তাই আমি এই ভেবে দিতে দিইনে, যে, তবে তো আমার শাশুড়ী কুড়ে হবেন—তাঁর স্বভাব নীচ হবে—তিনি গোপ্পায় যাবেন ! ঈশ্বর তাঁরে হাত পা দেছেন, তিনি তাই খাটিয়ে অনাসে সিমলের সোঁদের বাড়ী রান্না বান্না ক'রে খা'চ্ছেন দাচ্ছেন, সুখে আছেন ; আর যা মাইনে পা'চ্ছেন তা জমা-চ্ছেন ; তোমার কাছে মাসড়া পেলে কি তিনি আর

তা ক'র্কেন? একগি ঢাকরীতে অবাব দেবেন, দিয়ে ব'সে ব'সে কুড়ে হবেন—হাত-তোলার দিগে লোভ ক'রে নীচ-প্রকৃতি হ'য়ে উটবেন! তবেই তাঁর মন্দ কথা হলোনা?—তুমি সন্তান হয়ে তাঁর মন্দ ক'র্কেন?—সুসন্তানের কি এই উচিত?

স্বর্ণ গোধানী । উঃ! বোড়ানী দিদী কত শেখাই শিখেছেন—কথা ক'চ্ছেন যেন সাংকাং মহাপ্রভু!

বোড়ানী । সুধু তাই? তিনি যা মাসে মাসে জমাচ্ছেন, তিনি ম'রে গেলে সে জমানো টাকা তো আমাদেরই হবে! মাসহারা দিয়ে কি তাও যুচুতে চাও? পরিবারের মধ্যে যে যা পারে, আয় বাড়ানো ভাল, না ইচ্ছা ক'রে কমিয়ে দেওয়া ভাল? সে দিন তক্ষক মশাই লোক-যাত্রা-বিধান বুঝিয়ে দিলেন, তাও কি শোননি? আমি তোমার ভালর জন্যে যরি, তারি কল এই? আমার কপালে কি শেষে এই ছিল? “যার জন্যে চুরি ক'র্কেন সেই ব'লবে চোর!” এতেও কি প্রাণ রাখতে ইচ্ছে করে? আত্মহত্যায় বড় পাপ, নইলে দেখতে এখনি আপনার গলায় দড়ি দে তোমার গলায় ঝুলে মর্ত্যম!

স্বর্ণগোধানী ও লাউডুগী । ভগ্নি! কাস্ত হও, উনি কথাটা ম'ম্জে ব'লতে পারেন নি—

বোড়া । ( প্রিয়ার পদধারণপূর্বক ) প্রিয়ে !  
কমা কর ! আমার অপরাধ হয়েছে—কোনো সে-  
কেলে ধর্মনীতির বই প'ড়েই আমার এ ভ্রম হয়েছিল  
—আমি আ'জ্ অবধি সে রকম পড়া জলাঞ্জলি  
দিলেম ! আমি আ'জ্ অবধি লোকযাত্রা বিধানই  
আলোচনা ক'রো—সৌভাগ্যক্রমে এড্যাম্ কি  
ম্যালথস্ পড়বার কষ্টও আমায় নিতে হবে না—  
কেবল তোমার উপদেশ শুন্লেই যথেষ্ট হবে !  
হায় ! আমি না বুকে আমার ইহ-পর-লোকের পরম  
: দ্বল স্বরূপ। এমন হিতৈষিনী রমণীর অবমাননা  
করেছি—হায় ! আমার এ পাপের কি পার আছে ?  
( উদ্ধ্বয়ুখে ) বিভো ! এ অপরাধ কি মার্জনা ক'রে ?

টোড়ানী । ( সহাস্রো পতির হস্ত ধারণপূর্বক )  
নাথ ! তোমার মত পতি যার, তার অভিমান আর  
কতক্ষণ ? তোমার অনুতাপ শুনে আমার প্রাণ  
কাতর হ'চ্ছে—আমি অভিমান ভাগ ক'ল্লো—এখন  
নাথ, এক কর্ম কর, ভাতা টোড়ার বিপদে সহায় হও—  
প্রভুর নিকট গিয়ে যাতে তিনি প্রসন্ন হন, এমন উপায়  
দেখ । যাতে ইটী মিটে যায় তা তোমায় ক'র্তে হবে !  
লাউডুগী । ইটী মশাই ক'র্তেই হবে !

বোড়া । মেটে যে এমন তো বুঝিনে—তার স্ব-

ভাব তোমরা জান না, তিনি যিটা ধরেন, কার সাধ্য তা ছাড়ায় ? তবে চেষ্টা অবশ্যই ক'র্ত্তে হবে—কাল সকালে কদম্ব, ককট, শঙ্খচূর আর আমি—

অৰ্ণ গোধানী । কিন্তু এর কারণ কি ? প্রভু তো দয়াময়, তিনি কি অকারণে এমন কাজ করেছেন ?

বোড়া । যে কারণে হ'ক, অশান্ত হয়নি—

চৌড়া । ( সবিস্ময়ে ) তার মানে কি ?

বোড়া । বলি শুন ;—মনসার পুষ্টিতে লেখা আছে চাঁদ সদাগরের পূজা খাবার জন্য যা মনসা অত্যন্ত লোলুপ, কেননা চাঁদ সদাগর পূজা না ক'ল্লে জগতে তাঁর পূজা প্রচার হয় না । কিন্তু চাঁদ সদাগর না-হারিপাট কিছুতেই পূজা ক'র্ত্তে চায় না—সে হর-গৌরীর একান্ত ভক্ত, গৌরী তো মনসার বিমাতা—সত্‌ যারা সতীনঝিদের প্রতি যেমন সংব্যবহার করে, তা তো জানই—গৌরী আড়ি ক'রে চাঁদকে ব'লে দিলেন, কাণীবেলীকে ককণো পূজো করিস্‌ নে ! চাঁদ সদাগর খুব শকু পুরুষ—অমন তেজীমান ক্যারেস্তার কিউ পোইট্রিতে পাওয়া যায়—মনসা তারে বিধিমতে নাস্তা খাস্তা ক'ল্লে, তবু সে পূজা ক'ল্লে না ।

বোড়ানী । কি রকম নাস্তা খাস্তা ?

বোড়া । সে অনেক কথা ; তার মহাজ্ঞান আর সিদ্ধি

জটা হ'রে নিয়ে শেষে তার হয় পুত্রকে বধ কর্কার  
জন্যে হাঁকার দে সব নাগদলকে ডেকে ব'ল্লেন, চাঁদর  
হয় পুত্রকে কে দংশন ক'রবে পান লও ! চাঁদর ডরে  
বড় বড় সাপ সাপ ব'লে পেছুলো, টোঁড়া সাপ গর্জন  
ক'রে বুক ঠুকে ককে রথে চ'ড়ে চ'ল্লো !

স্বর্ণ গোধানী । টোঁড়ার তো বিষ নেই ?

বোড়া । তখন ছিল—খুব তীব্র রকমই ছিল—গেল  
কিসে তাই ব'ল'ছি ;—টোঁড়া মা মনসার রথে চ'ড়ে  
যাচ্ছে, ভাদ্র মাস, জলে জলময় ; মাঠ খাল বিলে  
ভাদ্রুরে ভদ্রার স্রোত চ'লছে ; চাষারা ঘুনি দো-  
হাড়ি পেতে রেখেছে, তাতে মেলাই মাছ খিল্ খিল্  
ক'চ্ছে ; মাঠে কেউ কোথাও নেই, দেখে টোঁড়ার  
নোলা স্ক স্ক ক'র্তে লাগলো ; অঘ্নি রথে থেকে  
জলে ঝাঁপ দিয়ে এক ডুবে দোরাড়ির মধ্যে গে সঁ-  
খুলো । আঃ ! এক ঠাই মেলা মাছ, টোঁড়া গলায়  
ভোজন ক'রে আহারের ভারে আর ন'ডুতে পারে না !

লাউডুগী । পাল্লোই বা আর বেরোয় কেমন ক'রে ?  
দোহাড়িতে ঢোকা যায়, বেরোবার তো যো নেই !

বোড়া । তাই টোঁড়া বেকতে না পেরে ভা'বতে  
ভা'বতে ঘুমিয়ে পড়েছে, এমন সময় চাষারা এসে  
দোরাড়ি তুলে ডেওয় নে গে দেখে এক বিপরীত

সাপ! বাপ্প্রে ব'লে ফেলে দিলে, দোয়াড়ি উন্টে পড়লো, তার উপরের ছোট দোরটা নীচের দিগে গেলো; টোঁড়া পথ পেয়ে বেকলো; কিন্তু যেমন বেরিয়েছে, অস্বি এক লাটি! সেই লাটি খেয়েও প্রাণের ভয়ে জলে প'ড়ে ডুবে ডুবে পালিয়ে গে কোনোমতে রথে উঠে মা মনসার কাছে ফিরে গেল ।

স্বর্ণগোধানী । চাঁদসদাগরের বাড়ী গেল না কেন ?

বোড়া । মাজা ভেঙে গেছে, যাবে কি ? কাজেই কৌণ্ডাতে২ কৌখাতে২ সিঁড়িয়া গিরিতে ফিরে গেল । মা মনসা রাগে গর গর হয়ে তক্ষণি তার বিব কেড়ে নিলেন ; সেই অবধি টোঁড়াসাপের বিষ নেই !

স্বর্ণগোধানী । ওঃ ! তাই লোকে বলে “ বিব হারিয়ে টোঁড়া ? ”

বোড়া । (টোঁড়ার প্রতি) ভ্রাতঃ! তুমিও তো এযুগের টোঁড়া বট; স্মৃতরাং বিব কেড়ে নেওয়া অশাস্ত্র হয়নি !

টোঁড়া । কৈ আমি তো সে যুগের টোঁড়ার মত কোনো অপরাধ করিনি—অপরাধের মধ্যে সততা আর তাঁদের মুখের কথায় বিশ্বাস ক'রে এসেছি বটে—আমি যদি উকীলের বাড়ী পাকা রকম লেখা পড়া ক'রে কাজ ক'র্ত্তেম, তবে আর আ'জ্জ্ আমাকে এমন ক'রে বিব হারিয়ে টোঁড়া হতে হতো না ।

বোড়া । ভায়া হে ! স্ত্রীচরিত্র, দেবচরিত্র আর রাজচরিত্র, এবুঝে উঠা বড় শক্ত কথা !

টোড়ানী । তবু কারণ কি আন্দাজ হয় ? মহারাজ খামকা আমাদের এমন সর্বনাশ যে ক'ল্লেন, এর কারণ অবিশ্যি আপনি কিছু বুঝতে পারেন !

বোড়া । অনুমান যে না হয়, এমন নয় ; বখন এ যুগের চাঁদসদাগরকে চিনি, তখন একটা—

সকলে । কে ? কে ? এ যুগের চাঁদ সদাগর কে ?

বোড়া । একালের চাঁদ সদাগর “পেট্রিয়ট” ! এই চাঁদসদাগর লারেন্সরূপী হরকে বিলক্ষণ ভক্তি করে, কিন্তু তাঁর “শাসন শক্তি” নামী নন্দিনী মনসা দেবীকে কোনোমতেই পূজা ক'র্ত্তে চায় না—সে তো স্পষ্টই ব'লে থাকে “বিকপাক্ষ লারেন্স ঠাকুর আমাকে খুব স্নেহ দয়া করেন, আমিও তাঁর প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধাবান আছি ; কিন্তু তা ব'লে “শাসনশক্তি” নামী তাঁর এক-চ'কো নন্দিনীকে আমি কদাচ প্রতিষ্ঠা-পুষ্পে অর্চনা ক'র্কোনা ! ” এখন বুঝে দেখ, আমাদের বাসুকি মহারাজ তো সেই “শাসন-শক্তি” দেবীর প্রসাদেই এত বড় বা'ড় বৃদ্ধি খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করেছেন। সুতরাং যাতে চাঁদসদাগর সেই দেবীর পূজা করে, সে পক্ষে তাঁর বিশেষ যত্ন হওয়াই স্বাভাবিক ।



বিশেষতঃ পেট্রিট রূপী চাঁদসদাগর পূজা না ক'লে  
 লারেন্স ঠাকুরের শাসন-শক্তি দেবীর পূজার প্রচার  
 হয় না । আরো বিশেষ, সেই পেট্রিট নাগ-বংশের  
 মহা শত্রু । কাজেই তারে জব্দ করা মহারাজের  
 উদ্দেশ্য হতে পারে । হয় তো আমাদের টোড়া  
 ভাষাকে তার কোনোরূপ ভাব দিয়ে থা'কবেন ;  
 ভাষা হয় তো কোনো উপরোধ অনুরোধরূপ মাছের  
 লোভে প'ড়ে তাতে অবহেলা করেছেন, কি প্রভুর  
 ইচ্ছিত বুদ্ধি উঠতে পারেন নি—

বোড়ানী । ( করতালির সহিত ) ঠিক ! ঠিক !  
 ঠিক ! ওই কারণই হবে !—আর্য্যপুত্র না জানেন, এমন  
 কথাই দেখতে পাইনে !—উঃ ! কি বুদ্ধি !—

[ কালা'জ্জ্বালার দ্রুত প্রবেশ ]

কাল । ওহে ভাই সব একবার শীত্র এস—

বোড়ানী । ( উচ্চৈঃস্বরে ) আমরাও কি যাব ?

—ভাল জ্বালা কালার সঙ্গে টেঁচিয়ে প্রাণ যার—

কাল । না, না,—স্ত্রীলোকেরা এখানে থাকুন—

বোড়া । ( উচ্চৈঃস্বরে ) বলি, কি হয়েছে ?

কাল । ব'ল্বো অকন—এখানে না, শীত্র আসুন !

[ পুং নাগগণের প্রস্থান ।

টোড়ানী । এই তো ভগ্নিগণ ! আমাদের দশা যা  
 ছ'লো শুন্দে । ভাই, বিদায় দেও, দোষ অপরাধ নিও  
 না ; দুর্ভাগা অধম ভগ্নী ব'লে এক একবার মনেক'রো !  
 আমরা তো ভা'সতে ২ চ'ল্লেম—কোন্ কুলে গে যে  
 ঠেকবো, তা ঈশ্বরই জানেন ! পিতৃকুল, স্বশুরকুল,  
 মাতুলকুলকে তো বড় সম্বোধেই রেখেছি—এক নাগ-  
 কুল নিয়েই ছিলেম—নাগকুলই বল বুদ্ধি ভরসা সব  
 —সে নাগকুল যখন প্রতিকূল হলেন, তখন সেই হিন্দু-  
 কুল বই আর গতি কি ? গার রক্তের জোরে তখন  
 আমরা এতটা বুঝতে পারিনি—সিলেটের কমলা লেবু  
 লোনা খাজরিতে এসে কেবল গোঁড়া লেবুই হয়ে  
 পড়িছি !—আ'জ্জ সব কুরিয়ে এলো—যাদের ঘৃণা ক'রে  
 ছুড়েফেলে এসেছি, আবার কোন্ মুখে যে তাদের দোরে  
 গে দাঁড়াব, তাই ভেবেই আমার গা কাঁপছে ! কিন্তু  
 তা বিনেই বা আর উপায় কি ?

বোড়ানী । ছি ভগ্নি, অমন নিরাশার কথা কেন  
 কও ? দয়াময়কে ডাক, তিনি কখনই সে নরকে  
 তোমাদের আর পাঠাবেন না ! কা'ল সকলে মিলে  
 মহারাজাকে ব'লে ক'রে সব মিটিয়ে দেওয়া যাবে ।

স্বর্ণ গোধানী । আমি তাঁর যে মহত্ত্ব দেখেছি—  
 যে মধুর উপদেশ শুনিছি, তাতে তিনি যে বিনা অপ-

রাধে কারোকে দণ্ড দেবেন, কি অবিচারে কারো সর্বস্ব  
ধন কেড়ে নেবেন, এতো আমার বিশ্বাস হয় না—  
অবিশ্যি কোনো বিশেষ কারণ থাকবে !

ঢেঁড়ানী । বিশেষ কারণ এই পোড়াকপালীর  
মাথা ! ভাল, নাগফুলে তো বাস কর্কে—তোমার  
পতিও তো ফুল নামে একটা বিবের ভাণ্ডার সঙ্গে  
ক'রে এনেছেন ; ভাল ! বেঁচে থাকি তো আবার  
তোমার সঙ্গে দেখা হবে ! এখন যেমন ব'লুছো বিশ্বাস  
হয় না, তখন এ মুখেই হয় তো এর চেয়েও বড় রক-  
মের বিশ্বাসের কথা শুন্তে পাব !

[ ঢেঁড়ার প্রবেশ ]

ষোড়ানী । আতঃ ঢেঁড়া ! কাণ্ড খানা কি ?

ঢেঁড়া । তা আর আপনাদের শুনে কাজ নাই !  
আমিও সেখানে অধিকক্ষণ থা'ন্তে ইচ্ছে ক'ল্লেম না—  
আমার এখন ওসব ভাল লাগেনা—

স্বর্ণগোধানী । আপনি এলেন, তাঁরা এলেন না ?

ঢেঁড়া । না, তাঁরা ব'লে দিলেন, তাঁরা তাঁদের  
গর্তেই যাবেন, এখানে আর আ'সবেন না—

স্বর্ণগোধানী । তবে আমিও যাই—

ঢেঁড়া । আপনারা দয়াক'রে এলেন, তা আমার অ-  
দৃষ্ট মন্দ, আপনাদের নিয়ে একটু আমোদ আক্লাদও

ক'র্তে পেলেন না—কেবল আমার আপন দুঃখের ভর-  
জেই সবাইকে ভালালেন ।—এখনও এই গর্তটীকে  
আমার ব'লে ব'লছি, ভগ্নিগণ! কা'ল্, সকালে আর  
তা ব'লতে পারেনা—ব'লতেও চাইনে—কেননা এই  
রসাতল রাজ্যে আর এক তিলও খাকা উচিত নয়—  
কা'ল্ প্রত্যুবেই যাত্রা করো—আপনারা এঅভাগা  
অভাগিনীকে খেয় ভুলবেন না । ( লাউডুগীর প্রতি )  
ভগ্নি লাউডুগি! আপনাকে একটি সুসংবাদ দিই—  
এত দুঃখের মধ্যেও যে সেই সুসংবাদটী প্রথমে আমি  
আপনাকে শুনুতে পা'ল্লেন, এও পরম ভাগ্য !

সকলে । কি সুসংবাদ ?

টোড়া । প্রিয় ভগ্নী লাউডুগী আর লাউডুগী নন  
—আ'জু থেকে খ'রে মোখুরো হ'লেন ! আর ও'র  
হবু পতি “ দাঁড়াশ ” নামে সম্ভ্রান্ত হয়ে উঠেছেন !

সকলে । বড় আহ্লাদ ! বড় আহ্লাদ !

বোড়ানী । ( সহাস্যে টোড়ানীর প্রতি ) কিন্তু ভগ্নি!  
তোমার ইটা সুসংবাদ নয়—শুনিছি, মোখুরো নাগিনী  
সুধু দাঁড়াশকে নিয়েই সম্ভ্রান্ত থাকেন না, টোড়াকেও  
নাকি কখনো কখনো প্রতিজ্ঞে বরণ করেন !

টোড়ানী । আর ভগ্নি, আগে এ পরিহাসে আ-  
মোদ ক'র্তে পার্ভেন—এখন আমার শিরে সংক্রান্তি !

স্বর্ণ গোধানী । কিন্তু এ পবিত্র আশ্রমে একরূপ পরিহাসও ভাল না—আ'জ্ এই বিবরে বেড়াতে এসে যে সব কথা কর্ণে না শোনবার, তাও শুন্তে হ'লো !

টোড়ানী । কি এমন অপবিত্র কথা শুন্লে ?

স্বর্ণ গোধানী । রাগ ক'রোনা—একেতো ঐরূপ পরিহাস হ'চ্ছে ; তাও যা হ'ক্ ; কিন্তু আমাদের অনাথবন্ধু, আঁধারের মণি, দরাময় মহাপ্রভুর চরিত্রে যে রকম কলঙ্ক রটানো হ'চ্ছে, তা কি আপনাদের উচিত ? আমরা ঠিক জানি, যদি পূর্বের সূর্য্য পশ্চিমে উঠে, আগুণ যদি শীতল হয়, বরফ যদি দপ্ দপ্ ক'রেও জ্বলে, তবু তাঁ হ'তে অন্যায় বা পক্ষপাত হবার নয় ! আপনাদের আ'জ্ দুঃখ হয়েছে, তাই বা মুখে আ'স'ছে তাই ব'লছেন, কিন্তু তা ব'লে আম-  
দের তা কান পেতে কি শোনা উচিত ? অতএব দয়া ক'রে বিদায় দিন, আর আমি এখানে থাকতে চাইনে—আর আমি মহাগুরু নিন্দে শুনে ম'জুতে চাইনে !

[ প্রস্থান ।

বোড়ানী । ঝাঁড়া, আমরাও যাই—

[ বোড়ানী ও লাউডুগীর প্রস্থান ।

টোড়ানী । দেখেছ একবার ক'কে যাওয়া—

টোঁড়া । বড় বয়েই গেল ! ঐ সব মুখে চুণ কালী পড়ে কিনা, তাও দেখা যাবে—

টোঁড়ানী । ঐ গোঁড়ানী ছুঁ ডিকে আমি তা আগেই ব'লে দিইছি—হায় ! আমরাও এককালে অম্মি গোঁড়া গোঁড়ানী ছিলাম !

টোঁড়া । প্রিয়ে ! তুমি প্রস্তুত হও—আর এখানে না—কা'ল্ সকালেই এই ভয়ানক ষোগিনী চক্রে ছেড়ে পালাতে হবে । এখানে দেখছি, কতক কপট ধূর্ত, কতক অসার নির্বোধ—এখানে থা'ক্লে মান যাবে—মানতো গেছেই, শেষে মা'র খাওয়া বাকী, তাও হবে—ধর্ম্যপ্রবৃত্তিও দূষিত হবে—লজ্জা শরম ভদ্রতা তো অর্ধেক গেছে, যা বাকী আছে, তাও থা'ক্বে না—এখন নীচের বারিকে যে কাণ্ড দেখে এলেম, তা আর কি ব'লবো—এই দেখ, আমার বুকে হাত দে দেখ !

টোঁড়ানী । ( পতির বুকে হাত দিয়া ) ইস্ ! তা ইতো, একি ? বুক যে তোল্ পাড় ক'চ্ছে ! কেন, কি হয়েছে বল দেখি শুন ! আমার কাছে ব'ল্ তে দোষ কি ?

টোঁড়া । আর কি হবে—মেটেগিড়্গিড়ির গর্ভে বেতআছড়া প্রবেশ করেছিল—

টোঁড়ানী । বল কি ? তার পর ?

টোঁড়া । তার পর আর ছাই ভস্ম ব'ল্ বো কি ?

আমরা যেই দেখা দিলেম, অগ্নি ভণ্ড ছোঁড়া আমাদের মুখপানে ক্যাল্ ক্যাল্ ক'রে চেয়ে ব'লে কি—“তাই তো ক্রাদার, আমি কেন এখানে ?” ছোঁড়া এই কয়টি কথা এগ্নি ভাব ভঙ্গীতে ব'লে, যেন সে কিছুই জানেনা—সে যেন তার নিজের গর্তে ঘুমিয়ে ছিল, আর ভূতে যেন তারে কোলে ক'রে মেটেগিড়্ গিড়ির গর্তে এনে রেখে গেছে ! হাসিও পায়, কান্নাও আসে—দুঃখের সময় একটা কথা মনে প'ড়লো, না ব'লেও থা'ন্তে পারিনে ।

টোড়ানী । কপালে যা আছে তাই হবে, মিছে ভেবে চিন্তে শরীর নষ্ট ক'রো কেন ? কি ব'ল্ছিলে স্বচ্ছন্দে আমোদ ক'রে বল ?

টোড়ী । অনেক দিন হলো, আমার মামাদেৱ কানাচে এক বেটা চোর ঢুব্ ঢাব্ ক'রে কাঁঠাল পাড়-ছিল; টের পেয়ে গাছ ঘেরাও ক'রে বেটাকে ধ'রে মশাল এনে দেখা গেল, চেনা লোক—পাড়ার তুফুনে গোয়াল। সকলে মার্তে যায়; তুফুনে হাত ঘোড় ক'রে ব'লে “মশাইরে মারেন কেন ? আমি রা'ত্ কাণা মানুষ, পথ দেখতে না পেয়ে গাছে উঠে প'ড়েছি ! ” সকলে ব'ল্লেন “ডাল, পথ ভুলে যেন গাছেই উঠ'লি, কাঁঠাল পা'ড়'লি কেন ?” তুফুনে ব'লে “আজ্ঞে, এটাই আমার চুক হয়েছে ! একে রা'ত্ কাণা, তায় বয়েস

হয়ে আ'স্ছে, এমন ভুল চুক কি হয় না মশাই ?

এই কপট বেত-আছড়া ছোঁড়ার কাণ্ডও তাই !!

টোঁড়ানী । ছি, ছি, আর এখানে এক তিলও  
থাকা নয়—প্রভাতে যেন কারো মুখ না দেখতে হয় !

টোঁড়া । তবে দ্বার দাও !

পটক্ষেপণ ।

দ্বিতীয় গর্তীক ।

( নাগাশ্রম—পশ্চাতের উদ্যান )

[ বোড়ানী, স্বর্ণগোধানী এবং খ'য়ে গোখরো (অর্থাৎ  
পূর্ব্বকার লাউডুগী ) উপস্থিত ]

খ'গো । আ'জ্ পুরষেরা সব কোথায় ?

বোড়ানী । ঐ যে ময়াল দাদা ব'লে গেলেন শুন্লে  
না, আ'জ্ নিকেতনে দয়াল প্রভুর ময়াল হ'চ্ছে—

খ'গো । তা আমরা কেন গেলেম না ?

বোড়ানী । আ'জ্ নাকি কারকারবার বখরাবখরির  
ময়াল, তাই কেবল পুরষেরাই গেছেন—

স্বর্ণ গোধানী । বুঝি সব ফিরে এসেছেন—ঐ যে  
পুকুর ধারে গোল শুন্ছি—



খ'গো। সয়াল কি গা ?

[ নকুলের প্রবেশ ]

নকু। সয়াল কি জাম না ?—ইনিম্পিরেসন !

খ'গো। ওকি ? “ইনি-ছি-কিরে-শোন” কি ?

বোড়ানী। আ মুখে আগুণ ! পাড়ার গায় থাকো, মনসার কি বাবাঠাকুরের সয়ালও কি শোনো নি ?

খ'গো। ও মা ! সেই সয়াল ? সে যে হাড়ী বাগদী ছলে মাগীদের হয়—তাতে মুখ দে যে গাঁজলা ওটে ; রক্তও ছোটে ; চ'ক্ ঠিক জবাফুল হয় ; এলো চুলে মাথা ঘুরোর ; হাত পা আছড়ার ; বিকটাকার ; এলো-মেলো ভূত ভবিষ্যৎ বকে—তারে বলে “বক্তার” !

নকু। আপনাদের মহাপ্রভুর তত দূর হয় না, কিন্তু তার কাছাকাছি বটে—

খ'গো। এঁর কি রকম হয় ?

নকু। ইনিও বক্তার হন, কেবল র্যাজ্জলা লোকদের মতন মুখে তত গাঁজলা ওটেনা ; আর তাদের মতন কাঁকুনি, কাঁপুনি, ঘুঝুনি, আছড়ানি হয় না বটে, কিন্তু আশপাশে মাথা চালেন ; ঘন ঘন দোল খান ; বুকের বদলে টেবিল চাপড়ান ; মুখে আগুণ ওটে আর বক্তৃতা হলাহল অনর্গল ছোটে ! নাকে যে একখানি কলি-কবজ তক্ তক্ করে, কেবল তারির গুণেই

ঝাঁকুনির ভাব অনেক দমনে থাকে, কেন না চক্ষু লজ্জা-  
কে সে একবারে বেরিয়ে যেতে দেয় না !

খ'গো । সন্মালে হয় কি ?

নকু । বিশেষ আদেশ আর বিশেষ বিধান !

খ'গো । সে কি ?

নকু । পৃথিবীতে পাপ তাপের বড় চাপ হলে  
পরমেশ্বর নাকি অবতার হন ; কিম্বা নিজের বড় ব্যস্ত  
খাঁকুলে নায়েবও নাকি পাঠান—তঁার নাম মহা-  
পুরুষ ! তঁার বুকের ভেতর ঈশ্বর এসে যা ব'লে  
দে যান তাই বিশেষ আদেশ , আর সেই আদেশ  
মত কাজ করাই বিশেষ বিধান ।

খ'গো । মহারাজ কি অবতার না মহাপুরুষ ?

নকু । আসল গাছপাকা ভক্তেরা অবতার ব'লেই  
চিনেছে ; জাগা'নে ভক্তেরা মহাপুরুষ বলে ; কিন্তু  
দেশের আর সকলে মায়ী-পুরুষ ব'লেই জেনেছে !

স্বর্ণ গোধানী । সে কেবল পাপিষ্ঠি হিঁদ্র',  
আর দুটু খগেন্দ্রের দল, আর জন কত নচ্ছার  
নাস্তিক !

খ'গো । সে যা হ'ক মহাপ্রভু ছাড়া আর কারো  
কি সন্মাল হয়না ?

বোড়ানী । ঠিক সন্মাল যা, তা মহারাজারই হয় ;

কিন্তু বিশেষ আদেশের অংশে তাঁর প্রধান ভক্তেরাও বঞ্চিত নন !—ইটী ভাই, আমি স্বচক্ষে দেখেছি—

খ'গো । কি দেখেছ দিদি ?

বোড়ানী । সে দিন আমি তোলাপাড়াক'চ্ছিলেম, আ'জ্ মুগের ডাল্ কি অড়র ডা'ল রাঁধি ? প্রাণকান্ত বোড়া তা শুন্তে পেয়ে খপ'ক'রে ধ্যানে ব'সে গেলেন ; খানিক পরেই লাফিয়ে উঠে ব'ল্লেন “পেয়েছি, পেয়েছি, সন্দেহ পোড়াবার আশুণ পেয়েছি—প্রিয়ে ! বিশেষ আদেশ হলো, আ'জ্ তুমি মুসুর ডা'ল্ আর পুঁই চিংড়ি রাঁধো !” ওরে ভাই ব'ল্লে না প্রত্যয় যাবে, সে দিন যদি মুগ কি অড়র ডা'ল্ আগে ভাগে আনাতেম, তবে বড় দুর্দশাই হতো—

খ'গো । কিসে ?

বোড়ানী । ঘরে যা পয়সা ছিল, তাতে মুগ কি অড়র আনাতে শেষে মাছ তরকারি পান টানের পয়সা হতো না ; কিন্তু সে পয়সায় মুসুর আর পুঁই চিংড়ি অনাসে হয় ! তবেই হলো, ঐ বিশেষ আদেশ না পোলে বাক্সর তলা অত উটুকে না দেখে আগেই হয় তো মুগ কি অড়র আনাতেম, শেষে কাঁচকলা ভাজা বৈ আর কিছুই টাকনা যুটতো না ! অতএব ভাই, ঐ বিশেষ আদেশটি এঁদের জাগ্রত !

নকু । সুধু তাই ? সে দিন পুঁয়ে বোড়া ময়াল  
মশা'র কাছে গে ব'ল ছিল “মশাই, দয়া ক'রে এক-  
বার ময়াল ক'রে দেখুন দেখি, আমি কাটের কারবার  
করি, কি মুদীর দোকান খুলি ? ”

খ'গো । তিনি কি জবাব দিলেন ?

নকু । তিনি খানিক ধ্যানে ব'সে অগ্নি ক'রে লা-  
ফিয়ে উঠে ব'লেন “তুমি হ্যাও ক'রোনা, হোও ক'-  
রোনা, তোমার পুঁজির টাকাগুলি এনে আশ্রমের  
তবিলে জমা দেও ; তার পর আবার বিশেষ আদেশ  
হলে বা হয় ক'রো ! ” কলে ঐ বিশেষ আদেশটা না  
হ'লে সে দিন আশ্রমে হাঁড়ি চ'ড়্তো না—তবিলে  
গো-হাড় ব'লে একটাও পয়সা ছিল না ।

স্বর্ণগোধানী । উঃ ! কি আশ্চর্য্য ! পরমেশ্বর এই  
সব আশ্চর্য্য বিশেষ বিধানে তাঁর বিশেষ ভক্তগণকে  
রক্ষা ক'চ্ছেন, তবু দেশের অন্ধ লোক দেখেও দেখে না  
—তবু সকলে এসে মহাপ্রভুর শরণাগত হয় না !

নকু । তা বৈ কি, এই বিশেষ বিধান কি সামান্য  
কাণ্ড ? এতে যদিও ব্যক্তি বিশেষের সর্বনাশ হয়,  
কিন্তু একের ধ্বংসে অনেকের অনেক উপকার ঘটে !  
—এই দেখুন, টোড়ার মর্য্যাস্তিক হানি হ'লেও ছাপা-  
খানাটা আশ্রমের নিজস্ব বস্তু হওয়াতে নাগলোকের

কত লাভ, কত সুবিধে হ'য়েছে ! তেমনি আবার আ'-জ্জের সময়ে স্বর্ণগোধা ভায়ার স্কুল সম্বন্ধে যে বিশেষ বিধানটী হ'য়েছে, তাতে তাঁর আর আপনার ভাগে যা হ'ক, কিন্তু নাগবর্ণের উপকার বিস্তর !

স্বর্ণগোধানী । ও কি কথা নকুল বাবু ? শুনে যে বুক কাঁপে—স্কুল তো অনেক দিন আশ্রমের অধীন হয়েছে ; আশ্রমের অভ্যন্তর জ্ঞানী অধ্যক্ষেরা অবৈতনিক তত্ত্বাবধান ক'চ্ছেন, আর যুবরাজ অনন্তদেব অর্দ্ধেক বখরায় পড়াচ্ছেন, তাতে ভাল বৈ মন্দ কি ? তাতে আমার স্বামীর স্বত্ব যাবে কেন ?

নকু । সে তো আগেকার বিশেষ বিধান ছিল ; চিরকালই কি তাই থা'কবে ? কার সাধ্য দেবচরিত্র বুঝে ? হয় তো কোনো গুঢ় অভিপ্রায়ে আ'জ্জ আবার বিশেষ বিধান হলো, যে, স্কুলের সঙ্গে তোমার পতির নাম গন্ধ কোনো সম্বন্ধ আর থা'কবে না—

স্বর্ণগোধানী । বল কি ? যার স্কুল, তার নাম গন্ধ সম্বন্ধ তার থা'কবে না—সে কেউ নয়—এও কি কেউ কখনো শুনেছে ? নকুল বাবু ! আমার মাথা খাও, সত্য বল, সত্যই কি এ বিধান হয়েছে ?

নকু । আমি কি আপনাকে মিথ্যা বলতে পারি ? আপনি এখনি তো শুন্তে পাবেন ! কিন্তু সাধারণের

যক্ষ্মের জন্য এরূপ বিশেষ বিধান হ'লে আপনার  
কি অসম্মুখ হওয়া উচিত ? আপনি পরম ভক্ত—

স্বর্ণগোধানী। নকুল বাবু ! আমাদের যদি খাওয়া  
পরার যাত্রা ধা'ক্তো, তবে ককণো এত অসম্মুখ  
হ'তেন না ! তোমরা কোন্ না জান, এত ক'রে মুখ দে  
রক্ত উঠে স্কুল বনিয়ে, ছেলে যুটিয়ে, প্রায় পাঁচ শ  
টাকা আর দাঁড় করিয়ে আমার স্বামী কেবল ৩০। ৩৫  
টাকা টৈ পাচ্ছেন না ; তবু আমি তাঁকে অসম্মুখ হতে  
দিইনি—তিনিও তেমন নন—যে সব সয়েছেন, অন্য  
তা পারে না ! তিনি আপনার শীকারের বেশীর  
ভাগ সিংহকে দিয়েও তৃপ্তি-সুখে ছিলেন—তিনি একটা  
বাংলা বিভাগ বাড়িয়ে আর ২০। ২৫ টাকা বা'ড়তি  
রোজগার ক'ছে, তবু আগেকার বিশেষ বিধানকে  
অমান্য করেন নি—ব'ল'তেন, কোনো রকমে ছেলে  
পুলের লালন পালন আর কায়ক্ৰেশে সংসার চালা-  
তে পাঞ্জাই হলো ; সুতরাং আমরা ঐ ৫০। ৬০ টাকা-  
তেই সন্তুষ্ট ছিলাম !

নকু। তাও তো গেল—

স্বর্ণগোধানী। তা গেলে চ'ল'বে কেন ? সব  
সয়েছি, এ সবেনা ; আর যা হ'ক'পেট বুঝবে কেন ?

নকু। তবে টোড়ার অন্নচিন্তা শুনে আপনি এত

চ'টে গিছলেন কেন ? তাঁদেরও কি পেট ছিল না ? —  
 আপনার বেলা আঁটি সাঁটি পরের বেলা দাঁতকণাটি !  
 আপনার বেলা যেমিটী, পরের বেলা তেমিটী ভাবা কি  
 আপনাদের মতন সমাজ-সংস্কারকদের উচিত নয় ?

স্বর্ণগোধানী । নকুল বাবু ! তুমি যা ব'লছেন যদি  
 সত্য হয়, তবে এখন বুঝ্লেম গোঁড়ামীর কুহকে আমি  
 তখন আচ্ছন্ন ছিলাম—আ'জ্ জা'নলেম টোঁড়া মশাই  
 যথার্থ কথাই সব ব'লেছিলেন—আমি, তাঁদের সঙ্গে  
 যে ব্যাভার করেছিলাম, তা আমার খুব অন্যায় হয়ে-  
 ছিল—আমি তাঁদের সঙ্গে দেখা ক'রে এর জন্যে পার  
 ধ'রে মাপ চাব !

খ'গো । ও কি ? ওদিগে টেঁচাটেঁচি কি ?

নকুল । এই কাণ্ড, আর কি ? ঐ বিশেষ বিধানে  
 স্বর্ণগোধা ভায়া বেক্রপ বিশেষ আপ্যায়িত হয়েছেন,  
 তা তো বুঝ্তেই পাচ্ছেন ! তিনি স্ত্রী পুত্র নিয়ে এখনি  
 পবিত্র আশ্রম থেকে বেরিয়ে যেতে চাচ্ছেন, আশ্রমা-  
 ধ্যক্ষ মশাই ব'লছেন, আমার পাওনা দিয়ে যাও—

স্বর্ণগোধানী । ( উঠিয়া ) পাওনা ! এই সৰ্কনাশ  
 ক'ল্লে—আবার পাওনা ! স্কুল তো নয়, তালুক—তা  
 কেড়ে নিলে, আবার পাওনা—“যার ধন তার ধন  
 নয়, নেতো খায় দই”—এই কি ধর্ম ?

[ বেগে স্বর্ণগোধার প্রবেশ ]

স্বর্ণগোধা । পাজি—নচ্ছার—এতবড় স্পর্ধা !

সকলে । কি ? কি ? হয়েছে কি ?

স্বর্ণগোধা । নচ্ছার বেটা আবার মা'র্ত্তে আসে—  
এরা আবার দেশ-সংস্কারক !—যত বাপে-খেদা'নে  
মায়-তাড়া'নে কর্পট ভণ্ড নষ্টলোকের কুহকে প'ড়ে আ-  
মরা জন কত বোকা গোঁড়া ছোঁড়া কেবল ধনে মানে  
কুলে শীলে ম'জে গেলেম—মা'র্ত্তে আসে—ওরা না  
ধ'ল্লৈ মজাটা দেখিয়ে দিতেম !—চল, প্রিয়ে, আর না—  
এত অপমান আর নয় না—আর এখানে এক তিলও  
রব না—

(নেপথ্যে—তবে তো বয়েই গেল ! যাবি, যা না—  
পাওনা দিরে চ'লে যা না, তার আর জারি কি ?—  
পাপ বেকলেই তো বাঁচি ! )

স্বর্ণগোধানী । (সরোদনে) হায় ! শেষ কি কপালে  
এই ছিল ? (উদ্ধ্বিগ্নে করযোড়ে) হা ঈশ্বর ! কেবল তোমার  
পবিত্র প্রেমের ভিখারিণী হয়েই আমি পুত্র নিয়ে  
স্বর্গ থেকে বেরিয়ে এসেছিলাম—ভাবতেম, হিন্দুর সমাজে  
অজ্ঞানতা আঁধারের মধ্যে থাকলে তোমার সাক্ষাৎ  
পার্বনা, বাম্বুকি মহারাজার মহা আশ্রমে জ্ঞানের মণি



আর তোমার পবিত্র প্রেমের গ্যাস রা'ত দিন সমান জ্বলে, তাতে তোমার মঙ্গলময় রূপ দেখে এই শরীরেই স্বর্গে যাব ! কিন্তু নাথ ! তার বিপরীত হলো—হাঁহুর আলো-আঁধারে ঘর বরং লক্ষ গুণে ভাল—এ আলো-রার আলো যে এককালে কুপাথে নিয়ে গে ঘাড় মুচড়ে দেয় !—হায় ! হায় ! শেষ কি দশাই হলো !—কি ব'লেই বা আবার ঘরে গে মুখ দেখাবো ? (স্বামীর প্রতি) যা থাকে কপালে তাই হবে, তোমার এ অপমান আর চক্ষে দেখতে পারি নে—এই ন্যাও, (কণ্ঠ হইতে পাঁচ-নরী মোচন ) এই খান ফেলে দে চল আমরা যাই !

[ সকলের প্রস্থান ।

( ২ টক্ষেপণ )

সমাপ্ত ।



# Opinion of the Press

ON

SEVERAL WORKS OF

BABU MANOMOHANA BASU.

---

*The Hindoo Patriot, July 8th, 1867.*

“ \* \* \* Nevertheless Baboo Monmohun Bose has worked out his materials with no mean skill. \* \* The author is a practised Bengalee writer of some reputation, but the present is, we believe, his first appearance as a dramatist. Considering the difficulty of dramatic success, the most difficult indeed in literature, he needs not regret his venture, nor those friends of whom he speaks in his preface, as having thrust the task of writing the book upon him, their choice of an author.”

*The National Paper, July 17th, 1867.*

“ Amidst the rubbish of Bengalee dramas that the native press is daily issuing forth, this play holds a high place in our judgment. It penetrates into our hearts, giving rise to many noble feelings and sentiments, and its tragic conclusion is extremely pathetic. The subject, treated of, is of great antiquity and is valued with a peculiar religious veneration by the Hindoo community, and although not yet dramatised, it has been successfully pursued by many writers of uncommon ability both in poetry and prose. These circumstances speak to the advantage and disadvantage of the writer, who, nevertheless has drawn out the play with success and refined taste. The language is easy, elegant and flowing, and the poetical pieces are the best productions of the author. \* \* We have, therefore, no hesitation in pronouncing the Natuck to be one of the few that deserves our perusal and encouragement, and in demanding from the public a due regard to its merit.”

*Friday Review, July 19th, 1867.*

“ This is a drama of considerable merit. It recites the tale of the Royal unction of Ramu, son of King Dasaratha of Oude; of the intrigues of his step-mother Keka; and of his subsequent banishment. The narrative is spirited, and the characters well-sustained.”

*The Bengalee, July 20th, 1867.*

" \* \* \* The style of the present work is easy and graceful, and idiomatic where necessary ; what strikes us most, is the author's strong contempt of all obscurity of thought and language, and hence we venture to say, that if in future, he employs his powers on subjects, capable of receiving the impressions of an inventive genius, he will secure the admiration of the public as a useful and captivating writer. We cannot take leave of our author without introducing and specially recommending him to our female readers"

---

*The Hindoo Patriot, December 12th, 1870.*

" RAMAVISHAKA NATAKA, PRANAYA PORIKHA NATAKA, AND  
PADDIAMALA.

WHEN a work runs a second edition, it is a fair test of an author's success, and Babu Manomohana Basu, who is the author of the three poems, which head this notice, has achieved that success. The first on the list has reached the second edition, and the other two have been recently published. These works fairly attest the literary power of their author. He does not seem to be at all ambitious and hence there is not a trace of pedantry or false learning in all that he has written. It is becoming a rather besetting sin of the Bengalee authors of the day to show off their learning, either English or Sanskrit, as the case may be, and the result unfortunately is either Sanscritized or Anglicised Bengali. Our author has observed a golden mean. The choice of his subject is also very interesting. They have a peculiar attraction for female readers, and we are told that there is scarcely a respectable Native house, the domestic library of which is not adorned by *Ramavishaka Nataka*. *Pranaya Parikha*, as a work of art, is superior to the first, and the story is as interesting and affecting as some of the scenes of the drama. It is too long a play for the stage, and if a corps of amateurs should wish to perform it, they must considerably abridge it. The last *Padiamala* is intended as a school-book, and well-adapted to the purpose. Babu Manomohana Basu has a happy knack of describing in familiar language, but in rich vividness, the common objects around us and the common things of life, and the little pieces contained in the last-mentioned work give ample evidence of it."

---

*Bengal Christian Herald, June 20th, 1873.*

"A speech in the Bengalee language, worthy of the name, had, till lately, been a thing unknown. No wonder therefore, that public

opinion had prejudicated the matter so far as to laugh to scorn any proposal made in its favor. To Babu Manomohan Basu, our excellent editor of the *Madhyastha*, belongs the credit of rescuing Bengalee speeches from the contempt in which they were held of our educated countrymen. We take leave now to congratulate him on his success in recommending, by the force of his own example, the cultivation of Bengalee eloquence. We have had for some days lying before us a volume of selections from his speeches, issued from the *Madhyastha* Press, price ten annas. The volume contains five of his speeches, three of which were delivered at the Hindu Mela, one at the Baraipur Mela and one at the *Chhat Jagulsi Hitaishi Sabha*. We have carefully gone over the 111 pages covered by these speeches, and we have been struck with the purity and chasteness of the style; the evolution of the latent elasticity of our language, in the expression of ideas foreign and intractable; the flights of eloquence, fiery and of the heart; the warmth of feeling, the earnestness of purpose, the zeal of patriotism, and the vein of honesty;—which mark Babu Manomohan's speeches. The last speech, in which the duties of Teachers and of Scholars are enforced, is particularly instructive."

*The Bengalee January 14th, 1871.*

"\*\*\* Finding the very small number of Poetical works fit for the study of boys attending the Bengalee *Patshalas*, the author wrote the pieces ( *Padyamala* ) now before us. Bearing in mind this object, we venture to say that the Baboo has succeeded remarkably well. We recommend the book to the heads of our *Patshalas*.

*The Same, 27th July, 1874.*

"This is the third attempt of Babu Monmohan Bose at dramatical composition,\* and, we are glad to say, it fully sustains his reputation as a writer of chaste Bengalee plays. Babu Monmohan Bose is master of an easy and graceful style which never fails to invest his plays with a peculiar charm of his subject as in the sentiments ascribed to his *dramatis personae*. The story of the play is one, which carries us back to the dim days of Hindoo mythology and makes us acquainted with the doings of gods and goddesses as conceived by the vivid imagination of our ancient poets. It also conveys a deep moral—the exalted notion of chastity and conjugal fidelity as exemplified in the life of Sati—the heroine of the play.\*\*\*\*\*"

# বান্ধালা সংবাদপত্রের অভিপ্রায় ।

রামাভিষেক নাটক সম্বন্ধে ঐ ।

প্রভাকর । ২১শে ডিসেম্বর, ১২৭৪ ।

“ \* \* (বর্ণনা) এতদূর স্বাভাবিক যে, স্বয়ং প্রকৃতি দেবী যেন প্রত্যেক পদে পদক্ষেপ করিয়া নৃত্য করিয়াছেন । \*\*\* এতদূর শোকাবহ, যে, ইহার তৃতীয় অঙ্কের পর সমাপ্তি পর্য্যন্ত পাঠ করিবার সময় ঘন ঘন কণ্ঠশুদ্ধ, বক্ষঃকম্প এবং নেত্রযুগল অশ্রুপূর্ণ হয় । \* \* \* একটী কথা দ্বারা এই নাটকের গুণাংশের প্রশংসা করিতে হইলে কেবল এই কথা বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে, যে, ইহার ভাষাপারিপাট্য, রচনানালিতা, ভাববাস্তুরূপ এবং ধর্ম-কাব্যা প্রভৃতি সকল গুণিই মৌন্দর্য্যসম্পন্ন হইরাছে । ”

সোমপ্রকাশ । ৪ঠা আষাঢ় ১২৭৪ ।

“ এখানি পাঠ করিয়া আমরা পরম পরিতোষ লাভ করিলাম । ইহার ভাষা বিশুদ্ধ ও প্রাজ্ঞান এবং রচনাও অতিশয় মধুর ও মনোহর হইরাছে । বিষয়গৌ যেরূপ কবিতামাঙ্গল্য, গ্রন্থকার তদনুরূপ ভাব পাঠকগণের মনে উদ্বেগ করিতে পারিবেন, ইহাতে আমাদের সন্দেহ নাই । গ্রন্থকারের আর একটী প্রশংসার বিষয় এই যে, তিনি বিশুদ্ধ ধর্মমতটি সকল কৌশলক্রমে সমর্থিত করিবার প্রয়াস পাইরাছেন । পদ্যগুণিতে তাঁহার রচনাশক্তির বিশেষ পরিচয় প্রদত্ত হইরাছে । ”

এডুকেশন গেজেট । ১৫ই আষাঢ় ১২৭৪ ।

“ \* \* \* রামের রাজ্যাভিষেক যৌবনা অবধি বন-

গমন পর্য্যন্ত তাবৎ বিষয় ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। নাটকখানি অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছে। বিষয়টী যেমন ককণ-রসপরিপূর্ণ, নিপিচাতুর্গাও সেরূপ ক্ষনস্থবকারী হইয়াছে। রামাভিষেক নাটক খানি পড়িত পড়িত শাস্ত্রবক আ-মাদিগকে অশ্রুবারি বিসর্জন করিতে হইয়াছিল। কলতঃ বাজালাভাষায় ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট নাটক অদ্যাপি আনাদের নয়নগোচর হয় নাই।”

ভারতরঞ্জন। ৩২ শে আষাঢ় ১২৭৪।

“আমরা এ পর্য্যন্ত যত নাটক দেখিয়াছি, এখানি অনেক অংশে সর্বোৎকৃষ্ট। \* \* \*

ঢাকাপ্রকাশ। ৬ই আশ্বিন, ১২৭৪।

“\* \* \* ইহাতে রামের রাজাভিষেকের অধিবাস ও বনবাস অতি উৎকৃষ্ট রূপে বর্ণিত হইয়াছে। ইহার বিষয়টী যেমন ককণরসাত্মক, রচনাও সেরূপ ক্ষনস্থ-কারিণী হইয়াছে। ইহার অনেক স্থান পাঠ করিয়া আ-মরা অশ্রু সংবরণ করিতে পারি নাই।”

অবলাবান্ধব। ১৮ই পৌষ ১২৭৭।

“গ্রন্থখানি পড়িতে বাইরা স্থানে স্থানে আমরা এরূপ শোকাভিভূত হইয়াছি যে, কোনক্রমে অশ্রুবর্গ সংবরণ করিতে পারি নাই। \* \* \* অশ্লীল বিষয়ের সন্নিবেশ ভিন্নও যে হাস্যরসের উদ্দীপন করা যায়, এই স্থলে তাহাও প্র-মাণিত হইয়াছে। এই নাটক খানি স্ত্রীলোকের পাঠের পক্ষে অতি উপাদেয় হইয়াছে বলিয়া আমরা যেনোমোহন বাবুর নিকট বিশেষ বাধ্য হইলাম।”

নিত্রপ্রকাশ। মাঘ, ১২৭৭।

“রামাভিষেক নাটক যে একখানি ককণরসপূর্ণ উৎকৃষ্ট

দৃশ্য কাব্য, ইহা আমরা মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিতে কু-  
শ্চিত নই।”

## প্রণয়পরীক্ষা সম্বন্ধে অভিপ্রায়।

এডুকেশন গেজেট। ২৮ শে কার্তিক, ১২৭৬।

“\* \* কলতঃ আমাদগের মতে প্রণয়-পরীক্ষা নাটক  
এক খানি উত্তম বস্তু—উহা পাঠ করিয়া আমোদ এবং  
শিক্ষা লাভ হইবার সম্ভাবনা।”

ভারতরঞ্জন। ১০ই অগ্রহায়ণ, ১২৭৬।

“\*\* তাঁহার পূর্বে প্রকাশিত রামাভিষেক নাটক এ-  
খানির সম্বন্ধে আর প্রশংসা পাইবার যোগ্য নয় বলিলে  
অত্যাতি হয় না। প্রণয়-পরীক্ষার আখ্যায়িকাটি গ্রন্থ-  
কারের প্রগাঢ় চিন্তাশক্তিকল্পিত। রামাভিষেকের আ-  
খ্যানটির জন্য লেখককে চিন্তা করিতে হয় নাই, অন্যান্য  
অঙ্গ সম্বন্ধে যে কিছু কৌশল বিস্তার করিতে হইয়াছিল।  
এখানির সর্বাঙ্গ, প্রণয়তার প্রগাঢ় স্নেহকৌশলসম্পন্ন।  
চিত্রাদেবীর সাহায্যে নির্মিত এবং সুসজ্জিত করিতে  
হইয়াছে। সুতরাং রচয়িতার প্রথম গ্রন্থ অপেক্ষা যে  
এখানি প্রশংসনীয় ইহা বলা বাহুল্য।\*\* ইহার অঙ্গ প্র-  
ত্যঙ্গ এরূপ সুকৌশলপূরিত, যে পাঠ কালে রচয়িতাকে  
কেবল ধন্যবাদ দিয়া পরিতৃপ্ত হওয়া যায় না। \*\* এই  
নাট্যালিখিত প্রত্যেক ব্যক্তির আদ্যন্ত ভাবের এবং  
চরিত্রের বিপর্যয় হয় নাই। সময়োচিত ভাব পরিবর্তন  
কালেও স্বভাবের বৈলক্ষণ্য ঘটে নাই। এমত নাটকের  
অঙ্গ প্রশংসনীয় অঙ্গ নহে। ইহার প্রত্যেক কথা গ-  
ভীর ভাব ও চমৎকার অর্থ। বাঙ্গালী নাটকের নামে  
যে এক প্রকার অকচিৎ জন্মিয়া উঠিয়াছে, প্রণয়-পরীক্ষা

নাটকের নায় নাটক যে সেই অকচিনিবারক তাহাতে  
সন্দেহ নাই।”

প্রভাকর। ১৬ ই আশ্বিন, ১২৭৬ সাল।

“\*\* একাধিক বিবাহের দোষ কীর্তন করা ইহার উ-  
দ্দেশ্য। শান্তশীল চৌবুরী নামক এক জমীদারের দুটি স্ত্রী  
ছিল। জোষ্ঠা মহামায়া—কনিষ্ঠা সরলা। ইহাদিগের  
সপত্নীসুলভ ঘটনাই সম্ভবনীর বটে, কিন্তু নাট্যকার ই-  
হার মধ্যে কিছু কৌশল করিয়াছেন, তাহাতে ইহার  
চমৎকারিত্বও কিছু অধিক হইয়াছে। \*\* মনোমোহন  
বাবু কবি—এ নাটকও তাহার কবিত্বশক্তির পরিচয়  
পাওয়া যায়। \* \* \*

মিত্র প্রকাশ। আশ্বিন, ১২৭৭ সাল।

“প্রণয়-পরীক্ষা নাটক। \* \* এখানি (রাণাভিষেক)  
নাটকের বয়সে কনিষ্ঠ হইয়াও গুণে গরিষ্ঠ হইয়াছে।  
এখানি যেচ প্ৰসঙ্গপ্ৰদেয়, সেইরূপ প্রণয় ও কৰুণরস  
পরিপূর্ণ এবং অতিশয় মার্জিত, অথচ প্রাঞ্জল। অভিব্যয়ের পক্ষে এখানির বিশেষ উ-  
পযোগিতা আছে। প্রস্তাবে কৌশল সম্ভবপর ও অ-  
তীব্র চমৎকারজনক। অপৰ্য্যন্ত দেশাচার সম্বন্ধে অনেক  
নাটক লিখিয়াছেন বটে, কিন্তু ইহার নায় সকলে সকল  
বিষয়ে কৃতার্থতা লাভ করিতে পারেন নাই। বহুবিবাহ  
বিষয়ে জীমূক্ত রামনারায়ণ তর্কপরত্ন যে “নব নাটক”  
প্রণয়ন করেন, তাহার সহিত এখানির তুলনা করিলে  
অনেক অংশে উৎকৃষ্ট বোধ হয়। \* \* পাঠকগণকে অনু-  
রোধ করি এই নাটকের এক এক খণ্ড পাঠ করিয়া  
দেখুন। পাঠে যে সময় বায় হইবে, তাহার শতগুণ  
আমোদ এবং উপদেশ পাইতে পারিবেন।”



হিন্দুহিতৈষিনী । ১০ই বৈশাখ, ১২৭৮ সাল ।

প্রণয়পরীক্ষা নাটক । \* \* \* নাটকখানি সর্ব্বাংশে মনোহর হইয়াছে । আমরা বাহুল্যভয়ে ইহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া পাঠকগণের চিত্তানন্দ বর্দ্ধন করিতে পাইলাম না । ফলতঃ অন্যান্য নাটকে সহিত তুলনা করিলে এ নাটকখানি সর্ব্বাংশে উৎকৃষ্ট বলিয়া বোধ হয় । প্রস্তাবের কোণল, চতুর্থ ও ভাব অতি মনোহর । মনোমোহন বাবুর নাটক রচনার সুন্দর ক্ষমতা হইয়াছে; ইনি বিশুদ্ধ নাটক লেখার স্বকটান্ত প্রদর্শন করিতেছেন । ভরসা করি, ক্রমে ইনি বিশুদ্ধ নাটকের অভাব দূর করিবেন । আক্ষেপের বিষয় এই যে, আমাদের দেশীয়েরা মাতৃভাষার উন্নতির নিমিত্ত মূল্যবানদিগকে উৎসাহ দেন না । অধিক কি, অন্ততঃ ক্ষমতাশীলেরা এক এক খণ্ড গ্রাণ করিলেও ইহা যথেষ্ট উৎসাহ পান । ”

### সতীনাটক সম্বন্ধে অভিপ্রায় ।

অমৃতবাজার পত্রিকা । ১৫ই ফালগুন, ১২৮০ ।

“সতী নাটক । শ্রীমদানামোহন বসু প্রণীত । মদনামোহন বাবু বাঙ্গালী পাঠক সমাজে অপরিস্রিত নহেন । ইনি একজন পুরাতন নাটকলেখক । ইহার রামাভিষেক ও প্রণয়পরীক্ষা নাটক জনসমাজে সমাদৃত হইয়াছে । মদনামোহন বাবু আবার হিন্দু মন্ডার একজন প্রণয়ন করিলেন । তাঁহার সতী নাটক যে পাঠক সমাজে আদরণীয় হইবে তাহার আর সন্দেহ নাই । এই সংক্ষিপ্ত সমালোচনার মধ্যে তাঁহার গ্রন্থ সমালোচনা করা আমাদের অভিপ্রেত নহে । তৎস্ব আমরা এইমাত্র বলিতে পারি যে, তাঁহার শাস্তে পাগলার নূতন জিহী আমাদের নিকট অতি আদরণীয় হইয়াছে । ”

সাপ্তাহিক সমাচার । ৯ই চৈত্র, ১২৮০ ।

“সতী নাটক । \* \* \* বাবু মদনামোহন বসু সুকবি ও

সুলেখক, বাঙ্গালা সাহিত্যামোদীগণ তাঁহার নিকট বিলক্ষণ উপকৃত আছেন, তৎপ্রণীত রামাভিষেক ও প্রণয় পরীক্ষা নাটক ও তৎসম্পাদিত মনোমোহন বাবুর পত্রখানি পাঠ করিয়া অনেকেই চিত্ত-বিনোদন করিয়া থাকেন। জৈদৃশ লক্ষ্যপ্রতিষ্ঠা গ্রন্থকারের রচনা যে প্রীতিদায়িনী হইবে বলা বাহুল্য। \* \* \* \* ”

মুর্শিদাবাদ পত্রিকা । ৫ই বৈশাখ, ১২৮১ ।

“ \* \* \* সুতরাং উহার প্রকৃতি শক্তি, রচনাচাতুর্য্য, শব্দের মাধুর্য্য, শৈব ও বৈষ্ণবের বিস্তৃত সংস্কারাগ, নারদের স্বভাব, শিবের শিবত্ব, সতীর পতিভক্ততা, দক্ষের রাজপদ গৌরব এবং তদঙ্গীভূত শ্বশুরত্ব ভগিনীগণের সহোদরার প্রতি স্নেহ, জৈষ্ঠা ও আহা গৌরব, প্রসূতীর কন্যাবাৎসল্য, শান্তিরামের বিকারশূন্য ইষ্টসিদ্ধি ও সংসার উদাসীনা, নন্দীর প্রভুস্বায়ংতা, সতীর আহাদ রনস্থায় সন্তোষ ও গৌরব জ্ঞান পতির দুঃখ অবস্থায় শ্রদ্ধা প্রীতি এবং সতীর পিতা ও পতি উভয় শত্রুতর পাত্রের অনিয়ন্ত্রণে পিতৃদত্ত আত্মদহ বলিদান দ্বারা শান্তি স্থাপনের পৌরাণিক গুঢ় তাৎপর্য্য বিন্যাস—এই গুলি অতি পরিপাটি রূপে ও সঙ্গীত চিত্রিত হইয়াছে। এবং এই দৃশ্য কাব্যের অভিনয়ও হইয়া গিয়াছে। মনোমোহন বাবুর রামাভিষেকের নায় সতীনাটকেও কৃতকার্য্যতা লাভ হইয়াছে। \* \* \* ”

হালিসহর পত্রিকা । ১২ই বৈশাখ, ১২৮১ ।

“সতী নাটক। \* \* \* দক্ষদত্ত ইহার অঙ্গ। প্রস্তাবটি প্রাচীন হটলেও মনোমোহন বাবুর লেখনী ইহাকে নূতন ভূষণে ভূষিত করিয়া যে আমাদিগকে আনন্দ দান করিয়াছে, তাহা অস্বীকার করি না। অনেক নূতন ভাব ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায়। পাগলা শান্তিরাম, একটা নূতন পদার্থ। ইহার কবিতাগুলি সুন্দর ; সঙ্গীতগুলি হৃদয়গ্রাহী। \* \* \* \* ”

জ্ঞানাকুর । বৈশাখ, ১২৮১ ।

“সতী নাটক—প্রযুক্ত বাবু মনোমোহন বসু প্রণীত। মনোমোহন বাবু বহু কালের পুরাতন উপাদান দ্বারা রামাভিষেক

এবং সতী স্নাতক দুই খানি অভিনয় প্রণালীর দৃশ্য কাব্যের সৃষ্টি করিয়াছেন।

যে উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া সতী স্নাতক প্রণীত হইয়াছে তাহা বঙ্গদেশে প্রায় সকলেই অবগত আছেন। দক্ষ প্রজাপতি জামাতা-শত্রু ব্রহ্মার নিকট হইতে আশানুযায়ী সম্মান লাভ করিতে না পারায় তাঁহার অবমাননা করিবার নিমিত্ত সন্দেহের আয়োজন করিলেন। তদীয় দূহিতা শিবাবমাননা জন্য জনকের অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া তাঁহার প্রবোধার্থে অনিমিত্ত হইয়াও পিতৃভ্রমজে গমন করেন। তদীয় পিতৃমুখে পতিনিন্দা শ্রবণ করিয়া বিবাহে সম্মতি দিয়া হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। তদবধি তিনি সতীকুলের অগ্রগণ্য এবং পতিভ্রমজিগের আদর্শ স্বরূপ হইয়াছেন। এই প্রাচীন আখ্যায়িকার প্রধানত্ব হ্রাস বৃদ্ধি করিয়া অতি মনোহর নাটক রচিত হইয়াছে।

মনোমোহনবাবু নাটোপস্থিত পৃথক পৃথক ব্যক্তি সকলের চরিত্র আদ্যোপান্ত সমভাবে রক্ষা করিতে কুশল করেন নাই। নারদ শাস্ত্রিহীন, রঘা, অক্লেবা প্রভৃতি কয়েকটি চিত্র উত্তম চিত্রিত হইয়াছে।

সতী স্নাতকের ভাষা ও রচনা প্রণালী উৎকৃষ্ট হইয়াছে। স্থানে স্থানে উত্তম কয়েকটি গান থাকার গ্রন্থখানি অভিনয়ক্ষেত্রে বিশেষ উপযোগী হইয়াছে। ".....

### পদ্যমালা সম্বন্ধে এ।

এডুকেশন গেজেট। ২রা পৌষ, ১২৭৭ সাল।

"..... আমরা এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি দেখিয়া অতি প্রীত হইলাম। ইহার প্রবন্ধগুলি সরল ভাষায় রচিত ও মনোরমধ্যে কাব্যরসাত্মক ও বটে। আমাদের ইহাকে শিশুদিগের এত উপযোগী বলিয়া বোধ হইয়াছে যে, আমরা স্বকীয় বাসক বালিকাগণকে এই পুস্তক পড়াইবার অভিপ্রায় করিয়াছি।"

প্রত্যকরী : ৩ই পৌষ, ১২৭৭ সাল।

"..... বিদ্যালয়ের অধ্যাপক লিঙ্গপালের পাঠার্থ ইহা রচিত হইয়াছে। .. গ্রন্থকার উদ্দেশ্য বিষয়ে কৃতকার্য হই।

যাহঁহঁম । শব্দগুলি অতি কোমল, ভাষা অতি সরল এবং পাঠ-  
গুলি হিতোপদেশে পরিপূর্ণ । আমরা বিদ্যালয়ে শিশুপাঠ্য  
ষতগুলি পদ্য পুস্তক দেখিতে পাই, তৎসমস্তের মধ্যে এই খানি  
ভাল বোধ হইল । \* \* আমরা ভরসা করি, বিদ্যালয়ের কর্তৃ-  
পক্ষীয়েরা এই কাব্যখানি পাঠ্য-পুস্তক-শ্রেণী মধ্যে গ্রহণ করি-  
বেম, এতৎপাঠে বালকগণের বিশেষ উপকার হইবে ।”

মিত্রপ্রকাশ, মাঘ ১২৭৭ সাল ।

“ পদ্যমালা ১ম ভাগ । \* \* লেখা সরল, সুনিষ্ঠ ও নীতিগর্ভ ।  
এই পদ্যমালা বালক বালিকাগণ সাদরে কণ্ঠে ধারণ করিলে তা-  
হারা রত্নমালা ধারণ অপেক্ষাও শোভনীয় হইবে সন্দেহ নাই ।  
ভরসা করি, বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষগণ স্ব স্ব অধিকৃত বিদ্যালয়ে  
ইহার প্রচলন করিয়া গ্রন্থকারকে উৎসাহ দান করিবেন ।”

হিন্দুহিতৈষণা, ৫ই চৈত্র ১২৭৭ সাল ।

“ \* \* \* এখানি ঢাকা ও বিক্রমপুরের বঙ্গ বিদ্যালয় সম-  
হের ৫ম শ্রেণীর পাঠ্য । পুস্তকখানির পদ্যগুলি অতি সরল—অপ-  
নয়স্ক বালকবালিকার সহজবোধ্য ও উপযোগী হইয়াছে । গ্রন্থ-  
কার বালকগণের আনন্দবর্দ্ধক বিষয়লইয়াই সুন্দর কবিতা রচনা  
করিয়াছেন । বিষয়ও শলক বালিকার চিত্তকে আকর্ষণ করে ।  
আমরা এই ৩৪ পৃষ্ঠার পদ্যময় পুস্তকখানি পাঠে প্রীত হইলাম ।”

হিন্দু আচার ব্যবহার ও বক্তৃতামালা সম্বন্ধে  
অভিপ্রায় ।

মুর্শিদাবাদ পত্রিকা । ১৮ই কাল্গুন ১২৭৯ সাল ।

“ হিন্দু আচার ব্যবহার— \* \* আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া  
প্রীতি প্রাপ্ত হইলাম । ইহার সহিত কোনো কোনো স্থলে কা-  
হারো মতের একতানা হউক অথবা কোনো কোনো স্থল অভ্রান্ত  
নাই হইতে পারে কিন্তু ইহার মধ্যে হিন্দু আচার ব্যবহারের  
বিস্তার জ্ঞাতব্য বিষয় বিবৃত হইয়াছে । এমন অনেক বিষয় আছে  
যাহাতে নব্যদিগের জ্ঞান মাত্র নাই । যিনি স্ত্রী পুত্র পরিবার  
সহ গৃহস্থান্ত্রম বাসী, তাঁহারই ইহার এক এক খানি সংগ্ৰহ  
এবং পাঠ করা উচিত । লেখকের নীমাংসা অতি চমৎকার । \* \* \*”

এডুকেশন গেজেট। ১২ই ফাল্গুন ১২৭৯ সাল।

হিন্দু আচার ব্যবহার (১ম ভাগ) — \* \* \* পুস্তকখানির লিপি প্রণালী উত্তম হইয়াছে। যদিও গ্রন্থকারের সহিত সকল বিষয়ে আমাদের ঐক্য নাই উক, কিন্তু তাঁহার উদ্যোগের জন্য আমরা তাঁহার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারি না। এইরূপ পুস্তক হিন্দু-মাত্রেয়ই এক এক খণ্ড ক্রয় করা আবশ্যিক। \* \* ”

হিন্দু হিতৈষিনী। ২৬ শে ফাল্গুন ১২৭৯ সাল।

হিন্দু আচার ব্যবহার, প্রথম ভাগ, পারিবারিক। \* \* \* প্রস্তাবিত গ্রন্থের সমগ্র পাঠ করিয়া নিতান্ত প্রীত হইলাম। নবীন সম্প্রদায়স্থ ব্যক্তিগণ মধ্যে যাহারা নোহাতিভূতের ন্যায় হিন্দু আচারব্যবহারের বিরুদ্ধাচরণ পূর্ব্বক আপনাদিগকে সুখী বোধ করিতেছেন, এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া তাঁহাদের অনেক উপকার হওয়ার সম্ভব, অন্ততঃ কতক বিষয়ে তাঁহাদের ভ্রমও দূর হইতে পারে। \* \* \* হিন্দু পারিবারিক শৃঙ্খলা যে কত প্রশংসনীয়, বুঝির চঞ্চলভানিবন্ধন বুঝিতে নাপারিয়া কেহ কেহ উহা নিতান্ত বিষবৎ মনে করিয়া থাকে। কলতঃ এই গ্রন্থে হিন্দুদিগের আচারব্যবহার সম্বন্ধে যে সকল কথা লেখা হইয়াছে, তৎপাঠে হিন্দু সাধারণ স্বীয় সমাজের অনেক উৎকৃষ্টতর নিয়মাদির গুণাগুণ জদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। আমাদের এমন অনেক বিষয় আছে যে, আমরা তাহা জানি বটে কিন্তু তাহা কতদূর প্রয়োজনীয়, সম্পূর্ণ অনুভব করিতে পারি না। কেহ তাহার উপকারিতা বিশদরূপে দেখাইয়া দিলে চিত্ত আকৃষ্ট হয়। মনোমোহন বাবু লিপিনৈপুণ্যে হিন্দু আচারগুলি অতি আশ্চর্যরূপে প্রকাশ করিয়াছেন। \* \* \* এই বক্তৃতায় মনোমোহন বাবুর হিন্দুসমাজ-হিতৈষিতার বিলক্ষণ পরিচয় হইয়াছে। গ্রন্থকারের উৎসাহ জনা নয়, সুদৃঢ় আপনাপন উপকারের জন্যই প্রত্যেকের এই গ্রন্থ পাঠ করা উচিত।”

ঢাকা প্রকাশ। ১৮ই চৈত্র ১২৭৯ সাল।

“ হিন্দু আচার ব্যবহার প্রথম ভাগ পারিবারিক — \* \* \* গ্রন্থকার এই পুস্তকে প্রাচীন ও আধুনিক হিন্দু পারিবারিক আচারব্যবহারের দোষ গুণ সবিস্তার বর্ণনা করিয়াছেন। দোষ অপেক্ষ

